উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮০,০৮০.৫৭ (-৭০৫.৯৭)
নিফটি : ২৪,৫০০.৯০ (-২১১.১৫)

বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের
বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর কথায় সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন যাত্রা বন্ধ হল না। » ৭

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে
ভারত ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আরনস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের একটি রিপোর্টে এমন দাবি করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

সুপ্রিম নির্দেশে পরীক্ষা নিয়ে সংশয়
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসি শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। » ৫

১২ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 29 August 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 102

বাংলা ঘেঁষা বিহারে তিন জইশ জঙ্গি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : হাসনেন আলি, আদিল হুসেন এবং মহম্মদ উসমান- পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের তিন সদস্য নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ঢুকেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ওই সতর্কবার্তায় বিহারের পাশাপাশি চিকেন নেক জুড়ে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। বিহারের সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে চিকেন নেক এলাকায় থাকা প্রতিটি সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর ছাউনিতে। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বাগডোগরা ও ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতেও তিন জঙ্গির বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে কেন্দ্রীয়

চিকেন নেক নিয়ে সতর্ক কেন্দ্র

গোয়েন্দারা মনে করছেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া বিহারের আরারিয়া হয়েই নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছে জঙ্গিরা। তবে জঙ্গিরা যে বাংলায় ঢোকেনি সেকথা জোর দিয়ে বলছেন না তাঁরা।

শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ঘেঁষা জেলা আরারিয়া। নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে ঢুকে হামেশাই চোরাকারবার চলে ওই এলাকায়। ফলে সেই পথে খুব সহজেই এরাজ্যে ঢুকে খড়িবাড়ি হয়ে সড়কপথে আরারিয়ায় যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সতর্কবার্তার পর ওই এলাকায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে এসএসবি। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদও। গত কয়েকদিনে ওই এলাকা দিয়ে সন্দেহভাজনদের আনাগোনা লক্ষ করা গিয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চোরাকারবারিদের চারজন পেডলারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন দুটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। ওই পেডলারদের দুজন সম্প্রতি বিহারে গিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে পেডলাররা জঙ্গিদের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে, হাসনেনের বাড়ি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। আদিল এবং উসমান উমরকোট ও বহওয়ালপুরের বাসিন্দা। তিনজনই বহওয়ালপুরের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। এরপর দশের পাতায়

সন্দেহভাজন তিন পাক জঙ্গি।

উত্তরের খোঁজে

সব নেতার রিপোর্ট কার্ডে শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই যে ছেলে, দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক 'ছাত্র' নেতার দৌড়োদৌড়ি, প্রচার নৃত্য দেখা গেল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্মদিনের সৌজন্যে। প্রচুর ছাত্র নেতা, অথচ তাঁরা ছাত্রই নন বহুদিন। একাধিক সন্তানের জনক। নেতাও নন। কলেজে কলেজে ছাত্র নির্বাচনই যখন উঠে গিয়েছে, তো কীসের নেতা?

এই ছাত্র ছাত্র আবহে শৈশবের শিক্ষকদের আদরের ডাক মনে পড়তে পারে অনেকের-- দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

প্রগ্রেস রিপোর্ট থেকে রিপোর্ট কার্ড হয়ে এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। একটা কার্ড থেকে আপনি ছোটবেলার সব ক্লাসের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

'ছাত্রনেতা'দের, নেতাদের জন্য এমন কার্ড চালু করলে কেমন হয়?

স্কুল বা কলেজে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করার সময় ভালো মাস্টারমশাইদের চিন্তা হয় খুব। অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক আবেগের প্রশ্ন, অনেক ভবিষ্যতেরও ভাবনা। একেই ভালো পড়ুয়া আর মেলে না, আমার একটু অসর্তকতা-অন্যমনস্কতার জন্য কোনও ছাত্রছাত্রী যেন এতটুকু বঞ্চিত না হয়! এখনও যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে শিক্ষকতা করেন, ফাঁকিবাজিতে বিশ্বাসী নন, তাঁদেরই চিন্তা।

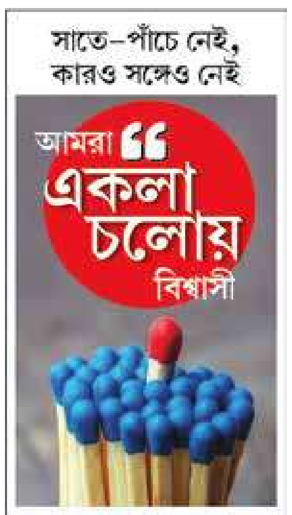

রাজনীতিকদের রিপোর্ট কার্ড বানাতে বসলে? আমাদের মতো ভোটারদের নো চিন্তা, নো ভাবনা। কেননা নেতারা কোনও কাজই করেননি। উত্তরবঙ্গের নেতাদের নম্বর দেওয়া আরও সোজা। যে ছাত্ররা পড়াশোনাই করেনি, চরম ফাঁকিবাজ, তাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়া যেমন সোজা। নম্বর দেওয়ার সময় কোনও বাড়তি আবেগ কাজ করে না। কেন কাজ করবে?

কোচবিহারের উদয়ন গুহ থেকে মালদার সাবিনা ইয়াসমিন বা তজমুল হোসেন এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য পাশ মার্ক পাবেন। বরং এঁদের ছেলে, ভাই বা স্বামী এমন কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন, তাতে মন্ত্রীদের মুখ পুড়ছে। এরপর দশের পাতায়

সুপ্রিম নির্দেশ

অযোগ্যদের নাম প্রকাশে ৭ দিন সময়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বটে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কিন্তু জটিলতা পিছু ছাড়ছে না। শীর্ষ আদালতে চিহ্নিত শিক্ষক পদে নিযুক্ত একজন অযোগ্যও পরীক্ষায় বসলে পরিণতি ভয়ংকর হবে বলে বৃহস্পতিবার সতর্ক করেছে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর নতুন করে যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অযোগ্যদের অনেকে আবেদন করেছেন বলে অভিযোগ।

সেই সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানিতে বৃহস্পতিবার সাতদিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে এসএসসি-কে নির্দেশ দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'নতুন নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ওপর আমাদের কড়া নজর থাকবে। সামান্য গাফিলতি ধরা পড়লেই ফল ভুগতে হবে। প্রয়োজনে আবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই অযোগ্যদের ঢোকানো চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'হাইকোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। আমরা সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করিনি।' এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'এত কিছুর পরেও কি আপনারা নিজেদের 'ব্লু আইড বয়'দের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?'

মামলাকারীদের অন্যতম আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সত্ত্বেও খুব আশাবাদী নন। সিপিএমের এই রাজ্যসভা সাংসদের যুক্তি, 'আগেই সুপ্রিম কোর্ট বললেও তৃণমূল সরকার করেনি। আজ আদালত সাতদিন সময় দিল। আমি আপনাদের বলতে পারি, ওরা এখনও সততার সঙ্গে ওই তালিকা প্রকাশ করবে না।' বিকাশের কটাক্ষ, এরপর দশের পাতায়

ভোটার সমীক্ষায় তথ্য নয়, সতর্কতা মমতার

'কমিশনের আয়ু তিন মাস'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকারান্তরে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে অসহযোগিতার ডাক। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) উদ্দেশে যাঁরা বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহে যাবেন, তাঁরা আদতে রাজ্য সরকারেরই কর্মচারী। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সব তথ্য না দেওয়ার জন্য সতর্ক করলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার নামে আপনার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে গিয়ে দেখবেন আপনার নাম বাদ দিয়ে দেবে।'

যদিও মমতার অভিযোগ, সারা ভারত থেকে বিজেপির ৫০০টি দল এসে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কারও কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁদেরও তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদেরও নির্বাচন কমিশনের কথা মতো চললে পরিণতি খারাপ হতে পারে বলে প্রকারান্তরে সতর্ক করলেন। তিনি বলেন, 'বিডিও, এসডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। বলছে, চাকরি খেয়ে নেবে, জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন আসে যায়, ওদের আয়ু তিন মাস।'

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী না চলে রাজ্য সরকারের কথায় তাল মিলিয়ে চলার জন্য এভাবে মমতা বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেউ নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করতে দিতে চান না, এরপর দশের পাতায়

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায়।

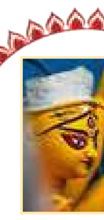

মা আসছেন
৩০
দিন পর

জেলা হাসপাতালে ভোগান্তি

দরকারি ওষুধের আকাল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : জেলা হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে গ্যাসের ওষুধ লিখে দিয়েছেন। সেই প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাসপাতালের ফার্মাসিতে ওষুধ নিতে গেলেন। কিন্তু সেখান থেকে বলা হল, চিকিৎসক যে ওষুধ লিখে দিয়েছেন সেটা নেই। অন্য ওষুধ আছে। যেটা লেখা রয়েছে সেটা হাসপাতালের বাইরে কোনও ওষুধের দোকান থেকে কিনতে হবে। আসলে পেট খারাপ, জ্বর, গ্যাসের সমস্যার মতো সামান্য অসুখবিসুখের পর্যাপ্ত ওষুধ থাকছে না জেলা হাসপাতালে। বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীর পরিজনরা। এমনটাই অভিযোগ। যে সাধারণ ওষুধগুলো সব সময় হাসপাতালে থাকার কথা, সেগুলোর সব সময় সাপ্লাই হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার জেলা হাসপাতালে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর মুদ্রা গেইরোলা এলে তাঁকেও এই বিষয়টি জানানো হয়। এই ব্যাপারে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ মানবেন্দ্র কুণ্ডু বলেন, 'হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা দেখার পর ওই আধিকারিক হাসপাতালের সমস্যার কথা জানাতে চান। ওষুধ দেরি করে আসার যে একটা সমস্যা রয়েছে সেটা জানানো হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই এই সমস্যা দেখা যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা জানা গিয়েছে, যে ওষুধগুলো হাসপাতালে আসে সেগুলো কলকাতা থেকে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে আসে। তারপর সেখান থেকে সেগুলো বিভিন্ন হাসপাতালে যায়। হাসপাতালে আবার ওষুধগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়। এক ভাগ ওষুধ থাকে আউটডোরের জন্য আরেক ভাগ থাকে ইন্ডোরের জন্য। হাসপাতালের ফার্মাসি বিভাগের এক কর্মী বলেন, 'সব ধরনের ওষুধ সব সময় থাকে না এটা ঠিক। যেমন পাঁচ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক থাকতে পারে। দেখা গেল পাঁচটি মলিকিউল যুক্ত ওই অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর মধ্যে

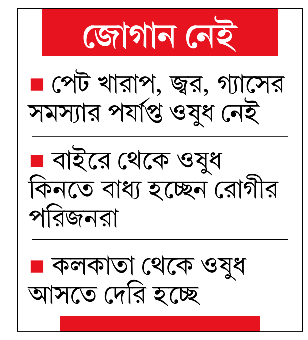

জোগান নেই

- পেট খারাপ, জ্বর, গ্যাসের সমস্যার পর্যাপ্ত ওষুধ নেই
- বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীর পরিজনরা
- কলকাতা থেকে ওষুধ আসতে দেরি হচ্ছে

কোনওটা নেই। তবে একেবারেই যে থাকে না এমনটা নয়। অনেক সময় স্যালাইনের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হয়।'

হাসপাতালে আসা সাধারণ রোগীরা আবার কিন্তু ওই আলাদা মলিকিউল বিষয় বোঝেন না। তাঁরা সহজভাবে বুঝে যান ফার্মাসি থেকে ওষুধ দেওয়া হয়নি মানে ওই ওষুধ নেই। এদিন যেমন হাসপাতালে এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে চাপাতলির এক রোগীর দাদা সমর ঘোষ বলেন, এরপর দশের পাতায়

চড়া দামে জমির ক্রেতা বাংলাদেশিরা

কাঁটাতারের ওপার থেকেই বায়না

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৮ অগাস্ট : সমস্যায় পড়লে জমিই নাকি সহায়। হঠাৎ কোনও বড়সড়ো খরচের ধাক্কা এলে গ্রামের মানুষ অনেক সময়ই জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। জটেশ্বরেও তাই হত। এখনও তাই হয়। তবে গত বছর পাঁচেকে ছবিটা অনেকটা বদলেছে। জমির বিক্রিবাটা এখনও চলছে ঠিকই। কিন্তু দাম একধাক্কায় কয়েকগুণ বেড়েছে। কেন?

বছর পাঁচেক আগেও এলাকায় জমিজমা বিক্রির কথা উঠলে সবার আগে খবর পৌঁছাত প্রতিবেশীদের কাছে। তারপর চলত দরকষাকষি। জটেশ্বরের সেই দৃশ্য বদলে গিয়েছে বাংলাদেশি নাগরিকদের সৌজন্যে। দরকষাকষি এখন অতীত। ১ লক্ষ টাকার জমি ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। প্রতিবেশী দেশের লোকজন যেহেতু অনেক বেশি টাকার প্রস্তাব দিচ্ছেন, তাই স্থানীয় ক্রেতারা খুব একটা পাত্তাই পান না। স্থানীয়দের আক্ষেপ, কয়েক বছর আগেও যেসব জলাজমি ছিল, দাম মিলত না মোটেই, সেসবই এখন নাকি হটকেক। জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জীতেন রায়ের কথায়, 'এখন তো কেউ জমি বিক্রি করবেন বলে স্থানীয়রা জানার আগেই বাংলাদেশের পার্টির কাছে খবর চলে যায়। বাংলাদেশের লোকজন দ্বিগুণ, তিনগুণ দামে জমি কিনে রাখছেন।'

কিন্তু জটেশ্বর তো দূরস্থান, আলিপুরদুয়ার জেলার ত্রিসীমানায় তো বাংলাদেশের সীমান্ত নেই। তাহলে এত বাংলাদেশি এই এলাকায় আসছেন কোথা থেকে? এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু মিলছে না। জটেশ্বরের জমি-বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত রবিউল ইসলাম। দাম বাড়ার কথা মেনে নিয়ে তিনি বলেন, 'আগে জটেশ্বরের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ৩-৪ লক্ষ টাকায় ভালো জমি মিলত। এখন এলাকার মানুষের টাকা থাকলেও জমি কিনতে পারেন না। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আমাদের এলাকার জমির দাম তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে।'

আসলে আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষি বলয়কে টার্গেট করে আত্মীয়স্বজনের মাধ্যম ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ ও ২, জটেশ্বর-২, গুয়াবরনগর, দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নদীর পাড়, ঝোপঝাড় এবং গ্রামের শেষপ্রান্তে জমি কিনে বসতবাড়ি তৈরি করেছেন অনেক বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁরা যে সবাই জটেশ্বরে চলে এসেছেন, তা কিন্তু নয়। অনেকেই দালালের মাধ্যমে, বা পরিচিতের মাধ্যমে বাংলাদেশে বসেই এখানে চাষযোগ্য জমি ও বসতবাড়ির জমি কিনে রেখেছেন।

মাস ছয়েক আগেই তো বাংলাদেশে বসে জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৭ নম্বর বুথে এক বাংলাদেশের নাগরিক ৯ ডেসিমাল জমি কিনে নিয়েছেন। সেই জমির বাজারদর ছিল খুব বেশি হলে ৫ লক্ষ টাকা। এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশিদের প্রথম পছন্দ এই ধরনের কৃষিজমি।

আলিপুরদুয়ারে প্রথম পার্কিং জোন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : যে কোনও দিন সকালে জেলা হাসপাতালের সামনে দিয়ে হাঁটলেই চোখে পড়বে একই দৃশ্য। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি বাইক আর চার চাকার গাড়ি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। হর্নের আওয়াজে হইচই, রোগী কিংবা আত্মীয়দের পক্ষে হাসপাতালে ঢোকাই মুশকিল। গাড়ি পার্কিং নিয়ে সমস্যা কেবল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকারই নয়, গোটা আলিপুরদুয়ার শহরের। তবে দীর্ঘদিনের এই ভোগান্তি কিছুটা লাঘব হতে পারে। আলিপুরদুয়ার পুরসভা জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি পার্কিং জোন বানাবার উদ্যোগ নিয়েছে। শহরের বুকে এমন উদ্যোগ কিন্তু আর নেই। পুজোর আগেই সেই পার্কিং জোন ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে, দাবি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের।

চেয়ারম্যান বলেছেন, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন প্রায় ১২০০ স্কোয়ার ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হচ্ছে এই পার্কিং জোন। আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজটি হবে। কিছুদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া

পুজোর আগেই উদ্বোধনের লক্ষ্য

শুরু করব। আমরা পুজোর আগেই এর উদ্বোধনের পরিকল্পনা করেছি।'

পুরসভা সূত্রে খবর, আধুনিক ধাঁচে তৈরি এই পার্কিং জোনে একদিক দিয়ে গাড়ি ঢুকবে, অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সর্বোচ্চ ২০০টি বাইক সেখানে রাখা যাবে বলে চেয়ারম্যানের দাবি। তবে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেই জায়গায় কিন্তু দেড়শোটির বেশি বাইক রাখা বাস্তবে সম্ভব নয়। আর যেহেতু রাস্তা সংকীর্ণ, তাই চার চাকার বড় গাড়ি রাখার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে। তবুও শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে, জেলা হাসপাতাল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে, আর হাসপাতাল রোড থেকে প্রায় ৩৫ মিটার দূরে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঠিক বিপরীতে একটি গলির মধ্যে থাকা সেই পার্কিং জোনে খানিকটা স্বস্তি তো মিলবে।

আলিপুরদুয়ার শহরে সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগেই কোনও পার্কিং জোন বানানো হয়নি। তাই মূল সড়কের দুই ধারে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন। কখনও আবার নিয়ম ভেঙে তৈরি হয় অস্থায়ী অটোস্ট্যান্ড কিংবা কোচবিহারগামী গাড়ির স্ট্যান্ড। এতে রাস্তায় যানজট লেগে থাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। হাসপাতাল রোডে সমস্যা সবচেয়ে বেশি। সেখানে বিভিন্ন ওষুধের দোকান, ডাক্তারদের চেম্বার থাকায় প্রতিদিনই অস্বাভাবিক ভিড় থাকে। রোগীর আত্মীয়রা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন দোকান বা চেম্বারের সামনে। তাতেই যানজট বেড়ে রাস্তা কার্যত অচল হয়ে যায়। হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় অরিন্দম সাহা বলেন, 'হাসপাতাল রোডে গাড়ি দাঁড় করানো মানেই ঝামেলা। এরপর দশের পাতায়

এই জায়গায় পার্কিং জোন বানাবে পুরসভা। আলিপুরদুয়ারে।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিই/ই-পিএস-এমএলজি-এডিটি/২৫-২৬-২৫, তারিখ ঃ ২৩-০৮-২০২৫। [illegible] https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

সূত্রঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছে সিসিপিএ

নাগরাকাটা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশের বোনাসের হার থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল চা বাগানগুলিকে ছাড় অথবা কিস্তিতে বোনাস মেটানোর সুযোগ দিতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)। বোনাস ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল সিসিপিএ। ওই বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সিসিপিএ'র প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে সমস্যা থাকা বাগানগুলি যাতে সহকারী শ্রম কমিশনারদের কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান, সিসিপিএ'র তরফে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'বহু বাগান আর্থিক সমস্যায় রয়েছে। ২০ শতাংশ হারে সবাইকে বোনাস দিতে হলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প আরও সংকটের মধ্যে পড়বে।' গত বছর বোনাস ছিল ১৬ শতাংশ। তা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৫২টি বাগানকে।

অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং আমার কন্যার নাম ভুল থাকায় গত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে J.M কোর্ট 1st Class, মেখলিগঞ্জ হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ekramul Hoque Sarkar এবং Ekramul Haque Sarkar এবং কন্যা Rokeya Pervin Sarkar এবং Rokeya Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117459)

•

ভোটার I.D. কার্ড নং WB/01/005/159057 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26.10.2021, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ganesh Ray এবং Ganesh Basuniya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আরাতগুড়ি, চন্দনচোড়া, পুন্ডিবাড়ি কোচবিহার। (C/117176)

ভর্তি

Diploma in Pharmacy(D. Pharma): 3rd batch admission going on (2025-27): Alipurduar Ashutosh College of Pharmacy & Allied Health Care Research: Vill: Khatopara, PO: Bindipara(Salsalabari), Dist: Alipurduar, Pin: 736208, West Bengal: Website: www.alipurduarashutoshcollegeofpharmacy.net, Email: aapharmacollege@gmail.com, Phone: 9563370702/9 8325640771/7477873788. (C/117071)

অ্যাফিডেভিট

বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেট রেজিস্টেশন নং D-2020 : 19-00 381-000036 এবং রেজিস্টার্ড ডিড নং 1-3799-এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 26.8.25, সদর, কোচবিহার J.M 1st court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Baktar Miah এবং Babu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। বাবার প্রকৃত, পুরো এবং শুভ নাম Babu Miah-র পরিবর্তে Baktar Miah নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B (India) -আফজাল হোসেন। (C/117175)

•

আমার ভোটার আই কার্ড নং WB/01/008/042104 এবং জমির খতিয়ান নং 2531, মৌজা- খাপাইডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhamchul Haque এবং Chhamchul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খাপাইডাঙ্গা, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117177)

কর্মখালি

সেবক রোডে নাইট-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, বয়স : ২৫-৫০, বেতন- 10,500/-. M- 9933119446. (C/118023)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mostak Hossain, আমার পিতা Faijul Rahaman. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স WB 6120160033094 এ আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.08.2025 তারিখ নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর সাব ডিভিশনাল কোর্ট অ্যাট বুনিয়াদপুর, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Faijul Rahaman ও Faijul Rahamqan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ঘোষণা করছি। (C/118020)

•

I, Krishna Debgupta Mitra W/o Ajay Debgupta, Anandanagar Maynaguri, Jalpaiguri on last 26.8.25, in the court of Executive Magistrate, Jalpaiguri by Affidavit (No 17574) Krishna Debgupta Mitra and Krishna Debgupta one and same identical person. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

I, Nasima Khatun, W/o Md. Sabir Haque on 28/08/2025 by Affidavit at J.M. court Siliguri it is declared that Nasima Khatun and Nasima Begum is same and one identical person. (C/118027)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : (১) টেন্ডার নং ঃ ১০৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮৪,৪০,৫০৪.৪৩ টাকা; (২) টেন্ডার নং ঃ ১০৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-I-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৮২,৮২,৯৩৫.১০ টাকা; (৩) টেন্ডার নং ঃ ১০৯-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-II-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৪,৮৮,৯৬০.৫২ টাকা; (৪) টেন্ডার নং ঃ ১১০-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-I/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৬,৯৫,৩৪০.০২ টাকা; (৫) টেন্ডার নং ঃ ১১১-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-II/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২১,০৬,০১৩.৫৯ টাকা; (৬) টেন্ডার নং ঃ ১১২-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে এইএন/মালদা টাউন-এর অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/মালদা টাউন শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৪১,৮৭,৩৮৯.৩৩ টাকা; (৭) টেন্ডার নং ঃ ১১৩-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/জঙ্গীপুরের শাখাতে এসএসই/পি. ওয়ে/জেআরএলই-র শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,১০,৯৪,৯৭৬.৩৮ টাকা; (৮) টেন্ডার নং ঃ ১১৪-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/নিউ ফারাক্কার শাখা ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৯,১৬,১৮৪.৯৫ টাকা; (৯) টেন্ডার নং ঃ ১১৫-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার আওতাধীনে এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/বারহারওয়া-র শাখাতে ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫৫,০৬,৬৯৫.১৫ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ সকল টেন্ডারের জন্য ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড www.ireps.gov.in /ডিআরএম অফিস /মালদা।

(MLD-159/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন স্টেশনে চারটি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯.২০২৫, ০২.০৯.২০২৫ ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে মালদা টাউন স্টেশনে ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৪-এ এবং ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও ১৫৭৩৪ / ১৫৭৪৪ ভাটিণ্ডা জং. - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ পৌঁছবে/থেকে ছাড়বে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
১৯১১ সে আপকে লিয়ে "কেন্দ্রিত" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কুচবিহার

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), একটি সংস্থা/ট্রাস্ট যা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত, ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ যুবসমাজকে স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা স্পনসরকৃত একটি সংস্থা/ট্রাস্ট, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিতে ফ্যাকাল্টি/অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাটেন্ডার পদের জন্য প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করছে।

আবেদনের ফরম্যাট, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://www.centralbankofindia.co.in-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

আবেদনপত্র ব্যাংকের উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫/০৯/২০২৫।

ক্ষেত্রীয় প্রধান/সহ-সভাপতি (DLRAC)
কোচবিহার
২৭/০৮/২০২৫

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট–এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবে:

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল			(০৩১২৯) (০৩১৩০)	নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	কলকাতা	০০.৪০	–	মঙ্গল
সোম	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	সোম
	০৩.৩০	০৩.৩৫	আজিমগঞ্জ	১৯.৩০	১৯.৩৫	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	–	নিউ জলপাইগুড়ি	–	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকেঃ ০৩১২৯ঃ** ২৮/০৯/২০২৫, ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০/২০২৫, ০২/১১, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১ ও ৩০/১১/২০২৫ (রবিবার) = ১০ ট্রিপ এবং **নিউ জলপাইগুড়ি থেকেঃ ০৩১৩০ঃ** ২৯/০৯/২০২৫, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০/২০২৫, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১/২০২৫ ও ০১/১২/২০২৫ (সোমবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩–টিয়ার–৪, স্লিপার শ্রেণী–১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)–৬ এবং এসএলআরডি–২= ২২ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender(NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for supply of (1) Seed Cleaning cum Grading Machine (2)125 KVA DG Set and (3) supply and fabrication of Temperature Controlled Seed Storage unit. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Registrar(Actg.)

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.

MM/C/PWD/01/2025-26
TENDER ID : 2025_MAD_895874_1

1.Last date of bidding(On line) dated: 19/9/2025 at 18.00 hrs. 2. Date of opening (On line) dated: 22/9/2025 at 11.00 hrs.

Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
(Utpal Bhadury)
Chairman
Mal Municipality

ANANDA CHANDRA TRAINING COLLEGE
(A Pioneer Govt. Sponsored Post Graduate Teachers' Training College)
RECOGNISED BY NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION & AFFILIATED TO B.S.A.E.U.
Nayabasti, Jalpaiguri, West Bengal-735101 / Phone : 03561-230244 (O), 231659 (R)
e-mail ID : actrainingcollege@gmail.com, Website : www.actrainingcollege.org

B.Ed. Admission Notification

Online Application Forms will be available from the College Website : www.actrainingcollege.org/online_admission on and from 02/09/2025 to 16/09/2025 for 2 years B.Ed. Course (Session 2025 to 2027). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.

Principal
A. C. Training College, Jalpaiguri

Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : www.actrainingcollege.org/online_admission

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৬/২৫-২৬, তারিখ ঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫১৬৮;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ৬ মাস সময়ের জন্য ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির ৩ ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারির সিস্টেমের ব্যবস্থা। কনসাইনি ঃ এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ৪১টি। দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডাংটেল পাওয়ার হাউসে ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি তারিখঃ ২২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলে-ডাংটেল পাওয়ার হাউসে ২ টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III খণ্ডে এলটিএইচটি ওএইচ ও উপ স্টেশনের পুনঃ শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিনেমা
CINEMA

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Param Sundari
(Hindi)
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 12:30 & 6:30 P.M.
ধূমকেতু
Time : 3.30 P.M., A.C./Dolby Digital

Now Showing at
BISWADEEP
Param Sundari
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M.

কিছু ট্রেনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ পুনর্বহাল

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উল্লেখিত সময়সূচী অনুযায়ী পুনর্বহাল করা হবে ঃ

ট্রেনের নম্বর ও নাম	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	যে তারিখ থেকে থামবে
৬৮০৬১ আদ্রা-আসানসোল এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	রামকানালি জংশন	০৩.৩৭	০৩.৩৮	০১.০৯.২০২৫
	মধুকুণ্ডা	০৩.৫১	০৩.৫২	০১.০৯.২০২৫
	জয়চণ্ডী পাহাড়	০৩.২৩	০৩.২৪	০১.০৯.২০২৫
	বেরো	০৩.২৯	০৩.৩০	০১.০৯.২০২৫
২২৬৪৪ পাটনা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলেশ্বর	০২.১৫	০২.১৬	০৫.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২০.৪৭	২০.৪৮	০৪.০৯.২০২৫
২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১২.১০	১২.১১	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৫০ পাটনা-পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১৫.০৯	১৫.১০	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৪৯ পুরী-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০১.২০	০১.২১	০২.০৯.২০২৫
১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০২.০৯.২০২৫
১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন-তাম্বরম এক্সপ্রেস) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৩.০৯.২০২৫
১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	তমলুক	০০.৪৪	০০.৪৫	০৫.০৯.২০২৫
	পাঁশকুড়া	০১.০৬	০১.০৭	০৫.০৯.২০২৫
	কাঁথি এফ.এস.	০০.০৩	০০.০৪	০৫.০৯.২০২৫
১৩২৮৮ আরা-দুর্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কান্দ্রা	০৬.৪৩	০৬.৪৪	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	০৩.৪৯	০৩.৫০	০১.০৯.২০২৫
১৩২৮৭ দুর্গ-আরা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কান্দ্রা	১৯.১০	১৯.২০	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২৩.০০	২৩.০১	০১.০৯.২০২৫

উপরের ট্রেনগুলির যাত্রাপথের অন্যান্য সকল স্টেশনগুলিতে থামার সময় কোন পরিবর্তন হবেনা।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এলএইচএস -এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২২-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ২৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন সংযোগকারী সড়কের সাথে এসকে-১৩৩-এর পরিবর্তে হাসিমারা-হ্যামিল্টনগঞ্জের মধ্যে কেএম-১৪১/৭-৮ -তে এলএইচএসের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৫৬,০০,১৩০.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১; তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১। কাজের নামঃ ৩ বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমওসি)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৪,১০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI
PO : BENGDUBI, DIST : DARJEELING (WB)
PHONE NO : 2480238, MOB NO : 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.

Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate. (b) B.Ed. M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with at least of 05years as PRT in a CBSE recognized school. (d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g) Teachers from the same school who fulfill the minimum Q.R as laid down above would be preferred.

Pay & allowances :- As per School norms.

How to Apply Interested candidates may download application form available on school website **'apsbengdubi.org'** and submit the same duly completed along with passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked **"Application for the post of Headmaster/Headmistress"** by Registered Post/Speed Post / **by hand to APS Bengdubi latest by 25 Sep 2025** Incomplete applications and application received after due date will be rejected.

Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management. will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.

Note :- The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School located at	Upto Class	Application be forwarded to
Bengdubi Military Station PO : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424	12th	Chairman, Army Public School, Bengdubi E-mail - apsbengdubi@gmail.com

1. **Educational Qualification & Experience :**
(a) Should have Masters Degree with B.Ed.
(b) Should have been a PGT in recognized school for 03 years in the last 10 years.
(c) Total teaching not less than 09 years.
(d) Should have computer literate.
2. **Age :** Maximum age 55 years.
3. **Pay & Allowances** : Negotiable, along with other perks as per CBSE/AWES guidelines.
4. **Selection Process** : Through Panel Interview **(Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview.**
5. Interested candidates are requested to apply on plain paper along with Bio-data affixed with photograph mentioning the year/School/ Appointment wise experience duly supported with experience certificates /testimonials, E-mail Id, mobile No and postal address by **25 Sep 2025.**
6. For further information contact School Office 0353-2480238, 8207070238, Army No through Military Exchange Extn 6375.

(No TA/DA admissible)

Sd/- Principal

আজ টিভিতে

জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.১৫ শিবা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডিজে (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ জানেমন, রাত ১০.১৫ রক্তবন্ধন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আজকের সন্তান, বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১১.০০ থাই কারি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দীপ জ্বেলে যাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.০০ কি, ৫.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-টু, রাত ৮.০০ গজনা, ১০.৩০ অ্যাঞ্জেল

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৩.৪৪ ভালাত্তি, ৫.৩৬ দবং, রাত ৮.০০ এস-থ্রি, ১০.৩৬ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৪ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৫৪ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.৪১ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৫ খোল দে মেরি জুবান, বিকেল ৩.৪১ কালা ধন্দা গোরে লোগ, সন্ধে ৭.০০ মেহবুবা, রাত ৯.৫৭ কয়ামত

সাদা তিলের কোফতাকারি তৈরি শেখাবেন রুমা দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে বড়কর্তার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় বাবার হস্তক্ষেপে আর্থিক বাধা কাটবে। মিথুন : গোপন কোনও কথা প্রকাশ্যে আসায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সন্ধান পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। সিংহ : জমি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। কন্যা : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় যাবেন না। তুলা : কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। মশালাদার খাবারে পেটে সংক্রমণ হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। মকর : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়তে পারেন। স্বনিযুক্ত প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৭ ভাদ্র, ২৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৭। শুক্রবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৬। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১০।৫৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ২।৪০। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৪৮ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান পুণ্যাহ, দিবা ৮।৩০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় ক্রিড়া দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশ্বকর্মামূর্তি তৈরির ব্যস্ততা। বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

যত কাণ্ড জয়গাঁর সেই হোটেলে

জয়গাঁ, ২৮ অগাস্ট : জয়গাঁ শহরের এমজি রোডের একটি হোটেল এখন নাগরিকদের আলোচনার কেন্দ্রে। গত দু'দিন ধরে সেই হোটেল নিয়ে শহরে যথেষ্ট হইচই হয়েছে। সেখান থেকে স্থানীয় এক তরুণ আজিজুল ইসলামের দেহ উদ্ধার, তারপর সেই ঘটনায় সেই হোটেলের ম্যানেজার সহ এক তরুণীকে গ্রেপ্তারির মতো ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এবারই প্রথম নয়। এর আগেও কিন্তু সেই হোটেল ঘিরে শহরে হইচই হয়েছে। এর আগেও কিন্তু সেই হোটেল থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

যত কাণ্ড সেই হোটেলের তিনতলায়। বলছেন, এমজি রোডের সেই হোটেলের আশপাশের ব্যবসায়ীরা। গত জানুয়ারি মাসে ভুটানের এক বৌদ্ধ লামার দেহ মিলেছিল সেই হোটেল থেকে। তিনতলার একটি ঘরে উঠেছিলেন তিনি। লিফটে উঠতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। আর গত মঙ্গলবার আজিজুলের দেহ সেই তিনতলারই একটি ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। মাস সাতেকের মধ্যে তৃতীয় তলায় পরপর এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় অনেকেই ভয় পাচ্ছেন।

আজিজুলের দেহ উদ্ধার করার পর সেই হোটেলে বর্তমানে কোনও লোকজন নেই। কর্মীরাও নেই। আর ম্যানেজারকে তো গ্রেপ্তারই করেছে পুলিশ। সেই চারতলা শুনসান হোটেল এখন অত্যন্ত ব্যস্ত এমজি রোডের ওপর খুবই বেমানান। আজিজুলের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার পর এমজি রোডে সেই হোটেলের আশপাশে থমথমে ভাব বজায় রয়েছে। এই এলাকায় ছোট, বড় আরও হোটেল রয়েছে। তার মধ্যে এই হোটেলই এখন আলোচনার শীর্ষে।

পবন জৈন নামের এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর কথায়, 'এর আগে ওই হোটেলেই ভুটানের এক লামার মৃত্যু হল। এবার সেখান থেকে এক স্থানীয় তরুণের দেহ উদ্ধার হল। এই হোটেল নিয়ে এখন নেতিবাচক ভাবনাই প্রথমে সবার মাথায় আসবে। তার ওপর ম্যানেজার গ্রেপ্তার। পর্যটকরা এসে এই হোটেলে আর থাকবে কি না সন্দেহ।' একই কথা জানিয়েছেন বিজয় শা নামের অপর এক ব্যবসায়ী। তাঁর মন্তব্য,

এই হোটেলেই পরপর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

'হোটেলের মালিকের হয়তো কোনও দোষ নেই। কিন্তু একবছরের মধ্যে পরপর দুর্ঘটনা, কেমন একটা ভয় ভয় ভাব জাগিয়ে তুলেছে।'

এমজি রোডের এই হোটেলটি থেকে জয়গাঁ শহরের সুন্দর ভিউ, সেইসঙ্গে ভুটান পাহাড় দেখা যায়। প্রায় ৩ দশকের পুরোনো হোটেলে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকত। এই হোটেলের মালিক জয়গাঁরই বাসিন্দা ছিলেন। তবে বর্তমানে তিনি পরিবার নিয়ে ভুটানে বেশি সময় থাকেন। এই ঘটনার পরেও তিনি হোটেলে আসেননি। নাম লেখা যাবে না এই শর্তে রাজি হওয়ার পর হোটেলের এক প্রাক্তন কর্মী বললেন, 'আমি ওই হোটেলের একসময় কর্মী ছিলাম। দুইবছর হল কাজ ছেড়েছি। কখনও কোনও পর্যটক বলে যাননি যে তিনি পরিষেবায় অসন্তুষ্ট। হঠাৎ যে কী শুরু হল কে জানে!'

হোটেলটি যেহেতু একেবারে রাস্তার ধারে, তাই শহরের অনেকে সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে অতিথিদের থাকার জন্য ঘর ভাড়া নিতেন। দুটি মৃত্যুর ঘটনার পর আতঙ্ক গ্রাস করেছে তাঁদেরও। এমনই একজন চন্দন কুমারের মন্তব্য, 'এমন দুটো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। এরপর কি আর অতিথিদের রাখা যায়?

থমথমে

- প্রায় ৩ দশকের পুরোনো হোটেল
- তার চারতলা ভবন পুরোটাই এখন ফাঁকা
- হোটেলের মালিক জয়গাঁর বাসিন্দা, কিন্তু এখন ভুটানে থাকেন
- এই ঘটনার পরেও মালিক কিন্তু জয়গাঁয় আসেননি

খুটাবাড়ির ঘটনায় স্মৃতি জাগল বিরসার

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৮ অগাস্ট : ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস। ছেলে হারানোর শোক যেন মাথার ওপর আকাশের মতো ভেঙে পড়েছিল বিরসা ওরাওঁয়ের। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় দু'বছর। প্রতিবার পুজোর সময় বোনাসের টাকা হাতে আসামাত্র, জামাকাপড় কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করত মা-হারা ছেলেটা। বিরসাও 'না' করতে পারেননি কোনওদিন। এই দু'বছরে ছেলেটা হয়তো আরও অনেকটা বড় হয়ে যেত! দুর্গাপুজোর আগে মৃত ছেলের কথা ভেবে এমনিই মন খারাপ বিরসার। এর মধ্যে বুধবার চিতাবাঘের হানার আরেকটি ঘটনা ঘটে মোগলকাটা চা বাগান ঘেঁষা নাগরাকাটার আংরাভাসার খুটাবাড়ি গ্রামে। মারা যায় বছর দশেকের এক নাবালক। সেই খবর পেয়ে দু'বছর আগের ভয়াবহ দিনটার কথা মনে পড়ে যায় চা শ্রমিক বিরসার।

বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যম ও খবরের কাগজে বিষয়টি জানার পরেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বিরসা। বৃহস্পতিবার তিনি সারাদিন কাটিয়েছেন বানারহাট চা বাগানে। সেখানে তাঁকে ঘিরে ধরে ঘটনার বিবরণ শুনতে চান অনেকে। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে, সজল চোখে দু'বছর আগের ঘটনা বলেন বিরসা। 'ঠিক যেন আমার ছেলেকেই চোখের সামনে দেখছি। ঘটনাটি শোনার পর থেকে কিছুতেই আর মন ভালো লাগছে না।' তবে বিরসার প্রশ্ন, 'নিষ্পাপ ছোট ছোট শিশুদের কেন চিতাবাঘের মুখে পড়তে হয়, বারবার। এই মৃত্যুমিছিল কি কোনওদিন বন্ধ হবে না?'

চিতাবাঘের আতঙ্কে এখন কার্যত থমথমে পরিস্থিতি ডুয়ার্সের চা বাগান ও জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে। প্রায়ই সেখানে চিতাবাঘের হামলার খবর মিললেও মানুষ মারা যাওয়ার খবর সচরাচর মিলত না। তবে গত দু'বছর দলগাঁও, তাসাটি, দলমণি ও সরুগাঁও এলাকায় মানুষজন যেমন আতঙ্কিত, তেমন সতর্কও রয়েছেন। সপ্তাহখানেক আগে তাসাটি চা বাগানের কোয়ার্টার লাইন এলাকায় দিনেরবেলায় চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয়রা। বাসা লাইন এলাকায় জোড়া শাবক সহ এক মাদি চিতাবাঘকে ঘুরতে দেখেন পথচারীরা। চারদিন আগে বাসা লাইনের এক বাসিন্দার পোষা ছাগল তুলে নিয়ে যায় বুনো। সেই কারণে আতঙ্ক আরও বেড়েছে চা বাগান চত্বরে।

তবে চিতাবাঘের এই বাড়বাড়ন্ত কিংবা আনাগোনায় সাবধানতা অবলম্বনের বার্তা দিয়েছে বন দপ্তর। বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিকেলের পর একা চা বাগানের নালা বা গভীর এলাকা দিয়ে হাঁটাচলা করা যাবে না। চা বাগানের ঝোপঝাড়ে শিশুদের খেলাধুলো করতে ছাড়া যাবে না। রাতে অন্ধকারে চলাচল করা উচিত নয়।

মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'চা মহল্লায় আমাদের নজর রয়েছে। আগেও বহু চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। এলাকাবাসীকে সচেতন করা হয়েছে।'

এই এলাকায় নাবালককে কামড়ে ধরে চা বাগানে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ।

ঘটনার রেশ

- বুধবারের ঘটনা শুনে দু'বছর আগের কথা মনে পড়ে যায় তাসাটির চা শ্রমিক বিরসার
- ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর শিশুপুত্রও মারা যায় চিতাবাঘের হানায়
- তবে বিরসার প্রশ্ন, এই মৃত্যুমিছিল কি কোনওদিন বন্ধ হবে না?
- আতঙ্কে এখন কার্যত থমথমে পরিস্থিতি ডুয়ার্সের চা বাগান ও জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে
- চিতাবাঘের আনাগোনায় সাবধানতা অবলম্বনের বার্তা দিয়েছে বন দপ্তর

গ্রেপ্তার জেডিএ'র বরখাস্ত আধিকারিক

জয়গাঁ, ২৮ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হতেই জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাসপেন্ডেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পার্থসারথি দাসকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। জেডিএ'র অভ্যন্তরীণ আর্থিক গণ্ডগোলের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আগেই জারি হয়েছিল। তবে পার্থসারথি সুপ্রিম কোর্ট থেকে 'স্টে অর্ডার' বের করেছিলেন।

ওই স্টে অর্ডারের মেয়াদ শেষ হয়েছে বুধবার। বৃহস্পতিবার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজত দিয়েছে আদালত।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাইকোর্টের। তিনি অভিযোগ করেছিলেন জেডিএ চেয়ারম্যান ও জেলা শাসকের বিরুদ্ধে। আবেদন জানিয়েছিলেন অন্তর্বর্তী জামিনের।

> আইনের উপর আমাদের আগের থেকে আস্থা ছিল। এবারে তদন্তে আরও অনেক কাণ্ড উঠে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।
>
> **গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা**
> *চেয়ারম্যান, জেডিএ*

হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়। এরপর তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। জেডিএ কার্যালয় থেকে একাধিক ফাইল নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সামনে আসে গত বছর ডিসেম্বরে। জেডিএ'র তরফে এই বিষয়ে জয়গাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল পার্থসারথির বিরুদ্ধে। তিনি ফাইলগুলি রাখতেন বলে জানিয়েছিলেন জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। এমনিতেই জয়গাঁর ভক্ত চৌপথির রাস্তার কাজ টেন্ডার ছাড়াই করে দেওয়ার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হতেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। অভিযুক্ত পার্থসারথি গ্রেপ্তার হওয়ার পর গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'আইনের উপর আমাদের আগের থেকে আস্থা ছিল। এবারে তদন্তে আরও অনেক কাণ্ড উঠে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।'

এই বিষয়ে জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'তদন্তের কাজ দ্রুতগতিতে এগোবে। এতদিন উনি তদন্তে সাহায্য করেননি, এবার করবেন।'

বহুমুখী হিমঘরের দাবিতে অবরোধ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৮ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের পার্থসারথি রায় প্রতি বছর আলু চাষ করেন। কিন্তু সেই আলু তাঁকে রাখতে হয় বহু দূরের হিমঘরে। হয় বাড়ি থেকে ১৫-২০ কিমি দূরে ফালাকাটায়, অথবা ৩০ কিমি দূরে বাবুরহাটের হিমঘরে। আলু রাখতে বাড়তি পরিবহণ খরচ লাগে।

পার্থসারথি একা নন। এলাকার কয়েক হাজার চাষিকেই এই ভোগান্তি পোহাতে হয়। অথচ ২০১২ সালে শালকুমারহাটে বহুমুখী হিমঘরের শিলান্যাস করেছিল রাজ্য সরকার। সেই হিমঘর এখনও তৈরি হয়নি। তাই পুজোর আগেই হিমঘর ইস্যুতে বৃহস্পতিবার পথে নামল সিপিএম। এদিন হিমঘর সহ একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করেন বাম নেতারা। পরে লিখিত দাবিপত্র জমা দেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে।

যদিও তৃণমূলের কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'শালকুমারহাটের বহুমুখী হিমঘরের বিষয়টি রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে জানানো হয়েছে। শিলান্যাস যখন হয়েছে, হিমঘর অবশ্যই তৈরি হবে'। এই দাবি প্রসঙ্গে শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভার বক্তব্য, 'হিমঘর তৈরি হলে এলাকার বহু কৃষক উপকৃত হবেন। তাই বিষয়টি আমাদের তরফেও প্রশাসনের উপরমহলে জানানো হয়েছে।'

এদিন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-১ এরিয়া কমিটির তরফে প্রথমে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। তারপর দাবিপত্র প্রধানকে দেওয়া হয়। পরে অঞ্চল অফিসের সামনেই শিলবাড়িহাট-শালকুমারহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে সিপিএম। বিকেল সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অবরোধ চলে। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্য অরবিন্দ রায়, তপন বর্মন, জনক সিংহরায় প্রমুখ। অরবিন্দর কথায়, 'এখানে হিমঘর তৈরির দাবিতে আমাদের আন্দোলন আগামীতে আরও জোরদার হবে।'

তবে শুধু হিমঘরই সিপিএমের ইস্যু নয়। শালকুমারহাট এলাকা জলদাপাড়া বনাঞ্চল ঘেঁষেই। তাই এখানে বন্যপ্রাণীর হানা রোজকার ঘটনা। কিন্তু হাতির হানায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ মেলে না। যৌথ বন পরিচালন কমিটির মাধ্যমেও স্থানীয়দের সঠিক পরিষেবা দেওয়া হয় না বলে সিপিএমের অভিযোগ। এছাড়াও একশো দিনের কাজ দ্রুত চালু, প্রকৃত গরিবদের আবাস যোজনার ঘর প্রদান, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা চালু, পুজোর আগে গ্রামের সব বেহাল রাস্তা সংস্কার সহ দশ দফা দাবিতে সোচ্চার হয় সিপিএম। বাকি দাবিগুলিও খতিয়ে দেখে প্রশাসনের উপরমহলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা।

সিপিএমের পথ অবরোধ। বৃহস্পতিবার শালকুমারহাটে।

টিকিট কাটতে গিয়ে নিগৃহীত বিশেষভাবে সক্ষম

হাসিমারা, ২৮ অগাস্ট : ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার হলেন মাদারিহাটের ফালাকাটা রোডের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস। কলকাতা যাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধী কোটার সংরক্ষিত টিকিট কাটতে বুধবার হাসিমারা স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়েছিলেন তিনি। বুধবার বিকেলের কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে কাউন্টারে দুই তরুণ তাঁকে টিকিট কাটতে দেয়নি বলে অভিযোগ। তারা নাকি কাউন্টারে অনেকক্ষণ ধরে বেশকিছু ফর্ম নিয়ে টিকিট বুক করছিল। প্রসেনজিৎ একাধিকবার তাদের টিকিট কাটার কথা জানালেও, তাঁকে টিকিট কাটতে দেওয়া হয়নি। এরপর প্রসেনজিৎ মোবাইলে তাদের ভিডিও তোলা শুরু করলে তাদের মধ্যে একজন তাঁর ওপর চড়াও হয়ে, ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তাঁর দাবি, ওই দুই তরুণ রেলের টিকিটের দালাল। একজন বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিক হিসেবে সেসময় কোনও নিরাপত্তা পাননি তিনি।

ঘটনার পর বাড়ি ফিরে রেলের টোল ফ্রি নম্বরে অভিযোগ করেন প্রসেনজিৎ। সেই মতো রেলের তরফে আরপিএফের হাসিমারা রেঞ্জকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও আরপিএফের দাবি, তখন তৎকাল টিকিট কাটার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত কোনও যাত্রীর সঙ্গেই তরুণের ঝামেলা বাধায় ঘটনাটি ঘটেছে।

আরপিএফের হাসিমারা রেঞ্জের পরিদর্শক রুনু বর্মন বলেন, 'ওই রিজার্ভেশন কাউন্টারে বর্তমানে কোনও দালালচক্র চলে না। কিছুদিন আগে দুজন দালালকে গ্রেপ্তার করেছিল আরপিএফ।' বৃহস্পতিবার এবিষয়ে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অনুপকুমার সিং বলেন, 'এই কাউন্টারে দালালচক্র নেই। অপর কোনও যাত্রীর সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আরপিএফ দ্রুত সমস্যার সমাধান করেছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

সিলিন্ডার ফেটে দোকান ছাই

হলদিবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দাউদাউ করে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি চায়ের দোকান। উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলার ঘটনা। বুধবার মাঝরাতে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। উৎসস্থলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, বৃষ্টির মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলছে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে থাকা একটি চায়ের দোকান। স্থানীয়রাই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। পুরো দোকানটি পুড়ে যায়। রাতের অন্ধকারে বন্ধ দোকানে আগুন লাগার কারণ নিয়ে সন্দিহান দোকানের মালিক বিকাশ সরকার। গ্যাস সিলিন্ডারে কী করে আগুন পৌঁছাল, বুঝতে পারছেন না তিনি। এদিকে, উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ভস্মীভূত হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁর।

বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ২৮ অগাস্ট : জয়গাঁ থেকে প্রচুর সিডেটিভ ড্রাগস সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন বিকেলে জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি বাস আটক করে পুলিশ। সেই বাসে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার ব্যাগ থেকে মাদক মিলেছে।

গাছ কাটায় গ্রেপ্তার ১

কামাখ্যাগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : উত্তর পারোকাটার বাসিন্দা মিনা দাসের প্রায় ৭০টি পটল গাছ কেটে নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ওই পটল চাষ করেই সংসার চলত মিনা দাসের। মিনার স্বামী ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এই নিয়ে মিনা মঙ্গলবার শামুকতলা রোড ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে ওসি সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে উত্তর পারোকাটা এলাকা থেকে মাধব দাস নামে ২৭ বছরের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানিয়েছেন, মিনার সঙ্গে জমি বিবাদের জেরেই তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এদিন ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেন।

সাইবার প্রতারণা

শামুকতলা, ২৮ অগাস্ট : ফের সাইবার ক্রাইমের শিকার হলেন এক তরুণ। প্রতারিত তরুণের নাম উজ্জ্বল বিশ্বাস। অভিনব কায়দায় প্রতারণার ফলে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। শামুকতলা থানার ডাঙ্গি কলোনি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়। উজ্জ্বল ছোট ব্যবসা করবেন সেই আশায় প্রাইভেট টিউশন করে ওই টাকা জমিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জমানো টাকার প্রায় পুরোটাই প্রতারকরা গায়েব করে দিয়েছে। এই নিয়ে ওই তরুণ শামুকতলা থানার সাইবার ক্রাইম সেলে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কীভাবে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করল প্রতারক? লিখিত অভিযোগে উজ্জ্বল বিশ্বাস জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর অফিসার পরিচয় দিয়ে এই প্রতারণা চালিয়েছে এক ব্যক্তি। ডাঙ্গি বাজার এলাকায় তাঁর দাদুর ইট এবং সিমেন্টের দোকান রয়েছে। সেখানে ওই ব্যক্তি ইট কিনতে গিয়ে অনলাইনে পেমেন্ট করার কথা বলে। এরপর উজ্জ্বল বিশ্বাসের মোবাইলে পাঠানো লিংক খুলতে বলা হয়। ওই লিংক খুলতেই নিমেষের মধ্যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন তিনি।

উজ্জ্বল বলেন, 'খুব কষ্ট করে প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে টাকা জমিয়েছিলাম ছোটখাটো ব্যবসা করবার আশায়। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল প্রতারকরা। খুব কষ্ট করে দারিদ্র্যের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি। এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে আমি রীতিমতো নিঃস্ব হয়ে গেলাম। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। এই ঘটনায় সঠিক তদন্ত এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি।'

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, 'আমরা বারবার সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনরা।

মেডিকেলে মৃত্যু সন্ন্যাসীকাটার কিশোরের

রাজগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস এ-র উপসর্গ ও জ্বর নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি গিরানগছের এক কিশোরের মৃত্যু হল বৃহস্পতিবার। হাসপাতাল এবং পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আবদুল রেজ্জাক আলি (১৭) নামে ওই কিশোরের সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মৃত্যু হয়। সে সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং হেপাটাইটিস এ-তে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে আবদুলের। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর দাবি করেছে, আবদুলের লেপ্টোস্পাইরোসিসের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে হেপাটাইটিস এ রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল কি না, তা বলতে পারেননি জলপাইগুড়ির স্বাস্থ্যকর্তারা।

প্রায় এক মাস আগে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসীকাটার চেকরমারি গ্রামের শ্যামলী দাস নামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। গত ১৫ দিন ধরে রাজগঞ্জের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১৫টি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবদুল রেজ্জাক আলির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রামের মানুষ। সবার মুখে একটাই কথা, কী যে রোগ এল গ্রামে, তরতাজা একটি কিশোরের প্রাণ কেড়ে নিল। আবদুলের বাবা আজগর আলি বলেন, 'সোমবার ছেলের জ্বর আসে। কালীতলা স্বাস্থ্য শিবিরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাই। ওখান থেকে ওষুধ দেয়। সেই ওষুধ খাওয়ার পরেও জ্বর না কমায় মঙ্গলবার রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করি। সেখান থেকে মঙ্গলবার রেফার করে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার সেখানে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করে রিপোর্ট ডাক্তারবাবুদের এনে দিই। এরপর সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ দেখতে পাই আমার ছেলের পেট ফুলে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আজকে সকালে আমার ছেলে চলে গেল। আমি আর বাঁচতে চাই না।'

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন আবদুলের কাকা আবু বক্কর সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'আমরা টেস্ট করেছি বুকের এবং পিঠের। কিন্তু আমাদের প্লেট দেওয়া হয়েছে পায়ের। আমার ভাইপোর লেপ্টোস্পাইরোসিস রিপোর্ট পজিটিভ ছিল। জন্ডিসও হয়েছিল।' জলপাইগুড়ির ডেপুটি সিএমএইচ-১ ত্রিদিব দাস বলেন, 'ওই রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে লেপ্টোস্পাইরোসিস পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। আমি যতদূর জানি ওই ছেলেটির হেপাটাইটিস এ পরীক্ষা করা হয়নি।'

লাথিতে বিপত্তি, ফুটবল মাঠে মৃত স্ট্রাইকার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৮ অগাস্ট : গ্রাম্য ফুটবল টুর্নামেন্টে ঘটে গেল অঘটন। গোলকিপারের পা বুকে লেগে মৃত্যু হল এক তরুণ স্ট্রাইকারের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এমনই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ইংরেজবাজারের নরহাট্টা অঞ্চলের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে। মৃতের নাম মণিরুল ইসলাম। সে স্থানীয় বুধিয়া হাই মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার বাড়ি ওই এলাকারই দুর্গাপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার থেকে ইংরেজবাজারের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে শুরু হয়েছে ২৪ দলের গ্রামীণ ফুটবল টুর্নামেন্ট। মণিরুল খেলছিল দুর্গাপুর গ্রামের হয়ে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীঘাটের সঙ্গে দুর্গাপুরের খেলা ছিল। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক কাজি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়। সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মাঝপথেই মারা যায় মণিরুল।'

গ্রামের অপর এক বাসিন্দা সাকিরুল ইসলাম বলেন, 'আজ থেকে আমাদের গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ২৪ দলের খেলা ছিল। আগামী রবিবার ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথে এমন অঘটন যে ঘটে যাবে তা কল্পনাতীত।' ছেলের মৃত্যুর ঘটনা শুনতে পেয়ে বাবা হাসান আলি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না। তিনি পেশায় সাধারণ দিনমজুর। তাঁর কথায়, 'ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত, তাই কোনওদিন বাধা দিইনি। কিন্তু ছেলেকে যে এভাবে অকালে হারাতে হবে, তা ভাবতে পারছি না।' বিভিন্ন সময় উৎসব মরশুমে মালদার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় এমন ধরনের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক

মণিরুল ইসলাম।

সেই ধরনেরই প্রতিযোগিতা বসেছিল বুধিয়ায়। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনও অনুমতি থাকে না। এ প্রসঙ্গে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, 'বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে এটা ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। অনেক সময় দেখা যায় কারও পা ভেঙে যায়, কারও বা হাত ভেঙে যায়। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। খেলার সময় মাঠে মেডিকেল টিম রাখা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এই ধরনের টুর্নামেন্টের ব্যাপারে জানানো জরুরি।' মালদা ডিএসএ-র প্রাক্তন সম্পাদক শুভাশিস সরকারের মন্তব্য, 'এখন আইন হয়ে গিয়েছে, কোনও টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুল্যান্স মাঠে থাকতে হবে। ওই মাঠ থেকে মালদা মেডিকেল কলেজের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। তাই ছেলেটি যদি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেত বা তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা যেত তাহলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত। আমি আশা করব, আগামীতে উদ্যোক্তারা খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা ভাববেন। মাঠে অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসক রাখার বিষয়টি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে দেখতে হবে।'

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল কর্মকর্তা গোপাল মুর্মু মনে করেন, 'প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হলে উদ্যোক্তাদের অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, স্ট্রেচার, বরফ রাখতে হয়। এটা ফিফার গাইডলাইন। একজন তরতাজা তরুণের মৃত্যুর জন্য কিছুটা হলেও দায়ী উদ্যোক্তারা।'

মর্মান্তিক

- খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়
- সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে
- মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে
- তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায় মণিরুল

মুন্সিপাড়ায় ভোগান্তি কমার আশা

১০ শয্যার অন্তর্বিভাগ

শালকুমারহাট, ২৮ অগাস্ট : চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে জলদাপাড়া, শালকুমারহাটের বাসিন্দাদের ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ২৫ কিমি দূরে ফালাকাটায় বা ৪০-৪৫ কিমি দূরে আলিপুরদুয়ারে। কারণ, স্থানীয় মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুধু দিনেরবেলা বহির্বিভাগের পরিষেবা পান শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালুর দাবি ছিল এলাকাবাসীর। এবার দুর্গাপুজোর আগে সেই সুখবর পেলেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীকল্যাণ সমিতি স্থানীয়দের নিয়ে একটি সভা করে। সেই সভার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দ্রুত চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়।

সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর এখানে ভবন তৈরির জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। দ্রুত সেই বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হবে। এসব নিয়েই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, নির্মাণকাজ শেষ হলেই অন্তর্বিভাগ চালু হবে। আলিপুরদুয়ার-১'এর বিএমওএইচ ভাস্কর সেনের কথায়, 'ভবন তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সেই কাজ সম্পন্ন হলে দশ শয্যার বিভাগ চালু হবে।'

অন্তর্বিভাগ চালু করা নিয়ে আলোচনা সভা। ছবি : সুভাষ বর্মন

সুবিধা মিলবে

- আপাতত কেবল বহির্বিভাগ চালু রয়েছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
- স্বাস্থ্য দপ্তর এখানে ভবন তৈরির জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে
- দ্রুত সেই ভবন বানানোর কাজ শুরু হবে
- সেই ভবন বানানো হলেই দিবারাত্র পরিষেবা চালু হবে

> ভবন তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সেই কাজ সম্পন্ন হলে দশ শয্যার বিভাগ চালু হবে।
>
> **ভাস্কর সেন**
> *বিএমওএইচ, আলিপুরদুয়ার-১*

শালকুমারহাট এলাকা একেবারেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া। তাই এখান থেকে মুমূর্ষু রোগীকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে। বিশেষ করে রাতে এই ভোগান্তিটা বেশি হয়। এবার দশ শয্যার অন্তর্বিভাগ চালু হলে রাতের দিকে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু তো এখানে মিলবে। তাই এই খবরে এলাকার সব স্তরের মানুষ খুশি। সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ভরতচন্দ্র রায়ও। ১৯৬২ সালে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়। তখন এজন্য ৬ বিঘা জমি দান করেছিলেন মণিরাম কার্জি। তাঁর ছেলে সুবল কার্জি এদিনের সভায় এসে বলেন, 'এখন বাবা জীবিত নেই। তবে দেরিতে হলেও দশ শয্যার বিভাগ চালু হতে চলায় এতদিনে বাবার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়িতে অবস্থিত এই মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বহু পুরোনো এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখনও শুধু আউটডোর পরিষেবাই চালু আছে। মাঝে চার বছর আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরাই আউটডোর পরিষেবা দিয়েছিলেন। তখন বহু আন্দোলন হয়েছিল। তবে গত বছর বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের চেষ্টায় একজন স্থায়ী চিকিৎসক এখানে আসেন। এখন অন্তর্বিভাগও চালু হতে চলেছে।

এদিনের আলোচনা সভায় ছিলেন তৃণমূলের শালকুমার-১ অঞ্চল কমিটির সভাপতি দিলীপ বর্মন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই বরাদ্দের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরাও নানাভাবে দাবিপত্র পাঠিয়েছিলাম। অবশেষে এলাকাবাসীর ভোগান্তি দূর হতে চলেছে।'

মধু বাগানে 'এসওপি' দাবি

সমীর দাস

কালচিনি, ২৮ অগাস্ট : কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এবারে ওই বাগানটিতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) কার্যকর করে বাগানের লিজ বাতিলের দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি নিয়ম মোতাবেক যেহেতু বাগান বন্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই বাগানের শ্রমিকদের জন্য ফাওলই চালুর দাবি তোলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই দাবি তাঁরা লিখিতভাবে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরে জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পাশাপাশি বাগানের কিছু শ্রমিকও শ্রম আধিকারিককে সংশ্লিষ্ট দাবির বিষয়ে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে সেই সংগঠনের অভিযোগ, বাগান বন্ধের এক মাস পর থেকেই বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মদতে একজন লগ্নিকারী অবৈধভাবে বাগানের পাতা তোলাচ্ছেন শ্রমিকদের দিয়ে। এর জন্য দিন প্রতি শ্রমিকদের ২২০ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কেরকেট্টা বলেন, 'বাগানে যা

> শ্রমিকদের বক্তব্য শুনেছি। তাঁরা বাগান খোলার আবেদন জানিয়েছেন। দ্রুত বাগান খোলার চেষ্টা চলছে।
>
> **গোপাল বিশ্বাস**
> *শ্রম দপ্তরের আধিকারিক*

হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। আমরা চাই শ্রম দপ্তর এসওপি কার্যকর করে দ্রুত নতুন মালিকের হাতে বাগানের দায়িত্ব তুলে দিক। এছাড়াও যেহেতু তিন মাসের ওপরে বাগান বন্ধ, তাই দ্রুত ফাওলই চালুর দাবি জানাচ্ছি আমরা।'

তাঁর কথায় সায় দিয়ে বাগানের এক শ্রমিক বিনা তিরকি বলেন, 'এখনই ফাওলই চালু করতে হবে। তা না হলে আমাদের সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'শ্রমিকদের বক্তব্য শুনেছি। তাঁরা বাগান খোলার আবেদন জানিয়েছেন। দ্রুত বাগান খোলার চেষ্টা চলছে।' সেইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, বন্ধ মধু বাগানের শ্রমিকদের ফাওলই দেওয়ারও চেষ্টা চলছে। তবে বাগানে কোনও লগ্নিকারী চা পাতা তোলাচ্ছেন কি না, সেটা তাঁর জানা নেই। কাজ চলছে কি না, সেব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন গোপাল।

তবে বন্ধ বাগানে যে কাজ হচ্ছে, সেটা মেনে নিয়েছেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সম্পাদক জয়প্রকাশ খাখা। তবে তিনি এতে খারাপ কিছু খুঁজে পাননি। জয়প্রকাশ বলেন, 'শ্রমিক ও সবক'টি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করে লগ্নিকারী বাগান চালাচ্ছেন। এতে শ্রমিকদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটছে আবার বাগানের পরিচর্যাও চলছে সঠিকভাবে। আপাতত সেই লগ্নিকারী ঠিকমতো মজুরি মেটাচ্ছেন।'

বাদ্যযন্ত্রের কাজে ব্যস্ত কারিগরদের পরিবার। পলাশবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

ভেঙেছে ঘর, ত্রাণ শিবিরে ঢাক তৈরি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে একেবারে মহাসড়কের পাশেই তাঁদের বাড়ি। বংশপরম্পরায় ঢাক, খোল, তবলা, ঢোলক, দোতারা, ধামসা, মাদলের মতো বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজ করে ওই কয়েকটি পরিবার। সেখানে দোকানও ছিল। তবে রাস্তা তৈরির জন্য কিছু ঘর ভাঙা পড়ে। ক্ষতিপূরণও পর্যাপ্ত মেলেনি। তাই নতুন করে এখনও দোকানঘর তৈরি হয়নি। এদিকে, সারা বছর সেভাবে কাজ পাওয়া যায় না। পুজোর সময় কাজের গতি বাড়ে। তাই কোনওভাবেই দোকানের অভাবে আয়ের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না তাঁরা। বাধ্য হয়ে গৌরাঙ্গ দাস, প্রেমানন্দ দাসরা কাজের জন্য পাশে থাকা বন্যাত্রাণ শিবিরকেই বেছে নিয়েছেন। সেখানেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে কাজ। আর সেই কাজে হাত লাগাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারাও।

এই যেমন নবম শ্রেণির শিবম দাসের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন রোজ স্কুলে যেতে হয় না। তবে ঘুম থেকে উঠে শিবমকে রোজ পুজোর ঢাক তৈরির জন্য বন্যাত্রাণ শিবিরে যেতে হয়। শিবমের কথায়, 'পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই এখন স্কুলে যাচ্ছি না। বাড়ির সবাই বাদ্যযন্ত্রের কাজেই ব্যস্ত। আমিও যতটা পারছি কাজ করছি।' আর ওই কাজের মাধ্যমেই পুজোর আনন্দ আসে পরিবারগুলিতে। যা রোজগার হয় তা দিয়েই সবার নতুন জামাকাপড় হয়।

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার মহাসড়কের একমাত্র পলাশবাড়িতেই

> পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই এখন স্কুলে যাচ্ছি না। বাড়ির সবাই বাদ্যযন্ত্রের কাজেই ব্যস্ত। আমিও যতটা পারছি কাজ করছি।
>
> **শিবম দাস**
> *নবম শ্রেণির পড়ুয়া*

কারিগরদের চারটি পরিবারের বসবাস। তাঁরা পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সেখানে আছেন। আধুনিকতার দাপটে এখন এমনিতে পুরোনো ঘরানার বাদ্যযন্ত্রের চাহিদা কম। আগে সারা বছর কারিগরদের এই কারবার রমরমা চললেও এখন শুধু পুজোর আগে কাজের গতি বাড়ে। ওই কারিগররা জানিয়েছেন, এই পেশার জন্য তাঁরা কোনও সরকারি ঋণ পান না। এতদিন মহাসড়কের পাশে দোকানে তাঁরা কাজ করতেন। তবে এখন আর সেই উপায় নেই।

তাই অস্থায়ীভাবে পাশের বন্যাত্রাণ শিবিরেই কারিগরদের কারখানা চলছে। এবার ভারী বৃষ্টি হয়নি। বন্যা পরিস্থিতিও দেখা দেয়নি। তাই সেখানেই পরিবারের কর্তাদের সঙ্গে পড়াশোনার ফাঁকে দ্বাদশ শ্রেণির নিত্যানন্দ দাস, নবম শ্রেণির শিবম দাস, ষষ্ঠ শ্রেণির রাজনন্দ দাসরা কাজ করছেন।

পুজোর আগে জয়গাঁ, হাসিমারা, বারবিশা, মথুরা, শালকুমারহাট, ফালাকাটা, ঘোকসাডাঙ্গা সহ নানা এলাকার মানুষ বাদ্যযন্ত্রের কাজের অর্ডার দিতে পলাশবাড়িতে আসেন। সন্তানদের এভাবে কাজে যোগ দেওয়াকে ভালো চোখেই দেখছেন অভিভাবকরা। অভিভাবক প্রেমা দাসের কথায়, 'উপার্জনের একমাত্র উৎস এটাই। তাই পুজোর সময় পরিবারের সবাই কাজে সহযোগিতা করে।' বছর পঁচাত্তরের গৌরাঙ্গ দাস এখনও ওই কাজ করেন। তিনি বলেন, 'এমনিতে পুজোর মরশুম ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের চাহিদা কম। তার মধ্যে এবার পুরোনো ঘরগুলি ভাঙা পড়েছে। বন্যাত্রাণ শিবিরেই কাজ চলছে। পুজোর পর ধীরে ধীরে কাজের ঘর তৈরি করা হবে।'

টুকরো খবর

দুই কৃতী

কালচিনি, ২৮ অগাস্ট : চলতি বছরের সর্বভারতীয় নিটে উত্তীর্ণ হয়েছেন কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা বাগানের প্রতিবেশী দুই কৃতী পড়ুয়া অরূপ ওরাওঁ ও গুড্ডি ওরাওঁ। তাঁরা নাগরাকাটার দুটি পৃথক স্কুলের পড়ুয়া ছিলেন। দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তাঁদের এমন কৃতিত্বের জন্য বুধবার রাতে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা, আদিবাসী ছাত্র সংগঠন আবাসা'র রাজ্য সংযোজক হরিহর নাগবংশী প্রমুখ। ওই দুই কৃতী পড়ুয়া চিকিৎসক হয়ে চা বাগানে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চান।

সভা

ফালাকাটা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পারঙ্গেরপারে বুথ সশক্তিকরণ সভা করেন বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা। সেখানে ১৩/২২৩ ও ১৩/২৩৮ নম্বর বুথ নিয়ে সভা হয়। একই দিনে বিজেপির ফালাকাটা ৪ নম্বর মণ্ডলের ডালিমপুরেও বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ সভা হয়। সেখানে বিধায়ক দীপক বর্মন, জেলা সভাপতি মিঠু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আটকে গাড়ি

ফালাকাটা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সকালে একটি পণ্যবাহী ট্রাক ফালাকাটার দোলং ডাইভারশনে বিকল হয়। সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত প্রায় দু'ঘণ্টা গাড়িটি সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। এজন্য ডাইভারশনে যানজট লেগে যায়। পাশেই দোলং নদীর উপর একেবারেই দুর্বল ও বেহাল অবস্থায় রয়েছে কাঠের সেতু। কিন্তু সেই সেতু দিয়ে চার চাকার গাড়ি যাতায়াত করতে পারে না। তাই ডাইভারশনে যানজট। পরে ট্রাকটি ঠিক করা হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ওলটাল ট্রাক

বারবিশা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বিকেলে বারবিশার শান্তিবন লাগোয়া জাতীয় সড়কের উপর চা পাতাবোঝাই একটি ১৬ চাকার ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঘটনায় চালক জখম হন। কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ আহত চালককে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কেন্দ্র খুলল

সোনাপুর, ২৮ অগাস্ট : ছয়দিনের মাথায়, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মধ্য পাটকাপাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি খুলল। বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ওই কেন্দ্রে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
আলোছায়া।। সেবকে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।

প্রেমিকা হোমে, দেহ উদ্ধার তরুণের

পিকাই দেবনাথ ও রাজু সাহা

কামাখ্যাগুড়ি ও শামুকতলা, ২৮ অগাস্ট : বুধবার রাতে ২৩ বছরের এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পরে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তরুণকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে প্রেমের সম্পর্কের জেরেই তরুণ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের এক নাবালিকার সঙ্গে তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তরুণের কাকা জানান, নাবালিকাকে নিয়ে তরুণ প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি তাঁর প্রমিকাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে, ওই নাবালিকার পরিবারের তরফেও থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ প্রেমিকের বাড়িতে পৌঁছে নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। তরুণের কাকার অনুমান, প্রেমিকাকে হোমে পাঠানোতেই তাঁর ভাইপো এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

> একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।
>
> **ওয়াই রঘুবংশী**
> *জেলা পুলিশ সুপার*

এনিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।' মৃত তরুণের কাপড়ের দোকান ছিল। এমন ঘটনায় গোটা পরিবার শোকাচ্ছন্ন। তরুণের প্রতিবেশী সুজিত রায় জানান, এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।

এদিকে, প্রেমের টানেই শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ১৫ বছরের ওই নাবালিকা কুমারগ্রাম থানা এলাকার তার প্রেমিকের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকেই ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বুধবার। রাতে তাকে একটি হোমে রাখা হয়েছিল। শারীরিক পরীক্ষার পর তাকে বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করেছে পুলিশ। এরমধ্যেই তার প্রেমিক এমন ঘটনা ঘটায়। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার জানান, গত মঙ্গলবার বিকেলে টিউশন পড়ার কথা বলে নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হয়। অনেক খুঁজেও তাকে না পেয়ে বুধবার সকালে তার বাবা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এরপরই তাকে প্রেমিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে এদিন মেয়েটিকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

ব্যালি

শালকুমারহাট ও সোনাপুর, ২৮ অগাস্ট : কোচবিহার মার্জার চুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শালকুমারহাটে র‍্যালি করে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। এদিন সংগঠনের কর্মীরা শালকুমারহাটে র‍্যালি করে মহাকালধামের মাঠে পতাকা উত্তোলন করেন। সেই কর্মসূচিতে কেএসডিসির জেলা সভাপতি স্বপন রায়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি হরি বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বঞ্চুকামারি এলাকায় কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভায় কেএলও নেতা জীবন সিংহের অডিও বার্তা শোনানো হয়।

বাউলগান

ফালাকাটা, ২৮ অগাস্ট : ফালাকাটাতে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বাউলগানের আসর বসাচ্ছে মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে এই বাউলগানের আসর বসান তাঁরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবার গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে হাটখোলায় বাউলগানের আসর বসানো হয়। ধূপগুড়ি মোড় আমরা সবাই এবং শীতলাবাড়িতেও গণেশপুজোর আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান করা হয়।

সংবর্ধনা

হাসিমারা ও বীরপাড়া, ২৮ অগাস্ট : সম্প্রতি তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিউ হাসিমারায় আইএনটিটিইউসির নতুন ব্লক সভাপতি আনন্দ চন্দ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নতুন ব্লক সভাপতি আকাশ হরিজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। অন্যদিকে, তৃণমূলের লঙ্কাপাড়া অঞ্চল কমিটি বিশাল গুরুং, সঞ্জয় চক্রবর্তীদের সংবর্ধনা দেয়।

যানজট

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় হঠাৎ এমভিআইয়ের একটি গাড়ি বিকল হয়ে যায়। গাড়িটির সামনের একটি চাকা খুলে যায়। যানজট তৈরি হয়। পরে ক্রেন দিয়ে টেনে গ্যারাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাইবার প্রতারণা ঠেকাতে পুলিশের অস্ত্র পডকাস্ট

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : বর্তমান সমাজে সাইবার প্রতারণা যেন ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রতারকদের নিত্যনতুন ফাঁদে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন জায়গাতে শিবির করে এমনকি সামাজমাধ্যমে সাইবার সচেতনতার পাঠেও সেই সমস্যা মিটছে না। পুলিশের তরফেও নানাভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরেও এই ব্যাধির উপশম পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ছে। তবে এবার ডিজিটালি সাইবার সচেতনার পাঠ শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পডকাস্ট শুরু করেছে পুলিশ।

সম্প্রতি পডকাস্ট বিষয়টি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের বেশ আগ্রহ রয়েছে এই বিষয়টিতে। সে কারণেই সাইবার সচেতনতা বাড়াতে পডকাস্টকে বেছে নিয়েছে জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজ থেকে শেয়ার করা একটি ১৭ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এই বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) তাপস সরকার।

তাঁর কথায়, 'পডকাস্ট জেলা পুলিশের সাইবার সচেতনতারই একটি অঙ্গ। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাইবার সচেতনতার বিষয়টি আরও বেশি করে তুলে ধরতে পারলে তাঁরা আগাম সতর্ক হতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন, 'সাইবার প্রতারকরা প্রতিনিয়ত প্রতারণার ধরন বদলাচ্ছে। পুলিশে অভিযোগ হলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।'

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলায় মোটা অঙ্কের প্রতারণার একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। পুলিশ মোটা অঙ্কের টাকা উদ্ধার করে সঠিক মালিকের হাতে তুলেও দিয়েছে। বিশেষ করে অল্প সময়ের মধ্যে টাকা কয়েকগুণ বৃদ্ধির টোপ দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইবার প্রতরণা নিয়ে সচেতন

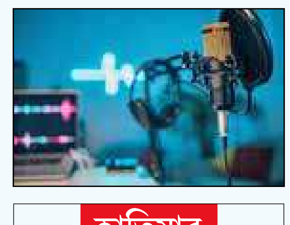

হাতিয়ার

- সাইবার প্রতারণা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নয়া পন্থা পুলিশের
- পডকাস্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করছে তারা
- কী কী ভাবে সাইবার প্রতারণা হতে পারে
- সাইবার প্রতারণার শিকার হলে কী করতে হবে
- ডিজিটাল অ্যারেস্টের বাস্তবতা নিয়েও সচেতন করা হচ্ছে

নন সাধারণ মানুষ। সে কারণে পডকাস্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। সাইবার ক্রাইম কী? কোন কোন ভুল করলে সাইবার প্রতারণার শিকার হতে পারেন? তাছাড়া এ বিষয়ে কোন সতর্কতা মেনে চলতে হবে? সেইসব বিষয় প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।

জেলা পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন, যেহেতু পডকাস্ট বর্তমান প্রজন্মের কাছে বেশ আগ্রহের। সে কারণে এই বিষয়টির মাধ্যমে খুব সহজেই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছোনো যাবে। যদিও এখন দেখার, এর পরেও সাধারণ মানুষ কতটা সচেতন হন।

রাজ্য কাবাডিতে উত্তরের তিন কন্যা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৮ অগাস্ট : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের উদ্যোগে কলকাতার সল্টলেকে পাঁচদিন ধরে রাজ্য স্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেই অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা দলে আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ের ৩ ছাত্রী পূজা, সুস্মিতা ও শাহিনুর। প্রত্যেকেই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। লেখাপড়ার পাশাপাশি রীতিমতো লড়াই করে খেলাধুলোও চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের শিক্ষিকা, কোচ, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও আশাবাদী, কলকাতায় গিয়ে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় জেলার নাম উজ্জ্বল করবে বারবিশার ৩ কন্যা।

আগেই জেলা স্তরের খেলায় রানার্স হয়েছে বারবিশা বালিকা বিদ্যালয় (উঃমাঃ)। স্কুলের টিআইসি তপতী সরকার বলেন, 'দ্বাদশ শ্রেণির পূজা দাস, দশম শ্রেণির সুস্মিতা দেবনাথ ও শাহিনুর খাতুন, সকলেই আর্থিক বাধা কাটিয়ে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অনুশীলনের জোরে এই সাফল্য পেয়েছে।' রাজ্য স্তরের খেলায় ভালো ফল করলে তারা জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাবে। সাধ্যমতো তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তপতী। বৃহস্পতিবার বিকেলেই নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বারবিশার ৩ কন্যা। মনোবল বাড়াতে সফরসঙ্গী

কলকাতার উদ্দেশে রওনা বারবিশার তিন কন্যার। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

হয়েছেন কোচ প্রশান্ত বর্মন। যাওয়ার আগে পূজা, সুস্মিতা ও শাহিনুর সমস্বরে জানায়, দলের হয়ে সেরা পারফরমেন্স দেবে তারা, যাতে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পায়।

কোচ প্রশান্তর কথায়, 'বারবিশার মতো প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। খেলার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, সাজসরঞ্জাম, প্রশিক্ষণের সময় আঘাত পেলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য তুলে করতে হয়।'

পূজার বাবা দক্ষিণ রামপুরের বাসিন্দা রঞ্জিত দাস পেশায় ক্ষুদ্র কৃষক। বলেছেন, 'মেয়ে ক্লাস শেষে স্কুলের মাঠেই অনুশীলন করে। ও এই সুযোগ পাওয়ায় বাড়ির সবাই খুশি। আর্থিক অনটনের কারণে মন চাইলেও মেয়ের জন্য কিছু করতে পারি না।' সুস্মিতার বাবা, বারবিশা লস্করপাড়ার বাসিন্দা পেশায় সবজি বিক্রেতা সজল দেবনাথ, শাহিনুরের বাবা ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক শহিদুল মিয়াঁও আনন্দে উদ্বেল।

অর্থ সাহায্য

সল্টলেকে পুড়ে মৃত্যু হওয়া ডেলিভারি বয়ের বাড়িতে পৌঁছোল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। অভিষেকের নির্দেশে তাঁর বাবার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।।

কংগ্রেসের তোপ

ছাত্র পরিষদের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাজাতি সদন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বললেন, 'কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

হাতির মৃত্যু

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গল থেকে এক হস্তীশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের কর্তারা। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভিডিও ভাইরাল

মোবাইল সারাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন তরুণী। তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দোকানির বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনকে জানানো হয়েছে।

মামলায় নিয়োগে জট : মমতা

কর্মসংস্থান, চাকরিহারাদের দিশা নেই টিএমসিপি'র সভায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : চাকরিহারাদের কাজে ফেরানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট বার্তা দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং চাকরি যাওয়ার জন্য মামলাকারীদের ওপরেই দায় ছেড়ে দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন। এদিন মমতা বলেন, '২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। জয়েন্টের ফল প্রকাশেও দেরি হয়েছে।' চাকরি বাতিল এবং জয়েন্টের ফল নিয়ে যা ঘটেছে, তার জন্য বিরোধীদের ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায় ছেড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের এখানে কিছু করার ছিল না। বারবার মামলা করে জটিলতা আরও বাড়ানো হয়েছে। যারা নিয়োগে বাধা দেয়, যারা কোর্টে কেস করে, তারা দু'নম্বরি। ওরা ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রেখেছে।'

এর আগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, 'আপনাদের চাকরি যাবে না। আমার প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি রেডি আছে।' এদিন অবশ্য সেই নিশ্চয়তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং আদালতের নির্দেশ মেনেই যে সরকার চলবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন একযোগে বিজেপি এবং সিপিএমকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয় না। যত শক্তি আছে, সবার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতা বলেন, 'বামপন্থীরা নির্লজ্জ। তাই বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।' ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে মমতা বলেন, 'ভিনরাজ্যে আক্রান্ত বাঙালিদের পাশে আমরা আছি। কিন্তু যখন আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন হয়, তখন কিন্তু বাম-বিজেপি কোনও কথা বলে না। বাংলায় অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। কিন্তু কই আমরা তো তাঁদের নির্যাতন করি না। ভালোবাসি। এটাই বাংলা। যাঁরা আমাদের মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে, আপনারা দেখবেন নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির চাপ তত বাড়বে। আগে এই সংস্থাগুলি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আমি অনেক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। আমি বহু প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি।' প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে তিনি যে বই লিখতে চলেছেন, সেখানে মোদির প্রসঙ্গও থাকবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোন প্রধানমন্ত্রী কেমন ছিলেন, তা নিয়ে আমি একটা বই লিখব। আগামী বইমেলায় সেটা প্রকাশিত হবে।'

নবীন-প্রবীণের মঞ্চ। টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

এদিনের সমাবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের কোনও নির্দিষ্ট দিশাও মুখ্যমন্ত্রী দেখাননি। তথ্য তুলে ধরে শুধু বলেন, 'আমরা ৪১ লক্ষ মানুষকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ১০ লক্ষ চাকরি পেয়েছেন। আমরা নিয়মিত চাকরির মেলা করি। রিয়েল এস্টেটে দু-বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে। আর বিজেপির আছে দুর্নীতির ভাণ্ডার। মোদিজি সারাক্ষণ দুর্নীতি বলে চিৎকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস গুজরাট মডেলই আদর্শ চিত্র। মনে রাখবেন, আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডার খুলে দেব, ফাঁস করে দেব। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।' কয়েকদিন আগেই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবি নিয়ে চরম বিতর্ক হয়েছে। ওই ইস্যুতেও মুখ খুলে কারোর নাম না করে মমতা বলেন, 'বাংলার অপমান করার জন্য এবং বদনাম করার জন্য টাকা দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে বিজেপি।'

মমতার কথার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ৬ লক্ষ সরকারি স্থায়ী পদ তুলে দিয়েছেন। আর শ্রমশ্রী করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ করতে বলছেন। এটাই তো ওঁর কর্মসংস্থানের দিশা। এই সরকারের চাকরি মানে তো অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। শিক্ষক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। কেন্দ্র অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে। অথচ, রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশন এখনও কার্যকর হল না।

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা অ্যাথলিটদের সমর্থনে ওয়াক ফর প্যারালিম্পিক্স। ছবি : রাজীব মণ্ডল

স্বাধীনচেতার জয়, মন্তব্য উপাচার্যের

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'যৌক্তিক স্বাধীনচেতার জয় হয়েছে', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মন্তব্য করলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। দীর্ঘ চিঠি চালাচালি, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, সিন্ডিকেট বৈঠকের পর বাধা পেরিয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি। তাই সংবাদমাধ্যমের কাছে জানালেন, এদিনের ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মেয়ো রোডে মেগা ইভেন্ট। তাই যানজটের আশঙ্কায় এদিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন উপাচার্য। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও। কিন্তু নির্ধারিত দিনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানালেন উপাচার্য। শাসক দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। অনেক দূর যেতে হয়েছে। ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে যেন শাসক দল এমন অনুরোধ না করে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা। আগেই পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ মুহূর্তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষা স্থগিত রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। পরীক্ষা মেটার পর উপাচার্যর মন্তব্য, ১৬৮ বছরের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতা কোনও একটা বইয়ের পাতায় থেকে যাবে, তা হতে পারে? শাসক দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আজ মঞ্চ থেকে পার্টির সুপ্রিমো হিসেবে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলা হচ্ছিল। তাঁদের আদর্শ মেনে চলার কথা বলা দরকার ছিল। কেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ঘটনা ঘটবে? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উপাচার্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হবে? সেই বার্তা কেন দেওয়া হল না? আমি থাকি বা না থাকি এটা স্বাধীনতা চিন্তার জয়।'

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ২৭ অগাস্ট নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিন পরীক্ষা হবে না। তবে কবে পরীক্ষা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এদিন বাংলা ও কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মৌখিক ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শংকরকুমার নাথ জানান, ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছিল তাঁদের যাতায়াতের সমস্যা হবে। তা মাথায় রেখে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিন তৃণমূলের সমাবেশ চলাকালীনই ৮০টিরও বেশি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলে।

কোনও কোনও কলেজের বাইরে স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে খোদ অধ্যক্ষ জাফর আলি আখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন। তিনি নিজেও 'জয় বাংলা' লেখা হলুদ পাঞ্জাবি পরেছিলেন। অধ্যক্ষ জানান, এই কলেজে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ মেনে তিনি এই পোশাক বিতরণ করছেন।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে পরীক্ষা দিতে ঢুকছেন পরীক্ষার্থীরা।

একাধিক জায়গা থেকে মিছিল মেয়ো রোডে আসে। ফলে এজরা স্ট্রিট, ব্রেবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সহ একাধিক রাস্তায় যানজট হতে পারে বলে আগেই পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় যানজটও তৈরি হয়। সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। তবে বিকল্প রাস্তা ধরে যানবাহন চলাচল করে। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ।

যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কে পারস্পরিক দোষারোপ শাসক-বিরোধীর

পরীক্ষা নিয়ে সংশয় সুপ্রিম নির্দেশে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসির শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। আশঙ্কা রীতিমতো চেপে বসেছে এসএসসিতেও। এদিন প্রায় হুঁশিয়ারির সুরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা সরাসরি ওয়েবসাইটে এসএসসিকে প্রকাশ করতে হবে। কোনও অযোগ্য দাগি প্রার্থী যাতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই। তারপরেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তবে সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করবে। আর তার ফল ভালো হবে না এসএসসি'র পক্ষে, এমনই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে।

এই 'সুপ্রিম' নির্দেশের খবর নবান্নে এদিন পৌঁছোনোর পর রীতিমতো ব্যস্ততা শুরু হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। এসএসসির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর একপ্রস্থ কথা হওয়ার পর তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নির্ধারিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিন্তে করা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্নে প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, এই যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে তো মূল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নেই ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট চাইলেও দাগি অযোগ্যদের তালিকা এখনও আদালতের হাতে তুলে দিতে পারেনি এসএসসি ও রাজ্য সরকার। এজন্য এদিন সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে এসএসসি'র অন্যতম আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, কীভাবে আগামী ৭ দিনের মধ্যে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, সরকারের সংশয়ের শুরু এখানেই। সরকারের আশঙ্কা, এই নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হলে তা ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন শিক্ষক নিয়োগের নির্ধারিত পরীক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? এছাড়া অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা এসএসসি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর তা যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কাছে নতুন করে তাঁদের চাকরির দাবি আদায়ে অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে না তো? এইসব প্রশ্নেই এদিন জেরবার নবান্নের সরকারি মহল ও এসএসসি। সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ। এই তালিকা প্রকাশ হলে নতুন জটিলতায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে নেওয়া সম্ভব হবে কি? এই ব্যাপারে এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এদিন দফায় দফায় কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য এই নিয়ে মিলবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের পরই। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর। এদিন প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে এসএসসি ও রাজ্য সরকার কোনও আপিল করতে পারে কি না, সে বিষয়েও আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে নবান্ন।

এখনও আশার আলো নেই চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র

সর্বদল বৈঠকে তালিকা ঠিক হোক : শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে যোগ্যদের বিষয়ে নতুন পদক্ষেপ করুক সরকার। সেক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করবে বিজেপি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা সূত্রে খবর, ১ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে স্বল্প মেয়াদের বিশেষ অধিবেশন। বাংলা ভাষা ও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নিগ্রহের ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

শুভেন্দুর দাবি, তালিকা প্রকাশের পর অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে জনমত নিক সরকার। ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষা মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে। কিন্তু সুপ্রিম এই নির্দেশে খুশি নন যোগ্যরাও। তাঁদের মতে, ১০ বছর পরে নতুন পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়া সহজ নয়। এদিন তাঁদের দাবিই শোনা গেল বিরোধী দলনেতার মুখে। শুভেন্দু বলেন, অযোগ্যরা বাদ যাওয়ার পর বাকি যোগ্যদের ১০ বছর পরে চাকরি পেতে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে? প্রয়োজনে এই বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ নিক রাজ্য। তাঁর প্রস্তাব, যোগ্যদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে তা পাশ করিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা সাংবিধানিক কোনও সংস্থার কাছে বিবেচনার দাবি জানাক রাজ্য। সেক্ষেত্রে রাজ্যের এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে বিজেপি।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য অযোগ্যদের তালিকা দিলে এটাই প্রমাণ হবে, রাজ্য সরকার অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কীসের বিনিময়ে তারা অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল? তাতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।' এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের তালিকা দিলেই এই সরকারের পদত্যাগ দাবি করব। কারণ এটা শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা জীবনকৃষ্ণর মতো দু-একজনের কাজ নয়। এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভার। তাই এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আমরা পদত্যাগ দাবি করব।'

তবে এরপরেও শেষমেশ ২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম নির্দেশ রাজ্য মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু সহ বিরোধীদের আশঙ্কা ডিএ নির্দেশের মতোই এক্ষেত্রেও রাজ্য বিষয়টি নিয়ে আইনি পথে সময় নষ্ট করতে পারে। তবে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জট না কাটলে তাতে রাজনৈতিকভাবে লাভ বিরোধীদেরই।

চাকরি বিক্রির টাকা লগ্নির তথ্য প্রকাশ্যে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপির মাধ্যমে লগ্নি করতেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেরায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি টাকা তুলতেন। সেই টাকা অল্প সময়ে বাড়িয়ে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তা সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহার করতেন বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বিধায়কের পিসি অর্থাৎ বীরভূমের সাঁইথিয়ার তৃণমূল কাউন্সিলার মায়ারানি সাহা কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। সন্ধে নাগাদ তিনি সেখান থেকে বের হন। তবে বিধায়কের সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি।

বিধায়কের বাবা, স্ত্রী, এজেন্টরা যে বয়ান দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিখিত বয়ানগুলি বিচার প্রক্রিয়ায় ইডির কাছে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। বিধায়কের বাবা তাঁর বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও জানিয়েছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা রেখেছিলেন বিধায়কই। তবে টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি জানেন না। শনিবার ইডি হেপাজত শেষে বিধায়ককে আদালতে তোলা হবে। তখন এই বিষয়গুলি বিচারকের সামনে তুলে ধরতে পারেন তদন্তকারীরা। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর শ্যালকের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন বিধায়ক। ২০১৯ সালে এগুলি করা হয়েছে। এক চাকরিপ্রার্থীর থেকে ওই বছর জানুয়ারি মাসে নগদ ৩ লক্ষ টাকা তিনি নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ২ লক্ষ টাকা তাঁর শ্যালককে দিতে বলা হয়েছিল। ওই টাকা লগ্নি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের সেই এসআইপির নথি ইডির হাতে এসেছে। ওই চাকরিপ্রার্থীর থেকে পরে আরও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নেন তিনি। তা তাঁর বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করে তুলেও নিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা এখন এই নথিগুলি পেতে বিধায়ক ও তাঁর আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে নজর দিচ্ছেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, লগ্নির মাধ্যমে এই টাকা বাড়িয়ে সম্পত্তি কিনতেন বিধায়ক। নগদে পাওয়া টাকা জমি কেনার কাজেও ব্যবহার করেছিলেন। এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তাঁর পিসি মায়ারানি সাহা। সেখানে ঢোকার আগে তিনি বলেন, 'কোনও দুর্নীতির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে নেই। জোর গলায় বলছি, কোনও দুর্নীতি আমি করিনি।' ইডি দপ্তর থেকে বেরোনোর পরেও তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোনও লেনদেন হয়নি। ইডি যা নথিপত্র চেয়েছিল তা দিয়েছি। যেগুলি দিতে পারিনি সেগুলিও দেব। আবার কবে ডাকা হবে তা জানানো হয়নি। তবে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছে।' জানা গিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাবা ছেলের সঙ্গে বোনের কুকীর্তির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে উত্তরবঙ্গ যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : পুজোর পর জেলা সফরের গতি বাড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। সেপ্টেম্বরের ওই সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আরও একবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে তাঁর সবুজ সংকেত মিললেই তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি চূড়ান্ত করতে প্রস্তুত নবান্নে তাঁর সচিবালয়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সচিবালয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতি ভোটেই উত্তরবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর থাকা সত্ত্বেও শাসকদল তৃণমূল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবু এবারও উত্তরবঙ্গের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে কোনও ভাঁটা পড়েনি। এদিন কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের পর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের দু-একজন দলের নেতার সঙ্গে পাহাড় ও সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ছাত্র নেতার অল্পক্ষণ হলেও কথা হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, সেখান থেকেই আগামী সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আভাস মিলেছে। দলের এক শীর্ষ নেতাও জানান, পুজোর আগে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একবার আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন। জেলা প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন।

বুথ চূড়ান্ত করতে বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠকে বসছে কমিশন। এসআইআরের আবহে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর ঘোষণা না হওয়ায় শুক্রবারের বৈঠকে সরাসরি এসআইআর নিয়ে আলোচনা হওয়া কিছুটা অনিশ্চিত।

রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে সর্বদল বৈঠকের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনে নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক ও সহ আধিকারিকদের প্রকৃত যোগ্যতায় নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে নতুন করে কোনও অভিযোগ উঠুক, তা চাইছে না রাজ্য প্রশাসন। তবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল বজায় রাখতে চায় বিজেপি। এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার ১৮১ নম্বর বুথে ৬৫ জন মৃত ও ৮৯ জন বহিরাগত ভোটার এখনও রয়েছেন বহালতবিয়তে। বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা থেকে সমস্ত মৃত ও ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতেই হবে কমিশনকে। তার জন্যে আমরা কমিশনের কাছে লাগাতার দাবি জানাতে থাকব।' বিষয়টি নিয়ে সর্বদল বৈঠকে সরব হতে চায় বিজেপি।

রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা ও জনসংখ্যা অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক। এই বিষয়টি নিয়েও সর্বদল বৈঠকে অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

ওবিসি ইস্যুতে বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক আজ

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চনা ও মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিধানসভা ঘেরাও অভিযানের ডাক দিল বিজেপি প্রভাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার মঞ্চ'। বৃহস্পতিবার মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'রাজ্য সরকারকে ওবিসি তালিকা অবিলম্বে বাতিল করে সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করতে হবে। ওবিসি তালিকার নামে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল ছাড়তে হবে রাজ্যকে। এর প্রতিবাদে ওবিসিরা রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চায়।

রাজ্যের ওবিসি তালিকা হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পরেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। বিজেপির অভিযোগ, ৭৭টি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যদিও রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সামাজিক অনগ্রসরতার নামে সমীক্ষা করে বেছে বেছে ৭৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তালিকায় ঢোকাতে চাইছে তারা। এর ফলে হিন্দু ওবিসিরা বঞ্চিত হবে। আদালতের গেরোয় ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তরের একাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় ঝুলে রয়েছে। বাধ্য হয়ে শিক্ষিত তরুণদের ভিনরাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ওপরে চাপ বাড়াতে ওবিসি স্বার্থরক্ষার নামে জোরদার আন্দোলন করতে চায় বিজেপি।

শুক্রবারের এই কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত পুলিশি অনুমতি নেই। আন্দোলনকারীদের ঘোষণা অনুযায়ী কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে তাঁদের বিধানসভায় আসার কথা। সেক্ষেত্রে আদৌ সেই মিছিল বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এদিন মাহাতো বলেছেন, 'পুলিশের অনুমতি বড় কথা নয়। আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের রয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ ভাদ্র ১৪৩২

মর্যাদার লড়াই

পূর্বঘোষণা মতো বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আমেরিকা ঘোষিত নয়া বাণিজ্য শুল্ক। ৫০ শতাংশ শুল্ক (২৫ শতাংশ শুল্ক ও বারণ সত্ত্বেও রুশ তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানা) কার্যকর হতেই ভারতের শেয়ার বাজারে ধস নামে। টালমাটাল অবস্থা হয় ভারতীয় অর্থনীতির। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনারুপোর গয়না ও হিরে, চর্মজাত দ্রব্য ও জুতো, বস্ত্র, কার্পেট এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের শিল্পক্ষেত্র।

নিশ্চিতভাবে এই ক্ষতির আঁচ পড়বে সুরাট, মুম্বই, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা, নয়ডা-গুরুগ্রাম, শ্রীনগর, আগ্রা ও কানপুরে। কাজ হারাবেন ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ। ভারতীয় পণ্যের আমেরিকায় রপ্তানির বার্ষিক ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি একধাক্কায় বর্ধিত শুল্কের আওতায় চলে এল। ভারত ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে বলে দাবি করছে। জার্মান সংবাদপত্রের খবর, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু মোদি ফোনই ধরেননি।

ওয়াশিংটন অবশ্য এই খবরের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি। কিছুদিন আগেও ট্রাম্পকে ‘প্রিয় বন্ধু’ সম্বোধন করতেন মোদি। গত জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলেছে ভারতের। নয়াদিল্লির আশা ছিল, বাণিজ্য চুক্তি মাস কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষমেশ কিছুই হয়নি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের।

যেখানে মার্কিন শুল্কের হার কানাডার পণ্যের জন্য ৩৫, চিনের জন্য ৩৫, মেক্সিকোর ওপর ২৫, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ২০, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯, জাপান-ইইউয়ের ১৫, সেখানে ভারতীয় রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প যে যুক্তিই খাড়া করুন না কেন, ভারতের পণ্যে এত বিপুল শুল্ক বসানোর তেমন জোরালো কারণ নেই। রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে পুতিন সরকারকে ভারত অর্থ পাইয়ে দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচে সহায়তা করছে বলে অভিযোগটিই একমাত্র মার্কিন যুক্তি।

আমেরিকার অভিযোগটি সত্যি বলে ধরে নিলেও বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে। যেমন, (এক) চিন রাশিয়ার কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাহলে চিনের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব নরম কেন? (দুই) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এত বিদ্বেষ, অথচ পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের একেবারে গলায়-গলায় ভাব কেন? যখন পুতিন বলেন, ২০২২ সালে ট্রাম্প থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধই হত না, তখন ট্রাম্প আপ্লুত হন। এই দ্বিচারিতা কেন?

এরকম অনেক কেনরই কোনও উত্তর নেই। ট্রাম্প যে ভারতের প্রতি বৈষম্য করেছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও নিশ্চিত। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা যেমন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, তেমনি আমেরিকার আমদানিকারীরাও ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে এই ধাক্কা পুষিয়ে নিতে অন্তত চল্লিশটি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি।

চিনের সঙ্গেও মনোমালিন্য মিটিয়ে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা উঠে গিয়েছে। ভারতে তৈরি পণ্যকে উন্নতমানের করতে এবং বিশ্ববাজারে অন্যান্য দেশের পণ্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার দিকে নজর দেওয়ায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেমিকনডাক্টরের মতো শিল্পে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, ভারত-মার্কিন এই তিক্ততা সাময়িক। অচিরে সব কিছু স্বাভাবিক হবে। ভারত সরকারের অবশ্য দাবি, আলোচনার দরজা এখনও খোলা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, আপাতত ভারতের লড়াইটা মর্যাদার। পৃথিবীতে বহু দেশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া টিকে আছে, ভারতের মতো বড় দেশই বা পারবে না কেন?

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠক্রমে রদবদল

এনসিইআরটি স্কুল পাঠক্রমে দেশভাগের পিছনে কংগ্রেসকে দায়ী করে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন।

সুমন্ত বাগচী

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ‘ক্ষমতা’ প্রদর্শনের সবচেয়ে সহজ জায়গা যদি হয় অসহায় দরিদ্র রিকশাওয়ালা বা নিরীহ বধূ, তাহলে যে কোনও নতুন সরকারের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি। এই পাঠক্রমকে কত বেশি সরকারের পক্ষে ‘প্রচারক’ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরির জন্য বিভিন্ন ‘স্বয়ংশাসিত’ সংস্থা থাকলেও, বকলমে সরকারের ইচ্ছাই এইসব সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে এইসব সংস্থার নীতি-নির্ধারক পদ থেকে পুরোনো সরকারের ঘনিষ্ঠদের সরিয়ে নতুন সরকারের ‘আস্থাভাজনদের’ বসানো হয়। এরপর এই নতুন আস্থাভাজনরা সরকারের নির্দেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পালন করেন। হয়তো একটু সময় লাগে। কিন্তু সরাসরি সরকারকে দোষারোপ করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রম এই কাজে প্রথম পছন্দ। তারপর নজর পড়ে সাহিত্যের দিকে।

১৯৬১ সালে তৈরি এনসিইআরটি শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে এমনই একটি ‘স্বয়ংশাসিত’ সংস্থা। এদের তৈরি পাঠক্রম সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলি মেনে চলে। গোটা দেশে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে এনসিইআরটি একটি ‘মডিউল’ প্রকাশ করেছে। এতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রমে দেশভাগ সংক্রান্ত নতুন অধ্যায়ের সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। এই নতুন অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– দেশভাগ কোনও একজনের কাজ ছিল না। তিনটি শক্তি সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছিল। শক্তি তিনটি হল– মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি দেশভাগের কথা প্রচার করেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন– তাঁকে দেশভাগ সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কংগ্রেস– যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার বক্তব্য, ‘আমরা তো তথ্য থেকে পালাতে পারব না। দেশভাগের সময় কারা নেতৃত্বে ছিলেন? মুসলিম লিগ আর জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস। দেশভাগের পক্ষে নেহরুর বক্তব্যও রয়েছে।’ আর স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের আঁতাতের কারণে দেশভাগ হয়েছিল। আরএসএস দেশের পক্ষে বিপদ। ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভা প্রথমবার দেশভাগের ধারণার কথা প্রচার করেছিল। ১৯৪০ সালে জিন্না সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন বলে তারা জানিয়েছে।

তবে এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে এই দুই যুগকে ভারতীয় ইতিহাসের ‘অন্ধকার যুগ’ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এশিয়ান মাইগ্রেশন থিওরিকে’ বাদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে ‘ঠান্ডাযুদ্ধ’র কোনও উল্লেখ নেই। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে ‘জরুরি অবস্থা’, ‘নকশাল আন্দোলন’–এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের মতে, দেশভাগ মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল। বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় সেভাবে দেশভাগ চায়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি সিটে জয়লাভ করে। সেই তুলনায় বর্তমান পাকিস্তানে মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতাদের হত্যার মাধ্যমে মুসলিম লিগ এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব কায়েম করে। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি এত বড় একটি দেশের আবির্ভাব রাজনৈতিক কারণেই চাননি। ভারতের স্বাধীনতার সময় ক্লিমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তিনিও এই ক্ষেত্রে চার্চিলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আনন্দবাবু মনে করেন, কংগ্রেসের আরও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অহেতুক তাড়াহুড়ো দেশভাগকে সহজ করেছে। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, কংগ্রেস বিভিন্ন মত, জাতি ও স্বার্থকে এক জায়গায় আনতে পারলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় যেদিন শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেন, সেই দিনই কংগ্রেস একটু একটু করে দেশভাগের দিকে এগিয়ে যায়। মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি বসু এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও মনে করেন, জিন্নাকে মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করা কংগ্রেসের একটি বড় ভুল ছিল। তবে কংগ্রেসের সময়ও পাঠক্রম কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। দীর্ঘ কংগ্রেস আমলে বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাস বইয়ে বিপ্লবীদের আরও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল বলে ইতিহাসবিদদের অনেকের মত।

> এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে ‘জরুরি অবস্থা’, ‘নকশাল আন্দোলন’–এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের রাজ্যেও পালাবদলের পরপরই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিদ্যালয় স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা হয়। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে একেবারে শেষে ‘সিঙ্গুর আন্দোলন’ নামে একটি অধ্যায়কে যুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাম আছে। কিন্তু সাতের দশকের সাড়া জাগানো নকশাল আন্দোলন স্থান পায়নি। আর বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে।

আনন্দবাবু আক্ষেপ করে বলছিলেন, ইউরোপের কোনও দেশে এরকম হয় না। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ইতিহাস বইয়ের ‘ইতিহাস’ বদলে ফেলা হয় না। সেখানে শক্তিশালী ‘সিভিল সোসাইটি’ আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার এত বছর পার করার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের শক্তিও বাড়ছে।

দেশভাগের মতো এত বড় ঘটনা যা তিনটি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরাসরি আঘাত করেছিল, তার বহুমাত্রিক প্রভাব কতদূর ছড়ানো থাকতে পারে তাই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, আগামীদিনেও হবে। কিন্তু ইতিহাসকে রাজনীতির নোংরা খেলায় ব্যবহারের এই রীতি স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্মের যে সমূহ ক্ষতি করছে, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আজকের প্রজন্মের সঠিক কোনও ইতিহাস-বোধ তৈরি হচ্ছে না। তাই ভারতের মতো এত বড় এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশের ভবিষ্যৎ একেবারেই উজ্জ্বল নয়। এই ট্র্যাজেডি দেশভাগ-ট্র্যাজেডি থেকে কোনও অংশে ছোট নয়। এভাবে ‘ইতিহাস’কে আড়াল করলে তা ছোটদের সামনে দেশকে ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে না। আর এভাবে ‘আড়াল’ করার তো কোনও মানেও হয় না। সত্যিটা আসলে কী তা আজকাল জানার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই নেই। মাউসের এক ক্লিকেই তা মনিটরে হাজির বা আঙুলের ছোঁয়ায় মুঠোফোনের পর্দায়। বরং সত্যিটাকে আড়াল না করে ‘সত্য’কে জানার সুযোগ করে দেওয়াটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যে কোনও সরকারের নিরপেক্ষতা সবার সামনে বজায় থাকে। আর এমন করা হলে সেই সরকারের বিষয়ে সবার শ্রদ্ধাটুকুও সমানভাবে বজায় থাকবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

১৯৭৬
কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

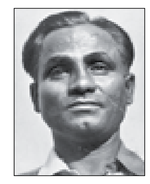

১৯০৫
হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অসমের মতো সংবেদনশীল রাজ্যে জমি হস্তান্তরের বিষয়টিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত। অসমের কেউ ভিনধর্মের কারও কাছে জমি বিক্রি করতে চাইলে গোটা প্রক্রিয়াটি সরকার খতিয়ে দেখবে। জমি বিক্রির ফলে এলাকার সংহতি থাকছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

- হিমন্ত বিশ্বশর্মা

ভাইরাল/১

প্যারাগ্লাইডিং সঙ্গে মিউজিক পরিবেশন। এক ভারতীয় মহিলা ডিজের অসামান্য কীর্তি ভাইরাল। ভিডিওতে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে প্যারাগ্লাইডিং করতে করতে তাঁকে ডিজের লাইভ পারফরমেন্স করতে দেখা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

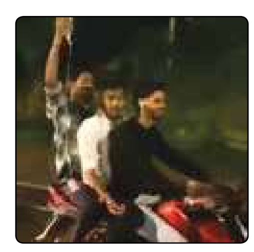

ইয়ে দোস্তি হাম নেহি...। তিন বন্ধুর এক হৃদয়গ্রাহী ভিডিও মন ছুঁয়েছে সবার। এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। সেখানে বেড়ে শুয়ে বোর হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা জানান বন্ধুদের। বাইকে মাঝে বসিয়ে হাতে স্যালাইনের বোতল নিয়ে বন্ধুরা তাঁকে ঘোরালেন।

জনমন জনমত

ছড়াক সচেতনতার আলো

২২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত বাণীব্রত চক্রবর্তীর ‘স্কুল পালিয়ে আড্ডায়’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে ভীত হয়ে আমার মতামত লিখছি।

আকাশ একটু একটু করে সাদা মেঘদের সঙ্গী করে আশমানি রংয়ে সাজতে শুরু করেছে। এই রকম মোহময়ী প্রকৃতির কোলে অনেকগুলো মন একসঙ্গে স্বাভাবিক আবেগে একত্রিত হয়ে গল্প করার নামই তো আড্ডা, যা আমাদের অন্যতম প্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়দের, ছোটদের নির্ভেজাল আড্ডা উধাও। যে আড্ডা পাশাপাশি বসে মনের খোরাক জোগাত, সেই আড্ডায় এখন পাশাপাশি বসলেও শোনা যায় মার মার, ধর ধর রব।

কেননা বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে গেম খেলছে, কে কাকে হারাবে! ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে আগামী প্রজন্ম। বিদ্যা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সততা শব্দগুলো ওদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ওদের মুঠোফোনের রঙিন ওয়ালপেপার থেকে চোখ ও মন ফিরিয়ে আনতে আমাদের মতো বড়দের একটা ভূমিকা নিতে হবে।

ওদের অবকাশ যাপন রঞ্জিত করতে হবে সংস্কৃতির পটভূমিতে।

সত্যিই একটা দুঃসময় চলছে। এই কঠিন সময়ে পড়ুয়াদের মূল্যবোধ জাগরণের শিক্ষা দিতে হবে। ওদের অন্তর্নিহিত জীবনচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির বীজমূলকে আমাদেরই প্রস্ফুটিত করতে হবে, কিছুটা ওদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েই। ওদের জীবনের মানেটা বোঝাতে হবে। তাহলেই আগামীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন না হয়ে, ওদের মন হয়ে উঠবে সচেতনতার স্বর্গপুরী - আর আমরা বড়রা ওদের জন্য রেখে যাব ওদের স্বপ্নের উপহার। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আগামী।

শৌমিক চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

ডাকঘরের অচলাবস্থায় হয়রানি

আজ প্রায় এক মাস হতে চলল ইসলামপুর শহরের প্রধান ডাকঘরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিদিন ডাকঘরে এসে সন্ধানপ্রার্থী মানুষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পার্সেল, স্পিড পোস্ট, পিএলআই সহ সব কাজ বন্ধ। এমনকি সব ধরনের অর্থ লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ডাকঘরে।

স্থানীয় মহকুমা আদালতের পার্শ্ববর্তী ডাকঘরটিও একই অবস্থার সম্মুখীন। শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই থেকে এই বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশজুড়ে পুরাতন বিদেশি কোম্পানি চালিত সফটওয়্যার পরিবর্তন করে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজ চলছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে এবং নতুনভাবে আবার কাজ কবে শুরু হবে সে ব্যাপারে সকলেই অজ্ঞাত। চাকরির নিয়োগপত্র বা মূল্যবান কোনও চিঠি ডাকযোগে পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পরিবর্তনের নামে এই দুর্ভোগ কতদিন সহ্য করতে হবে তা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় দপ্তরই বলতে পারবে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতুড়ে চিকিৎসার ডিজিটাল উত্তরণ!

সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। সাড়া দিয়ে অনেকে বিপদে পড়ছেন।

তন্ময় দেব

মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিটি রবিবারের সকাল প্রায় একই রকম হয়। সকালে উঠে চা পান করে সোজা মাংসের দোকানে লাইন দেওয়া। তেমনই এক লাইনে দাঁড়িয়েছি, আমার ঠিক পেছনেই দুজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক গল্প করছেন। প্রথমজন বললেন, ‘এই তোমার না কোলেস্টেরল, তা-ও পাঁঠা কিনতে এসেছ!’, দ্বিতীয়জন গালভরা হাসি হেসে বললেন, ‘হেঁহেঁ! পাঁঠা নয়, খাসি! আর চিন্তা কোরো না, এই তো হপ্তাখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ভোর ৫টায় উঠে খালি পেটে অমুক পাতার রস খেলে নাকি কোলেস্টেরল গায়েব! সেটাই খাচ্ছি এখন, বেশ ফুরফুরে লাগছে, তাই গিন্নি বলল, যাও আজ নাহয় খাসিই নিয়ে এসো!’

প্রথমজন যারপরনাই বিস্মিত আর সামান্য রোমাঞ্চিতও! উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, ‘তাই নাকি? এই সুগার কমানোর কিছু রেমেডি আছে? ইনসুলিনের ইনজেকশনের পেছনে গাঁটের কড়ি খরচ করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবার জোগাড়!’ দ্বিতীয়জন নিজেকে ধন্বন্তরির সমকক্ষ মনে করতে করতে বললেন, ‘আছে মানে, ভূরিভূরি, কত লাগে তোমার? দাঁড়াও এখনই তোমায় লিংকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি।’

তো এই হচ্ছে বর্তমান জনসমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি দৃশ্যকল্প, যেখানে আমরা সবাই ডাক্তার আমাদেরই রোগের রাজত্বে! আর হবে নাই বা কেন? এত টাকা ভিজিট গুনে যখন দিনের পর দিন রোগ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না, ওষুধের বিল দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন মানুষও বিকল্প রাস্তা খুঁজে বেড়ায় আর ঠিক এই জায়গাতেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নিজে নিজে চিকিৎসা করার প্রবণতা যাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া।

আগে এবং এখনও, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন স্বঘোষিত ডাক্তাররা বসতেন ও বসেন। যাঁদের আমরা হাতুড়ে বলে চিনি। তাঁরা সর্দিকাশি থেকে শুরু করে শল্য চিকিৎসা, সবেতেই নিজেদের বিদ্যা জাহিরে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঠিক পড়াশোনা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা না থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমনকি রোগীর প্রাণসংশয়ও ঘটত। তবুও মানুষ তাঁদের কাছে আসতেন ও এখনও আসেন, কারণ গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কিত কালচারের আনাগোনা হয়েছে। মানুষজন পুষ্টিবিদের কাছে না গিয়ে ভিডিও দেখে ডায়েট করছেন, ওজন কমাচ্ছেন, বাড়াচ্ছেন। মানলাম কোনও জিনিস বিনামূল্যে পেলে আমরা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মাতামাতি করি কিন্তু তা বলে কি একবারও যাচাই করে নেব না যিনি ভিডিওটিতে এই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছেন তার যোগ্যতা কী? তিনি আদৌ যথাযথ পড়াশোনা করে এসেছেন কি না, নাকি ডিজিটাল জগৎকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের অনুভূতিকে ব্যবহার করে দু’পয়সা কামানোর ধান্দায় আছেন।

আগে যেমন সাপে কামড়ালে মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে যেত, যার ফল হত ভয়ানক, তেমনি এই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পাওয়া বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেও অজস্র দুর্ঘটনা ঘটছে, সুস্থ মানুষ অযথা জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন। সুস্থ থাকতে কে না চায়, কিন্তু তা বলে নিজে নিজে ডাক্তারি করে নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে, তার ওপর ভরসা রাখা উচিত এবং কোভিডের মতো অতিমারির পর হওয়া উচিত আরও বেশি সতর্ক।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। নীচের দিকে বা ঝুঁকে পড়া ৫। পাড়ার সরু রাস্তা ৬। ছোট জলযান ৮। শিশুর দেহে জন্মদাগ ১০। খবর পাঠানো বা সংবাদ দেওয়া ১২। গেঁজে ওঠা বা উদ্দীপনা ১৪। লতানো গাছের অগ্রভাগ ১৫। মূর্খ অথবা কাঁঠাল ১৬। চুলবুল পাণ্ডেকে নিয়ে বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট শাহজাহানের বেগম ২। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার বিখ্যাত গাড়ি ৪। বকাঝকা বা চোটপাট করা ৭। মোবাইল ফোনের প্রাণভোমরা ৯। কেউটে বা গোখরো সাপ ১০। স্তূপাকৃতি জিনিস বা পরিমাণে অনেক ১১। মণ্ডপের আলোকসজ্জা ১৩। বেতন বা সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪২২৯

পাশাপাশি : ১। বিস্ফার ৩। পর্যাবৃত্তি ৪। সায়রা ৫। শবদেহ ৭। কদু ১০। তাগা ১২। অড়হর ১৪। কুহর ১৫। ধমকানো ১৬। তাড়ন।

উপর-নীচ : ১। বিভীতক ২। রসাম্ল ৩। পরাশর ৬। দেবতা ৮। দুদ্দাড় ৯। ঘরকুনো ১১। গাত্রোত্থান ১৩। সরতা।

বিন্দুবিসর্গ

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত : রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর একটি রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতের জিডিপি হল ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানকে টপকে এখন ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। প্রথম তিনে রয়েছে আমেরিকা, চিন এবং জার্মানি। সম্প্রতি ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল ২০২৭-এর মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে। তখন জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় হবে ভারত। তার ১১ বছরের মধ্যেই দেশ দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে পারে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে না মিজোরামে

আইজল, ২৮ অগাস্ট : ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়ে গেল মিজোরামে। বুধবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে লালডুহোমার সরকার। বুধবার রাজ্যের সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী লালরিনপুই ওই বিলটি পেশ করে জানান, নতুন আইনে শুধু ভিক্ষাবৃত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নয়, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্তও করার কথা বলা আছে। বিরোধীরা অবশ্য এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিরোধী এমএনএফ মনে করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা কোনও সমাধান নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমার বক্তব্য, আমরা গরিবির অপরাধীকরণ করতে চাই না। বরং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে চাই। আমরা চার্চ এবং এনজিওগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিজোরামকে ভিক্ষুকমুক্ত করার পাশাপাশি যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, আইজলে ৩০ জনেরও বেশি ভিক্ষুক আছেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, সাইরাং রেলস্টেশন চালু হয়ে গেলে ভিক্ষুকদের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাঁদের অনেকেই বাইরের রাজ্যের বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামলাতে তাই নতুন আইন আনল রাজ্য সরকার। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাইরাং-সিহমুই রেললাইনের সূচনা করবেন।

ধরা দিলেন ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২৮ অগাস্ট : মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছে ছত্তিশগড় সরকার। তাতে ফলও মিলেছে। এবার বিজাপুর জেলার বস্তার অঞ্চলে ৩০ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। বুধবার সরকারি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

হিংসার পথ ছেড়ে মাওবাদীদের সাধারণ জীবনে প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত মাওবাদীদের সবচেয়ে বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণের মধ্যে এটি অন্যতম। ছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতি, নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতা ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে এটা সম্ভব হল।' গত সপ্তাহে বস্তারেরই দুই মহিলা সহ আট মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে। তাদের মাথার মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

শেয়ার বাজার নিম্নমুখী

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্পের শুল্কের ধাক্কায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০৫.৯৭ পয়েন্ট নেমে ৮০০৮০.৫৭ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২১১.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৫০০.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

কিভে রুশ হামলা, মৃত ১৪

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ফের কিভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ৪৮। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, 'রাশিয়া আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক মিসাইলকেই বেছে নিল। আমি চাই বিশ্বের প্রতিটা দেশ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। শান্তির আহ্বান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অধিকাংশই নীরব রয়েছে।'

অতিবৃষ্টিতে জলবন্দি উজ্জয়িনীর মন্দিরগুলিও। চলছে দুর্গতদের উদ্ধারের কাজ। বৃহস্পতিবার।

বৈষ্ণোযাত্রায় বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের

শ্রীনগর, ২৮ অগাস্ট : আবহাওয়া খারাপ ছিলই। সতর্কবার্তাও ছিল। তাও কেন পদক্ষেপ করল না প্রশাসন? বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে আগের দিনই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। এবার সেই একই প্রশ্ন শোনা গেল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার মুখেও। তাঁর একটাই বক্তব্য, 'সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বন্ধ হল না যাত্রা! তাহলে তো এত মানুষের প্রাণহানি হত না।' গত দু'দিনে বৈষ্ণোদেবীর পথে মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের।

গত কয়েক মাসে কাশ্মীরে একাধিক বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম থেকেই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর ছিল ওমরের। কিন্তু বৈষ্ণোদেবীতে বহু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। কেন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আটকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা? কেন সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, 'যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না? এতগুলি অমূল্য প্রাণ চলে গেল। এ নিয়ে প্রশাসনকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওমর জানান, খুব বাঁচোয়া যে, আরও এক-দেড় দিন বৃষ্টি হয়নি। হলে ২০১৪ সালের মতো বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারত। তিনি বলেন, 'এখন জল নামতে শুরু করেছে, তবে আমাদের বুঝতে হবে ২০১৪ সালের পর আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতে যদি এমন হয়, তবে চারদিন হলে অবস্থা কী হত!'

এদিকে সামরোলি এলাকায় রাস্তার দুটি অংশ ভেঙে পড়ায়

> যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না?
>
> **ওমর আবদুল্লা**

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) দ্বিতীয় দিনেও বন্ধ রয়েছে। জহলম নদীর জলস্তর কিছুটা কমলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সব ধরনের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী জানান, বন্যায় ৯৬টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে, প্রায় ৪৯৫টি ঘরবাড়ি, ১৬টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটকে পড়া ২৭ জনকে ভারতীয় সেনা সফলভাবে উদ্ধার করেছে। হিমাচলপ্রদেশে লাগাতার বৃষ্টিতে মানালি যাওয়ার প্রধান সড়ক ভেঙে পড়েছে। চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কের কুলু অঞ্চলের টোলপ্লাজা তলিয়ে গিয়েছে বিপাশা নদীতে। টানা তৃতীয় দিন আটকে রয়েছে শতাধিক ট্রাক ও গাড়ি। একাধিক জায়গায় ভূমিধস ও সড়ক ভেঙে যাওয়ায় রাস্তা খরস্রোতা নদীর চেহারা নিয়েছে।

ইরাবতী নদীতে হঠাৎ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাংরা ও চাম্বা জেলায় বাড়িঘর, স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন, দোকানপাট, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সেতু পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। চাম্বায় পৃথক ভূমিধসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন গুরুতর জখম। সরকারি হিসাবে, চলতি বছর জুনের পর থেকে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় হিমাচলপ্রদেশে অন্তত ১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ৩৮ জন।

ভূস্বর্গে সর্বনাশ।। *তাওয়াই নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন আশ্রয়ের পাশে গৃহকর্তা। বৃহস্পতিবার জম্মুতে।*

ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে সায় নেই ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : 'বাবু' বলার পর গলা মিলিয়ে ভারতকে বার্তা দিতে আওয়াজ দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিষদরাও। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট সতর্ক করে বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে না পারলে ভারতকে উচ্চ শুল্কের বোঝা বহন করতেই হবে। তিনি জানান, ভারত তার বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য না খুললে ট্রাম্প প্রশাসনও নরম হবে না।

বাণিজ্য আলোচনাকে 'জটিল প্রক্রিয়া' বলে উল্লেখ করে হাসেট বলেন, 'মার্কিন শুল্কনীতি কেবল যে ভারতের জন্য তা নয়, এটা রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্যও বটে। যদি ভারত না নড়ে, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও নড়বেন না। এটা এক ধরনের 'ম্যারাথন দৌড়', যেখানে উত্থান-পতন মেনে নিতে হয়।'

একই দিনে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম মে বা জুনে সমঝোতা হবে। কিন্তু ভারত সহযোগিতায় অনীহা দেখিয়েছে।' যদিও তাঁর আশা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ও সবচেয়ে বড় অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের নীতির সঙ্গে একমত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কৃষক ও দেশের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।'

অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে খুশি নন মার্কিন ডেমোক্র্যাটরা। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখিত বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, 'প্রেসিডেন্ট কেবল ভারতকে নিশানা করছেন, অথচ রাশিয়া থেকে আরও বেশি তেল আমদানি করা চিন সম্পর্কে তাঁর মুখে রা নেই। চিনকে শাস্তি দিতে ট্রাম্পের হাত কিন্তু উঠছে না। এই দুমুখো নীতির জেরে গত দু'দশকে যে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নষ্ট হতে বাধ্য।'

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্র্যাটরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত শুধু ভারতকেই নয়, মার্কিন নাগরিকদেরও ক্ষতি করছে। পোশাক, জুতো, আসবাবপত্র, গয়না ইত্যাদি নানাবিধ ভারতীয় পণ্য তাঁদের এখন থেকে বেশি দামে কিনতে হবে।'

আগামী সপ্তাহে জিনপিং, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর শুল্কনীতির জেরে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে নজর দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিয়ানজেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই বৈঠকের ফাঁকে ৩১ অগাস্ট চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ১ সেপ্টেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন মোদি। এই দুটি বৈঠক ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। গতবছর রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে জিনপিং এবং পুতিনের সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল মোদিকে। এদিকে এসসিও বৈঠকে যোগদানের আগে জাপানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৯-৩০ অগাস্ট দু-দিনের সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বুধবার থেকে ভারতের বস্ত্র, ইস্পাত, কৃষিপণ্য সহ একাধিক দ্রব্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তার জেরে ভারতের ওই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবিলম্বে আমেরিকার বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টাও চলছে। এই পরিস্থিতিতে জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক ত্রিদেশীয় সম্পর্ককে কোন খাতে বয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে নজর রাখছে কূটনৈতিক মহল। মোদি-জিনপিং বৈঠক নিঃসন্দেহে দুই দেশের টালমাটাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হতে পারে। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে গত পাঁচবছরে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই দেশের সম্পর্কে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। মোদি শেষবার চিনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালে।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির বিরোধ বাড়লেও নয়াদিল্লি-মস্কো বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরেনি। মূলত রুশ তেল এবং অস্ত্র কেনার কারণেই মোদি সরকারের ওপর গোসা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাই শুধু মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসা নয়, ত্রিদেশীয় বৈঠকের চিন্তাভাবনাও চলছে মস্কো প্রশাসনের অন্দরে।

সংঘ-বিজেপির মধ্যে মনভেদ নেই : ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মোদি সরকারের সঙ্গে আরএসএসের ঝগড়ার কথা মানতে নারাজ সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর দাবি, সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনওপ্রকার ঝগড়া নেই। সংঘের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভাগবত। সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে আরএসএসের সমন্বয়ের ব্যাপারে বলেন, 'কোথাও কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু সব ব্যাপারে একমত হওয়াটাও তো সম্ভব নয়। আমরা সবসময় পরস্পরকে বিশ্বাস করি। আমি ৫০ বছর ধরে শাখা চালাচ্ছি। কেউ যদি কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে আমি তা শুনব। কিন্তু দেশ চালাচ্ছে দল। ওরা ওই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমরা নই।' তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। কিন্তু মনভেদ নেই।' রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যে সংঘের সুষ্ঠু সমন্বয় আছে, সেকথা জানাতে ভোলেননি ভাগবত।

শুধু মোদি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নয়, দেশের স্বার্থে তিন সন্তান নীতির কথাও শোনা গিয়েছে মোহন ভাগবতের মুখে। তাঁর সওয়াল, 'প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি সন্তান থাকা উচিত।' সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'দেশীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও পড়তে হবে, এতে

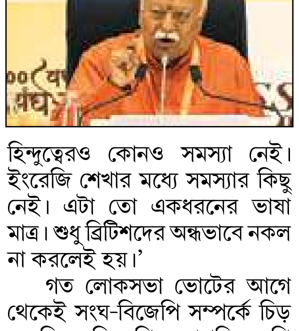

হিন্দুত্বেরও কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজি শেখার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। এটা তো একধরনের ভাষা মাত্র। শুধু ব্রিটিশদের অন্ধভাবে নকল না করলেই হয়।'

গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই সংঘ-বিজেপি সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সেসময় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা বড় হয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের আর আরএসএসকে প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাগপুরে গিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে হাঁটেন। যদিও তারপর ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার ভাগবত বার্তার মধ্যেও মোদিকে নিশানা করেছিলেন তিনি। এদিন সেই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'আমি নিজে অবসর নেব বা অন্য কেউ অবসর নেবে এমন কোনও কথা আমি বলিনি। সংঘে এমন কথা বলার অধিকারও আমার নেই। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংঘ নেবে।' তাঁর সংযোজন, 'এই সভাকক্ষে সরসংঘচালক হওয়ার মতো আরও অন্তত ১০ জন বসে আছেন। তাঁরা খুবই ব্যস্ত। আমি অবসর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে সংঘ চাইলে আমি আরও কাজ করব।'

বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উভয় শিবিরের টানাপোড়েন চলছে। তাই এখনও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। এই ব্যাপারে ভাগবতের মন্তব্য, 'আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে কি এত দেরি হত? ওরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিক। আরএসএস শুধু পরামর্শ দেয়। কিন্তু কখনও বিজেপির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না।'

মার্কিন সিদ্ধান্তে সমালোচনা রাজনের

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতি বা বাণিজ্য নয়, এর বাইরেও বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজন বলেন, ট্রাম্পের মনে হয়েছে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতির সমাধান হল শুল্ক বৃদ্ধি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন শুল্ক হার কম থাকায় বিভিন্ন পণ্য কম দামে পাচ্ছিলেন মার্কিন নাগরিকরা। তিনি আরও বলেন, ১৯৮০ থেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে সহজে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। এতে রাজস্ব সাময়িকভাবে বাড়বেও। পরিবর্তে তিনি মার্কিন নাগরিকদের কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের ওপর প্রাথমিক ট্যারিফ ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে। বাকি ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। তুরস্ক, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে তেল,গ্যাস কিনলেও তাদের ক্ষেত্রে এই জরিমানা করা হয়নি।

রাহুলের মঞ্চে কুকথা, ক্ষোভ পদ্মে

পাটনা, ২৮ অগাস্ট : ভোট চুরির স্লোগান তুলে বিহার দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ভোটার অধিকার যাত্রা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। কিন্তু রাহুলের জনসভা থেকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলা হয়েছে, তাতে ভোটার অধিকার যাত্রার সাফল্যে কালির ছিটে লেগেছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দ্বারভাঙায় রাহুলের জনসভার পর ওই মঞ্চ থেকে মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেইসময় অবশ্য রাহুল বা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব কেউই মঞ্চে ছিলেন না। তবে মঞ্চে তাঁদের ছবি ছিল।

কংগ্রেস কর্মীরা যে নেতার নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন স্থানীয় নেতা নৌসাদ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাহুলকে নিশানা করেছে বিজেপি। দলের নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা সম্পর্কে যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। এটা সারাদেশের কাছেই লজ্জার মুহূর্ত।' বিজেপি মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'এক গরিব বাবার ছেলে, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এটা রাহুল গান্ধি সহ্য করতে পারছেন না।'

বিতর্কের জেরে যে নেতার নামে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই নৌসাদ বলেন, 'আমি দিল্লিতে দু'বার ভোটে লড়েছি। ২০ বছর ধরে আমি দলের কর্মী। আমরা এমনটা করতেই পারি না। তবুও আমি ক্ষমা চাইছি। যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের ভাষা কখনও বরদাস্ত করেন না। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে সীতামারিতে এবং বিকালে মোতিহারিতে ভোটার অধিকার যাত্রা করেন রাহুল, তেজস্বীরা। এই কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল।

চারতলা বাড়ি ধসে মৃত ১৭

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ভিরারে একটি চারতলা বাড়ির পিছনের অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় অন্তত পক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মাঝরাতের ঘটনায় আহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ন'জনকে। চিকিৎসা চলছে দু'জনের।

পুলিশ বাড়ির নির্মাতা তথা প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পুরনিগমের অনুমোদন ছাড়াই তিনি জমি ব্যবহার ও বহুতলটি নির্মাণ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় চারতলা বাড়িটির একটি অংশে এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ঘটনার সময় ৩০ জন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স হ্যান্ডেলে আর্থিক সাহায্য ঘোষণার সঙ্গে ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

'পুশব্যাক'-এ কড়া বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ভারতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করে পদ্মাপারে ফেরত পাঠাতে মরিয়া কেন্দ্র। বিএসএফের দাবি, ভারত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চায়, যদিও বিজিবি বারবার তা অস্বীকার করছে। এটি অন্যায় এবং 'পুশব্যাক' প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া যাবে না।

ঢাকায় বিএসএফ-বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে বিএসএফ ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী নিজেই এই দাবি উত্থাপন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ২৫-২৮ অগাস্ট অনুষ্ঠিত চারদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় নাগরিক ও সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন '২৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন।

হামলার নেপথ্যে ডোনাল্ড বিরোধিতা

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে বুধবার যে রূপান্তরকামী তরুণ (২৩) হামলা চালিয়েছিল, তার নাম রবিন ওয়েস্টম্যান। ওই হামলায় দুই পড়ুয়া নিহত হয়। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে ফেললে ওয়েস্টম্যান গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। তার হেপাজতে থাকা একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হামলাকারীর অস্ত্রগুলিতে লেখা ছিল, কিল ডোনাল্ড ট্রাম্প, নিউক ইন্ডিয়া, ইজরায়েল মাস্ট ফল ইত্যাদি স্লোগান। 'রবিন ডব্লিউ. বথ' নামে তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে অস্ত্রভাণ্ডার ছাড়াও গুলিভর্তি ম্যাগাজিন এবং একটি চিঠি মিলেছে। চিঠিতে সে পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

ভিডিওতে আরও পাওয়া যায় পূর্ববর্তী স্কুল-হামলাকারীদের নাম ও সাইরিলিক ভাষায় লেখা নোটবুক। ভিডিওতে হামলাকারীদের সম্পর্কে

প্রশংসাসূচক মন্তব্যই রয়েছে। যদিও চ্যানেলটি সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এটা 'অসুস্থ মানসিকতা থেকে করা চরম হিংসা' হলেও বন্দুকবাজ তরুণের কোনও পূর্ব অপরাধের রেকর্ড ছিল না।

নারী সুরক্ষায় পিছিয়ে কলকাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : নারী নিরাপত্তায় কলকাতা একেবারেই নিরাপদ নয়। দেশের মধ্যে নিরাপদ নয় এমন শহরগুলির তালিকায় একেবারে শেষে কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, রয়েছে দিল্লিও। পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদও একই শ্রেণিতে। অন্যদিকে নিরাপদতম শহর হয়েছে কোহিমা, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম ও মুম্বই। ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন উওম্যানস সেফটির সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার।

দেশের উল্লেখযোগ্য ৩১টি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। ১২,৭৭০ জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। নিরাপত্তার মাপকাঠিতে বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি

নিরাপদ নয় রাজধানী নয়া দিল্লিও

হল অনেক ওপরে, ওপরে, মোটামুটি নিরাপদ, নিরাপদ নয়, অতি খারাপ। সমীক্ষায় রয়েছে কোহিমা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি শহর। লিঙ্গসমতা, নাগরিক সচেতনতা, পুলিশি ব্যবস্থা, মহিলাদের আনন্দে থাকার মতো পরিকাঠামো রয়েছে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে। এককথায় শহরগুলি নারীবান্ধব।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংস্কৃতির শহর হলেও কলকাতার পরিকাঠামো হতদরিদ্র। সেইসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, দুর্বল সরকারি ব্যবস্থা, দায়িত্ববোধের অভাবের কথা উঠে এসেছে। শহরের ৪০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। বিশেষ করে রাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ শতাংশ মেয়েরা দিনের বেলায় নিরাপদ বোধ করলেও রাত নিয়ে তাঁদের মনোভাব সম্পূর্ণ উলটো। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের কথা অর্ধেক মহিলাই জানেন না।

রিপোর্টটি প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকার বলেছেন, মেয়েদের নিরাপত্তা শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ। তাঁদের স্বাধীনভাবে বিচরণও বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত।

রুপোলি জগতের হাতছানি

গৌরব

চলচ্চিত্র পরিচালনা ও চিত্রনাট্য লেখন বিভাগের পড়ুয়া, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুনে (কোচবিহারের বাসিন্দা)

চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসাহী? ভবিষ্যতে রুপোলি পর্দার জগতে পা রাখতে ইচ্ছুক? হাতেকলমে কাজ শিখতে চাইছেন? নাম শুনেছেন প্রতিষ্ঠানের, কিন্তু কীভাবে এগোবেন? সেই সমস্ত উত্তর দিতেই আজকের আলোচনা।

১৯৬০ সালে পুনের প্রভাত স্টুডিওকে ঘিরে তৈরি হল ভারতবর্ষের প্রথম ফিল্ম স্কুল, যার বর্তমান নাম ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। যদিও টেলিভিশন বিভাগ যুক্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালে, যেখানে দূরদর্শন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। এরপর ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI)। দু'ক্ষেত্রেই লক্ষ্য এক, চলচ্চিত্র নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।

কী কী বিভাগ?

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজিসি'র অধীনে আসায় বদলে গিয়েছে কোর্সের নাম। মূলত দুটো ভাগ রয়েছে, ফিল্ম ও টেলিভিশন। ফিল্ম বিভাগে প্রতিটি কোর্স শেষে MFA in Cinema অর্থাৎ 'মাস্টার্স অফ ফাইন আর্টস ইন সিনেমা' ডিগ্রি দেওয়া হয়।

এই বিভাগে রয়েছে সাতটি স্পেশালাইজেশন কোর্স। এর মধ্যে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা (Direction and Screenplay Writing), আলোকচিত্রগ্রহণ (Cinematography), সম্পাদনা (Editing), শিল্প নির্দেশনা ও নির্মাণ পরিকল্পনা (Art Direction & Production Design), শব্দগ্রহণ ও শব্দ পরিকল্পনা (Sound Recording & Sound Design) কোর্সগুলো তিন বছরের। বাকি অভিনয় (Screen Acting) এবং চিত্রনাট্য লেখন (Screenwriting- Film, TV, Web Series) কোর্স দুটো দু'বছরের।

টেলিভিশন বিভাগে কোর্স শেষে দেওয়া হয় One Year Post Graduate Certificate Course ডিগ্রি। এটা সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ (All India Council for Technical Education-AICTE) দ্বারা অনুমোদিত। এখানে পরিচালনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও টেলিভিশন কারিগরিবিদ্যার ওপর কোর্স করানো হয়। টেলিভিশন বিভাগের সমস্ত কোর্স এক বছরের।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

এই প্রতিষ্ঠানে দুটো বিভাগ রয়েছে। সিনেমা ও ইডিএম (ইলেক্ট্রনিক এবং ডিজিটাল মিডিয়া)। সিনেমা বিভাগে অ্যানিমেশন, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা, সম্পাদনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র প্রযোজনা, শব্দগ্রহণ ও পরিকল্পনার ওপর তিন বছরের কোর্স পড়ানো হয়।

ইডিএম বিভাগে আলোকচিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ও প্রযোজনা, সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা, শব্দ পরিকল্পনা, লেখনের মতো বিষয়গুলোর ওপর কোর্স রয়েছে। এগুলোও দু'বছরের এবং দুটোক্ষেত্রেই কোর্স শেষে MFA ডিগ্রি দেওয়া হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

আগে দুটো প্রতিষ্ঠান (FTII এবং SRFTI) একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত। এবছর থেকে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। দুটো ক্ষেত্রেই যোগ্যতামান স্নাতক ও সমতুল্য কোর্স। FTII-এর ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে দুটো ভাগে পরীক্ষা হয়। এমসিকিউ ধাঁচে সাধারণ জ্ঞান, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। পাশাপাশি আপনি যে কোর্সের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেই সংক্রান্ত বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

উদাহরণ

২০২১ সালে FTII-এর ফিল্ম বিভাগের চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, 'ক ও খ দুই বন্ধু কোনও এক নদীতীরের ছোট শহরে একসঙ্গে ছেলেবেলা কাটিয়েছে। পড়াশোনার কারণে দুজন আলাদা জায়গায় চলে যাওয়ার আগে আজ সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদীতীরে দেখা করতে এসেছে। এই পরিবেশে একটি দৃশ্য রচনা করো ও তাদের মধ্যে কী কথোপকথন হতে পারে তা লেখো।' আন্দাজ করাই যায়, এখানে মূলত যাচাই করা হয় সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনাশক্তি।

SRFTI-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ধাপে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ধাঁচের প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে ৫০ নম্বর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বাকি ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট বিভাগ থেকে।

প্রস্তুতি কীভাবে?

ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে উৎসাহ থাকাটা প্রথম শর্ত। চলচ্চিত্র ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ থাকলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করা সহজ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'Swayam-NPTEL'-এর বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যের মধ্যে একটি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন। ইউটিউবে 'film appreciation Swayam' লিখলেই মিলবে বিনামূল্যের ভিডিওগুলো। ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কিত ভালোমানের বই পড়লে ধ্রুপদি শিল্প, লোকশিল্পের ইতিহাস ও তার ধরন জানা যাবে।

https://ftii.ac.in/p/exam-paper ওয়েবসাইটটিতে ২০১৫-'১৬ থেকে সমস্ত বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রয়েছে। শেষ বছর অবধি যেহেতু দুই প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে পরীক্ষা নিত, তাই পুরোনো প্রশ্নগুলো অভ্যাস করলে প্রস্তুতি ভালো হবে। লেখার পদ্ধতি, দ্রুত চিন্তাশক্তি ও গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা আয়ত্তে আসবে। প্রবেশিকার নোটিফিকেশনের জন্য দুই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে হবে। প্রতিবছর মার্চ থেকে জুনের মধ্যে বের হয়।

প্রতিদিন আশপাশে কী ঘটে চলেছে- তা দেখা, শোনা এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে লিখতে পারার অভ্যাস যদি তৈরি হয়, তবে সেই আত্মবিশ্বাস আর লেখনক্ষমতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাকিদের থেকে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। চলচ্চিত্রের জগতে পা দেওয়ার স্বপ্নটা সফল করে ফেলুন এবার।

দুর্গা, অসুরের ভূমিকায় খুদে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

মহিষাসুরমর্দিনীর তাৎপর্য জানা তো দূরের কথা, উচ্চারণ স্পষ্ট নয় অনেকের। দুর্গাপুজোয় নতুন পোশাক পরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, মেলায় চক্কর কাটার মধ্যেই ওদের আনন্দ ছিল এতদিন। কিন্তু পুজো যত এগিয়ে আসছে, তত ওরা উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। কেননা, ওরাই এবার দুর্গা থেকে অসুরের ভূমিকায়। ওরাই মঞ্চস্থ করবে মহিষাসুরমর্দিনী। যার তালিম এখন চলছে বাগরাকোটের জগদীশ বিদ্যাপীঠে।

'আগমনী'র মধ্যে দিয়ে স্কুলে সংস্কৃতি চর্চার নতুন পরিবেশের আগমন ঘটবে, নিশ্চিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলে স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে পড়ুয়াদের। তাই আমরা সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি। পুজোর আঙ্গিকে মহিষাসুরমর্দিনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পড়ুয়াদের স্বরচিত গান, কবিতাও আগমনী অনুষ্ঠানে থাকবে।'

সিংহভাগ পড়ুয়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের। অনেকের বাড়িতে টিভি পর্যন্ত নেই। মহিষাসুরমর্দিনী দেখা হয়ে ওঠেনি তাদের। রেডিওর জমানা অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় শোনাও হয়নি প্রায় কারও। তবে গত কয়েকদিন ধরে অনুশীলন করতে করতে খুদেরা বুঝতে পেরেছে, ওদের পারফর্মের ওপর নির্ভর করছে স্কুলের সুনাম। দেবীর সৃষ্টি থেকে মহিষাসুর বধ, পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার এই কাহিনী তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেকে অনুশীলনে মনোযোগী।

পুজো উদ্যোক্তাদের মতোই তাদের এখন চরম ব্যস্ততা। প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রাখি বিশ্বাস স্কুলে শেখানো নাচ বাড়িতে গিয়েও অনুশীলন করছে গত কয়েকদিন ধরে। পড়াশোনায় তেমন মন বসতে না চাইলেও চতুর্থ শ্রেণির পুনম সরকার মনযোগ দিয়ে স্কুলকে সাজিয়ে তুলছে। স্কুলের উদ্যোগে শামিল হতে হাতে হাত রেখেছেন অভিভাবকরা। প্রশংসার সুর শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের গলায়। পুজোর আগেই আগমনীর সুর বাজছে জগদীশ বিদ্যাপীঠে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের।

অর্থবানের 'বেঁচে থাকা'র অনর্থ

সাফল্যের মাপকাঠির গোড়ায় গলদ

মনিকা পারভীন

স্নাতকোত্তরের পড়ুয়া

'সাকসেস' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু আদতে বড্ড গোলমেলে। কারণ, সফলতার ফল সবার কাছে সমান মিষ্টি হয় না। আমাদের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে সাকসেস মানে মোটামুটিভাবে পরীক্ষার খাতায় শতাংশে নয়ের ঘর, দশটা-পাঁচটার সরকারি চাকরি, রোববারের মাংস-ভাত (দোপেয়ে নয় কিন্তু চারপেয়ে) আর বছরে একবার 'দীপুদা'য় হাওয়াবদল। ব্যাস আর তারপর তিন কুড়ির পরবর্তী স্বস্তির অবসর জীবন।

কিন্তু আজকের জেনারেশনকে নিজের পরিচয় দিতে ইংরেজি বর্ণমালা পেরিয়ে গ্রিক আলফা, বিটার সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাই সেখানে 'সাকসেস'-এর ধারণা যে আমূল বদলে যাবে, সেটা তো প্রত্যাশিতই।

বছর তেইশের সুস্মিত ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ হতে না হতেই ক্যাম্পাসিংয়ে যখন বেঙ্গালুরুতে দুই অঙ্কের এলপিএ-র চাকরির প্রস্তাব পেল, তখন তার নিজেকে একজন 'সফল' মানুষ মনে হয়েছিল। অথচ অচেনা শহরে রোজ দশ-বারো ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রম শেষেও ঘরে ফিরে অফিস কল আর জুম মিটিংয়ের চর্বিতচর্বন সেরে তার আর নিজের দিকে তাকানোর সময় থাকল না।

ছবি আঁকতে তার এখনও ইচ্ছে করে। কিন্তু ল্যাপটপ স্ক্রিনের ব্লু লাইট থেকে ক্যানভাস বোর্ডের দিকে তাকানো আর হয়ে ওঠে না। বছরে একবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার অবাক লাগে প্রসূনকে দেখে। সরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ না পেয়ে প্রসূন অঙ্কে অনার্স নিয়ে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে উঠে একপ্রকার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রভারতীতে চলে গিয়েছিল গান নিয়ে পড়তে। এখন ওর একটা নিজস্ব গানের দল রয়েছে। ইউটিউবে নিজের লেখা ও সুর দেওয়া কয়েকটি গান তো বেশ ভাইরাল। স্কুলের মাঠে আড্ডা দিতে বসে প্রসূন যখন ওর স্বপ্নের কথা বলে, তখন সেখানে কোথাও 'থ্রি বিএইচকে' ফ্ল্যাট, দশ লাখের গাড়ি, ফরেন ট্রিপ বা এলপিএ-র পাটিগণিত থাকে না। থাকে ওর গানের দলের সারা ভারতবর্ষ ঘুরে পারফর্ম করতে পারার উচ্চাশার কথা। সুস্মিতের মনে তখন খটকা লাগে, আসলে 'সফল' কে?

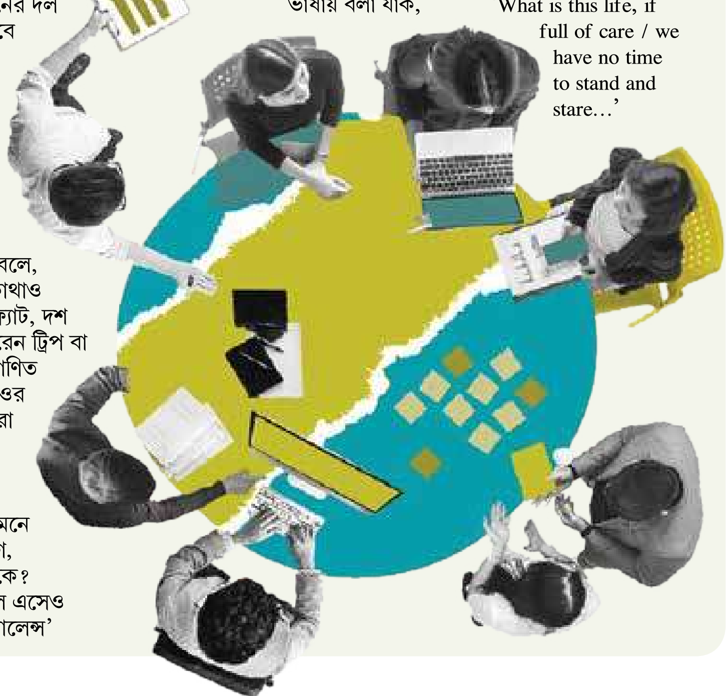

২০২৫ সালে এসেও 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' শব্দগুলো আমাদের কাছে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'র অ্যাং-এর 'মিলিপ্পিপ্পিং খ্রুক'-এর নামান্তর মাত্র। নারায়ণমূর্তির মতো বড় দাদারা আমাদের সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজ করার নিদান দেন। ছুটি আমাদের তাই বিলাসিতা। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই, বন্ধু থাকতে নেই, প্রেম থাকতে নেই, পিসতুতো বোনের বৌভাতে যেতে নেই, ছেলেমেয়েকে অঙ্ক করাতে বসতে নেই। 'কোথা যাও নাচি নাচি'র উত্তরে 'দাঁড়াবার সময় তো নাই' বলার সময়টুকুও থাকতে নেই।

থাকার মধ্যে আছে সামনে বিলাসিতার ঘুঘু আর পেছনে ইএমআই-এর ফাঁদ। তাই তো আমাদের সক্কাল সক্কাল উঠে হালকা হওয়ার আগে ই-মেল বক্স চেক করতে হবে। 'রাশ আওয়ার'-এর গুঁতো সামলে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছে 'ইয়েস প্রেজেন্ট' বলতে হবে। বসের মুখঝামটা নীরবে সয়ে যেতে হবে। ডেডলাইনের পর ডেডলাইন সিলিং ছুঁতে চাইলে উইকএন্ডে বসেও জুম মিটিং করতে হবে। তাতে বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, প্রেমিকার মন খারাপের খবর রাখা বা ধুলো জমে যাওয়া গিটারের তারগুলোকে ছুঁয়ে দেখা হল কি না- সেই খবর নারায়ণমূর্তির রাখার দরকার কী!

আমরা তো কর্পোরেট হাউসগুলোর কাছে ৬৯ঙ বা ৪৭ফ ছাড়া আর কিছু নই। যেমন রক্তকরবীতে ছিল। আমাদের 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' তাই সোনার পাথরবাটি। বড় দাদারা কড়া ভাষায় বলতে পারেন, বাঙালি জাতটা আজন্ম আলসে। অর্থ উপার্জনকে বড্ড বেশি বাঁকা চোখে দেখে, আসলে হিংসে করে। জাতটা তো হিংসুটেও। আরে বাবা, টাকা রোজগার করতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হবে না? একটু পার্সোনাল লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে হবে না?

সবিনয়ে বলি, অর্থ উপার্জনে আমাদের বিরাগ নেই। যশ-খ্যাতির উচ্চাশাকে লোভও বলি না। কিন্তু, দিনশেষে প্রভূত 'অর্থবান' মানুষটি যদি অর্থের তাড়নায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তবে সেই 'বেঁচে থাকা' অনর্থ ছাড়া তো আর কিছু নয়। উইলিয়াম হেনরি ডেভিসের 'leisure' কবিতার ভাষায় বলা যাক, 'What is this life, if full of care / we have no time to stand and stare...'

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

রাখি উৎসব শেষে ভূরিভোজ

শতাব্দী সাহা

রাখিপূর্ণিমা খানিকটা অন্যরকমভাবে কেটেছে ১৩৫ মাঝিরবাড়ির পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল এবং পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। আবার সেদিনই ছিল বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাখিভর্তি হাত নিয়ে মিড-ডে মিল খেতে বসে বড় সারপ্রাইজ পেয়েছে খুদের দল। মেনুতে ছিল চমক। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে স্কুল দুটো একই চত্বরে অবস্থিত। তাই বহু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় একসঙ্গে। রাখিবন্ধন এবং বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস পালনেও সেই ছবি ধরা পড়ল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপর পড়ুয়ারা রাখিবন্ধন উৎসবে মেতে ওঠে। সহপাঠীদের সঙ্গে দাদা-বোন-ভাইদের রাখি পরিয়ে উচ্ছ্বসিত অমৃত, জেসমিনরা। বাদ যাননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া অর্কজিৎ রায়ের কথায়, 'স্কুলে সবাইকে রাখি পরিয়েছি। আমার দুই হাত তো রাখিতে ভরিয়ে দিয়েছিল বন্ধুরা।' পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন পড়ুয়াদের রবি ঠাকুরের ছেলেবেলার গল্প শোনান।

সেদিন মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস এবং শেষ পাতে লাড্ডু। এলাহি আয়োজন দেখে রোহিত, হিমাদিতাদের হাসিমুখগুলো ছিল দেখার মতো। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনাই বণিক বললেন, 'আমাদের গ্রামে ছোট্ট স্কুল। আয়োজনের প্রাচুর্য দেখাতে পারি না। তবে আন্তরিকতায় খামতি নেই। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর।' তারপরেও বিভিন্ন উৎসব নিজেদের মতো ছোট্ট করে উদযাপন করার চেষ্টা করেন। খুদেরা তাতেই খুশি হয়ে যায়।

পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা লাবণি পালের কথায়, 'আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে রয়েছেন রবি ঠাকুর। আর রাখিবন্ধন তো তাঁর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গভঙ্গের সময় রবি ঠাকুরের রাখিবন্ধন আমাদের একতা, দেশাত্মবোধের রূপ দেখিয়েছিল। সেটা গল্পের আকারে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেছি।'

নারীকথা ও ভারত দর্শনে

জমজমাট 'পল্লবিত ২৫'

রজত জয়ন্তীতে মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়

আগেরদিন রাত থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল অবিরাম। অনুষ্ঠানস্থলে জলকাদা জমে একাকার। উৎসাহে ভাটা পড়েনি একটুও। নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই ভিড় গাঢ় হতে শুরু করে। এসেছে বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়া। এসেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এসেছেন প্রাক্তনী আর অভিভাবকরা। বৃষ্টির কারণেই অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়েছে খানিকটা। প্রথমেই অতিথিদের টিপ দিয়ে খাদা পরিয়ে বরণ করে নেয় পড়ুয়ারা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক। মঙ্গলদীপ জ্বেলে হয় আনুষ্ঠানিক সূচনা।

স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। একে একে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, শিক্ষানুরাগী ব্রজকান্ত বর্মন প্রমুখ। সমবেতভাবে উদ্বোধনী গান শোনান শিক্ষিকা লিপিকা গিরি ও পড়ুয়ারা। 'মুক্তাঙ্গন' পত্রিকার আবরণ উন্মোচিত হয় অতিথিদের হাত ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তিরও উন্মোচন করা হয়েছে সেদিন।

প্রায় ২৭ বছর আগে মাটিগাড়ার অরবিন্দ বিশ্বাস, শ্যামলকান্তি রায় সহ কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের। সে বছর ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭। নিজস্ব ভবন না থাকায় ক্লাস চলত মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলে। ২০০০ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পায় বিদ্যালয়টি। ২০০১ সালে প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন সুপালী শিকদার। তার আগে স্থানীয় টিনা

চক্রবর্তী, রিতা দত্ত প্রমুখ বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন।

সেসময় পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্যামলকান্তি রায়। ধীরে ধীরে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ সালের ২৭ নভেম্বর স্থায়ী ভবনে ৪টি শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বর্তমানে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও অস্থায়ী কর্মী মিলিয়ে রয়েছেন ৩৬ জন। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তিনতলা ভবন। সেখানে শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা ৩০টি। তৈরি হয়েছে ভূগোলের প্র্যাকটিকাল ও আইসিটি রুম, লাইব্রেরি।

স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি। আনুষ্ঠানিক নাম 'পল্লবিত ২৫'। তিনটি পর্যায় ছিল তার। শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু, তারপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী দিয়ে শেষ হয় প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল হস্তশিল্প প্রদর্শনী। মাটির তৈরি সামগ্রী, কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ, অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করেছিল পড়ুয়ারা। প্রদর্শিত হয়েছিল খুদেদের আঁকা। খাদ্যমেলায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিল পিঠে-পুলি, ফুচকা, মোমো, চা ও কফি।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হল এ বছরের ১৩ অগাস্ট। আবৃত্তি, গান ও সামাজিক

বার্তার মাধ্যমে পড়ুয়ারা পরিবেশন করে 'একটি নারীর আত্মকথা'। 'ভারত দর্শন'-এ দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক নাচ পরিবেশিত হয়। পড়ুয়া পারমিতা পাল, অনুরাধা পাল, সুপ্রিয়া রায় ও রিশিকা রায়দের নৃত্য কুড়িয়ে নিয়েছে দর্শকদের প্রশংসা। শ্রেয়া সিংহ, পাপড়ি বিশ্বাস ও শ্রেয়সী পালের গানে মুগ্ধ হন অতিথিরা।

২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলেও শুধুমাত্র কলাবিভাগ চালু রয়েছে স্কুলে। পড়ুয়া সংখ্যা ১৭৫২। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হয়েছে ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। নজরদারি চালাতে মনিটরে চোখ রাখেন প্রধান শিক্ষিকা। একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম রয়েছে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। তিনি কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা জানালেন, স্কুলে সিঁড়ির ওপর ছাউনি ও বিদ্যুতের কাজ বাকি। পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে আরও কল বসাতে হবে। উন্নতমানের হলরুম প্রয়োজন। দরকার আরও বেঞ্চ এবং কম্পিউটার। কারিগরি শিক্ষার চাহিদা রয়েছে, চালুর দাবি জানাচ্ছেন অভিভাবকদের একাংশ।

বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি সদাব্যস্ত। স্কুল শুরু ও শেষের সময় পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরাও। তাঁদের আর্জি, যানজট নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। প্রয়োজনে মোতায়েন করা যেতে পারে ট্রাফিক পুলিশকর্মী। অভিযোগ, কেউ বা কারা স্কুলের সামনেই ময়লা ফেলছেন। এতে দূষণ ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের একাংশ।

'পল্লবিত ২৫'-এ উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী ঘোষ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পদাধিকারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ছোট্ট তারা

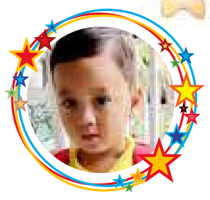

জয়গাঁর বাসিন্দা ৪ বছরের কিয়ান লেপচা নার্সারির পড়ুয়া। গান গাইতে ভালোবাসে সে। স্কুলের একাধিক অনুষ্ঠানে গান করেছে সে।

ফালাকাটা শহরের এমন বেহাল রাস্তাই সংস্কার করবে পুরসভা।

১০ লক্ষের রাস্তায় আসবেন দেবী দুর্গা

ফালাকাটাজুড়ে সংস্কার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৮ অগাস্ট : পুজোর আগে শহরের ভাঙাচোরা রাস্তাগুলিকেই অসুরের সঙ্গে তুলনা করছিলেন বাসিন্দারা। তাঁদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছিল। তার সঙ্গে দুর্ঘটনা যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে পুজোয় মা দুর্গার আসার পথ যেন সহজ হয় তার উদ্যোগ নিল পুরসভা। পুজোর আগেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ অথচ খানাখন্দে ভরা, ভাঙাচোরা রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কার করতে চলেছে পুরসভা। এর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও হয়ে গিয়েছে। গোটা প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। পুজোর সময় গাড়ি করে দেবীমূর্তিকে মণ্ডপে প্রবেশ করাতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই এবার রাস্তা বানাবে পুরসভা। অন্যদিকে, পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্যেও পুরসভা ঝাঁ চকচকে রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

এনিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'মণ্ডপে প্রতিমা আনতে এবং দর্শনার্থীদের প্রতিমা দর্শনের সময় যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা আমরা দেখছি। এর জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কার করা হবে। এবার পুজোয় নতুন রাস্তা পাবে পুরবাসী।' ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে খবর, মূল শহরের অন্তত ১০টি রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কার করা হবে। পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিই সংস্কার করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ডাকবাংলো রোড, ধূপগুড়ি মোড় থেকে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত রাস্তাগুলি। আবার থানা রোড থেকে অরবিন্দপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হবে। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের রাস্তা, পার্ক রোড, মাস্টারপাড়ার রাস্তা সংস্কার করা হবে। ইতিমধ্যেই রাস্তার কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

পুরসভা রাস্তার কাজের জন্য সরাসরি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। রাজ্য সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়। রাস্তাগুলি কোনওটা ১০ বছর আবার কোনওটা ১৩ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল। তাই পুজোর আগেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে পুরসভা জানিয়েছে, তারা আরও রাস্তার কাজ করার জন্য ডিপিআর তৈরি করে পাঠিয়েছে। অনুমোদন এলে শহরের বাকি অংশের রাস্তার কাজও করা হবে। এদিকে, পুজোর আগেই নতুন রাস্তা পাওয়ার খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা সঞ্জীব সাহা এব্যাপারে বলেন, 'আমাদের এলাকার ডাকবাংলোর রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। অথচ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এখান দিয়েই প্রচুর মানুষ পুজোর সময় বেরোবেন। আশা করছি পুরসভা পুজোর আগেই কাজ শেষ করবে।'

আরেক বধূ পারমিতা রায় বললেন, 'শহরের প্রায় সব রাস্তার অবস্থাই খারাপ। পুরসভা তৈরি হওয়ার পর কোনও রাস্তা তৈরি হতে দেখিনি। তবে এবার শুনছি আমাদের পাড়ার রাস্তাটা হবে।'

খুশির খবর

- শহরের গুরুত্বপূর্ণ অথচ খানাখন্দে ভরা, ভাঙাচোরা রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কারের কাজ করবে পুরসভা
- গোটা প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে
- পুরসভা রাস্তার কাজের জন্য সরাসরি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল
- মূল শহরের অন্তত ১০টি রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কার করা হবে

> মণ্ডপে প্রতিমা আনতে এবং দর্শনার্থীদের প্রতিমা দর্শনের সময় যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা আমরা দেখছি। এর জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নতুন করে তৈরি ও সংস্কার করা হবে। এবার পুজোয় নতুন রাস্তা পাবে পুরবাসী।
>
> **প্রদীপ মুহুরি**
> *ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান*

রক্ষা পেল স্কুলবাস

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : ডাম্পারকে ওভারটেক করতে গিয়ে একটি বেসরকারি স্কুলবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল একটি বালিবোঝাই ট্রাকের। অল্পবিস্তর জখম হলেও অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেল স্কুল পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ রেলওয়ে ওভারব্রিজের ওপর এই দুর্ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সঠিক সময়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাসটি ওভারব্রিজের ওপর থেকে নীচে পড়ে যেতে পারত।

বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর দুপুর দেড়টা নাগাদ ছয়-সাতজন প্রাথমিকের পড়ুয়াকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দিকে সেই বাসটি যাচ্ছিল। ওভারব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছাতেই সেই দুর্ঘটনা। উলটোদিক থেকে একটি ডাম্পার আলিপুরদুয়ার শহরের দিকে প্রবেশ করছিল। সেই ডাম্পারের পিছনে একটি বালিবোঝাই ট্রাক ছিল। সেই ট্রাকটি ওভারব্রিজের ওপরেই ডাম্পারকে অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু সামলাতে না পেরে স্কুলবাসে ধাক্কা মারে। তবে বাসচালকের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

ঘটনার পর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে ঘিরে স্থানীয়রা ভিড় করেন। ওই বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিলি মিত্র বলেন, 'পড়ুয়ারা সুস্থ রয়েছে। তাদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

এদিন রাত পর্যন্ত সেই ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তিনি দুর্ঘটনার পরেই পালিয়ে যান। এলাকার লোকজনই বাস থেকে সেই পড়ুয়াদের নিরাপদে নামিয়ে আনেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায়। একজন অভিভাবক ঘটনাস্থল থেকে তিনজন পড়ুয়াকে বাড়িতে নিয়ে যান। বাকিদের গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দেন পুলিশকর্তারা। আলিপুরদুয়ার থানার ট্রাফিক ওসি মনোজয় দত্ত বলেন, 'ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পড়ুয়াদের উদ্ধার করে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।' ট্রাকটি কোন জায়গা থেকে বালি নিয়ে আসছিল, পুলিশ সেটাও খতিয়ে দেখছে। গাড়ির কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে কি না, সেটাও যাচাই করা হচ্ছে। শান্টু পাল নামে একজন টোটোচালকের কথায়, 'ট্রাকটি আচমকা মুখোমুখি স্কুলবাসটিকে ধাক্কা মারে। তবে পড়ুয়াদের আঘাত গুরুতর ছিল না। তাদের উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়।'

তবে দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রথমেই সব অভিভাবককে জানানো হয়নি। ঘটনার পর রাজু রায় নামে অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। স্কুল ছুটির পর বাসে শামুকতলার দিকে আসছিল। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় আমরা খোঁজখবর নিই। তখন গাড়ি বিকল হওয়ার কথা জানতে পারি। পরে ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা মেয়েকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর সব জানতে পারি।' রাজুর মেয়ের মাথায় ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় অল্প চোট লেগেছে। ঘটনার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আরেক অভিভাবক জয়শ্রী বর্মন রায়ও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরে দিনেরবেলায় ট্রাক ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়েই চলছে। এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালও। এদিন পড়ুয়ারা শেষপর্যন্ত নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর খবর পেয়ে তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেন।

দুর্ঘটনার পর স্কুলবাস ও সেই ট্রাকটি। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> পড়ুয়ারা সুস্থ রয়েছে। তাদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে জানানো হয়েছে।
>
> **মিলি মিত্র**
> *প্রধান শিক্ষিকা*

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বাচ্চাগুলি।

ঘরে ফেরার গল্প...

বান্ধবীর সঙ্গে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলে মুক্তমঞ্চ

বীরপাড়া, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বীরপাড়ার মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলে নির্মিত মুক্তমঞ্চের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁ। তিনি জানান, মুক্তমঞ্চটি তৈরিতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক আমোদকুমার সিং বলেন, 'মুক্তমঞ্চ পেয়ে অনেক সুবিধা হল। মঞ্চের অভাবে এতদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে সমস্যা হত। এবার বছরভর সংস্কৃতিচর্চা করতে পারবে পড়ুয়ারা।'

আলিপুরদুয়ারে ৭টি নতুন আলোকস্তম্ভ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : সন্ধ্যা নামতেই এতদিন শহরের বিভিন্ন জায়গা অন্ধকারে ঢেকে যেত। পথচারীদের ভরসা ছিল কেবল দোকানের আলো কিংবা বাড়ির বারান্দার আলো। অন্ধকারে চুরি, ছিনতাই বা দুর্ঘটনার ভয় সবসময় তাড়া করত মানুষকে। অবশেষে সেই ভয় কাটাতে বড় পদক্ষেপ করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও ব্যস্ত এলাকায় বসানো হয়েছে হাইমাস্ট।

২০২৪ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে শহরের ২০টি ওয়ার্ডজুড়ে ২৭টি হাইমাস্ট টাওয়ার বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৃহস্পতিবার থেকে চালু হল ৭টি টাওয়ার। ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্মশান সংলগ্ন এলাকা, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি ক্লাব সংলগ্ন এলাকা, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল চত্বর সহ একাধিক স্থানে নতুন আলোকস্তম্ভের আলোয় আলোকিত হল শহর।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম শহরকে উজ্জ্বল ও নিরাপদ করার। এদিন থেকে ৭টি টাওয়ারের কাজ শেষ করে সেগুলো চালু করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই বাকি টাওয়ারগুলোও চালু হবে। শহরের প্রায় সব ব্যস্ত এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এবার পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা থাকবে। এতে মানুষের নিরাপত্তা বাড়বে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমবে।' চেয়ারম্যানের দাবি, প্রতিটি হাইমাস্ট টাওয়ার সৌরশক্তি দ্বারা চালিত, ফলে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ হিসেবেও এটি প্রশংসনীয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ও হবে।

শহরের জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বাড়লেও রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো ছিল না। অনেক এলাকায় পুরোনো পথবাতি নষ্ট হয়ে পড়েছিল মাসের পর মাস। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে আতঙ্কে ছিলেন শহরবাসী। দোকানদার থেকে সাধারণ মানুষ- সবাই দাবি জানিয়েছিলেন আলোর। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হচ্ছে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক দোকানদার শংকর সরকার বলেন, 'দোকান বন্ধ করে রাতে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হত। ছিনতাইয়ের ভয়ও ছিল। এখন আলো থাকলে সেই দুশ্চিন্তা থাকবে না।' নিরাপত্তার কথা জানিয়েছেন কলেজ ছাত্রী দিশা রায়ও। বলেন, 'অনেক সময় টিউশন থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। অন্ধকার থাকায় ভয় লাগত। এবার থেকে অন্তত সেই ভয়টা কমবে।'

শুধু পুরসভার উদ্যোগ নয়, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালও আলোকস্তম্ভ স্থাপনে এগিয়ে এসেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পুর এলাকার ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় আদ্যাপীঠ মন্দিরের সামনে একটি হাইমাস্ট টাওয়ার উদ্বোধন হয়। এছাড়াও বিবেকানন্দ ১ নম্বর অঞ্চলেও দুটি হাইমাস্ট টাওয়ার চালু করা হয়েছে। সুমন বলেন, 'এমন উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলবে।'

১৩ নম্বর ওয়ার্ডে হাইমাস্ট।

> অনেক সময় টিউশন থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। অন্ধকার থাকায় ভয় লাগত। এবার থেকে অন্তত সেই ভয়টা কমবে।
>
> **দিশা রায়,** *কলেজ ছাত্রী*

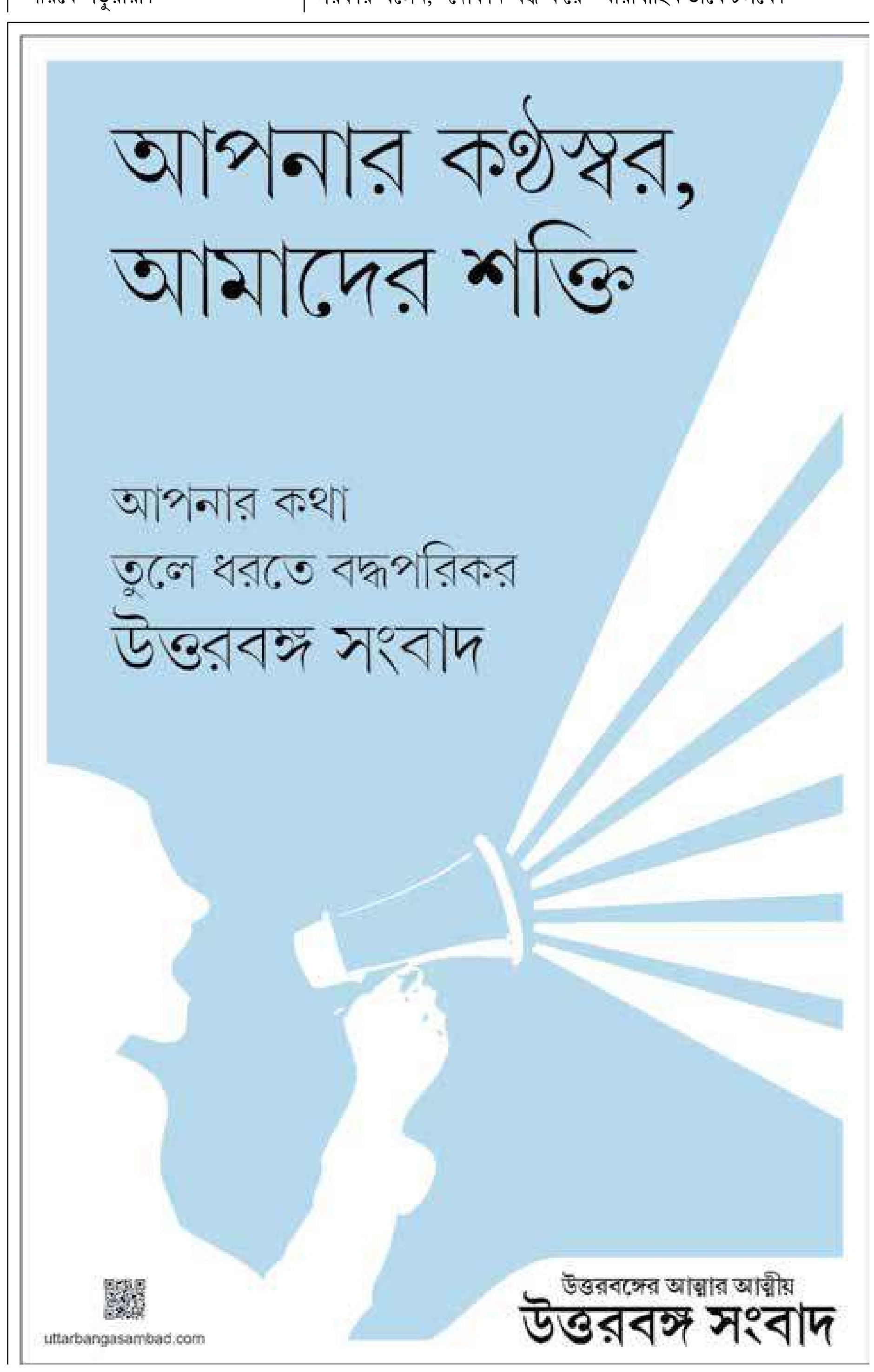

দুই অসুরের দেখা স্বামীজি ক্লাবে

বর্তমানে নির্বিচারে অরণ্য নিধন হচ্ছে। তার প্রভাব ভীষণভাবে পড়ছে প্রকৃতির ওপর। একের পর এক জঙ্গল ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে পাহাড়েরও। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, উষ্ণায়নের মতো ঘটনা ঘটছে। এসব কথাই উঠে আসবে স্বামীজি ক্লাবের পুজোর থিমে। খতিয়ে দেখলেন **আয়ুষ্মান চক্রবর্তী**

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট দিয়ে বেলতলা মোড় পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে সোজা রাস্তা বরাবর গেলেই স্বামীজি ক্লাবের মণ্ডপ। এই মণ্ডপে ঢুকলেই চোখে পড়বে দুটি অসুর। দুজনকেই বধ করবেন দেবী দুর্গা। কিন্তু দুটি অসুর কেন? পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ, বলছেন সেই ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারা। একটি অসুর হল বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আরেকটি পরিবেশ দূষণ। তাঁদের পুজোর ৭৬তম বর্ষে এই চমকই দেবে স্বামীজি ক্লাব।

এল এল পুজো এল

'সবুজ যেন নতুন রূপে, ধরা দেবে বেলতলাতে'। এই স্লোগানকে সামনে রেখেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে চলেছে স্বামীজি ক্লাব। উদ্যোক্তাদের দাবি, তাঁদের এবারের মণ্ডপ সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। মণ্ডপের কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন একদিকে মণ্ডপের কাজ চলছে জোরকদমে। আরেকদিকে, মণ্ডপ চত্বরেই প্রতিমা ও জোড়া অসুর নির্মাণের কাজ চলছে।

পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতেই এমন উদ্যোগ। বলছিলেন ক্লাব সদস্য সত্যজিৎ নিয়োগী, শুভজিৎ ধর-রা। এবারে পুজোর বাজেট ১৯ লক্ষ টাকা। ৪০ ফুট উঁচু মণ্ডপ ৪ হাজার চারাগাছ দিয়ে সাজানো হচ্ছে। সেখানে মানিপ্ল্যান্ট, ডেসিনা, এরিকাপাম সহ অন্যান্য গাছের চারা থাকবে। পাশাপাশি বাঁশ, পাটকাঠি সহ পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়ে চলেছে। মণ্ডপের সামনে একটি মা দুর্গার মুখ থাকবে। তার চারিদিকে ডালপালা দিয়ে সাজানো হবে। সেই মুখের দু'পাশে দুটি মডেল থাকবে। একটিতে দেখানো হবে গাছ পৃথিবীকে রক্ষা করছে। আরেকটিতে দেখানো হবে, গাছের কোলে শিশু।

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বানানো হচ্ছে প্রতিমা। ২৫ ফুট উঁচু প্রতিমায় দুর্গা থাকছেন প্রকৃতির রূপে। আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও বিরাট আয়োজন রয়েছে এবারে। ৪টি আলোর গেট থাকবে। সঙ্গে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। মণ্ডপের পাশে এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে ডুয়ার্সজুড়ে কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতি। পঞ্চমীতে পুজোর উদ্বোধনের দিন কয়েকশো চারাগাছ বিলি করা হবে।

ওই ক্লাবের মিডিয়া কনভেনার ঋষিকেশ সরকারের কথায়, 'আমরা এবার একদম অন্যভাবে কিছু অভিনব করার চেষ্টা করেছি। আশা করি সকলের খুব ভালো লাগবে।'

সেখানে গত ১ মাস ধরে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন ধীরাজ বর্মন, বিপ্লব দাসরা। তাঁরা জানালেন, দিনে ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা মণ্ডপের কাজ করছেন। মণ্ডপশিল্পী শীর্ষেন্দু মহলানবিশের আশা, 'এবারে এই ক্লাবের পুজোর মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমাবেন দর্শনার্থীরা। একটা নতুন কিছু করতে চলেছি আমরা।'

পৃথিবীর পাঠশালা

দুর্মূল্য কফি

পানামার এক বিশেষ প্রজাতির কফি, 'পানামানিয়ান গেইশা কফি', নিলামে প্রতি কেজিতে রেকর্ড ৩০,২০৪ ডলার মূল্যে বিক্রি হয়েছে। এর আগে কোনও কফি এত উচ্চদামে বিক্রি হয়নি। এই অসাধারণ দাম কফি জগতে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। কফিটি একটি জাপানি কোম্পানি কিনেছে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

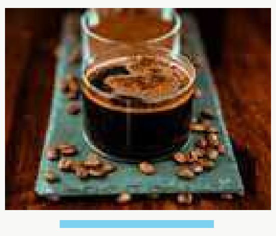

ক্যানসারের নির্ভুল চিকিৎসা

২০৩০ সাল নাগাদ ক্যানসার চিকিৎসার চেহারাটা পুরো বদলে যাবে। চিরন্তন অপেক্ষা আর যন্ত্রণাদায়ক অনুমানের দিন এবার শেষ! কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)-এর হাত ধরে শুরু হচ্ছে নির্ভুল চিকিৎসার এক নতুন যুগ।

ভবিষ্যতের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা মাত্র একটি টিস্যু নমুনা থেকে টিউমারের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড জানতে পারবেন। কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাখ লাখ আণবিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ক্যানসার কোষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেবে। একইসঙ্গে এজিআই রোগীর পুরো স্বাস্থ্যের ডেটা বিশ্লেষণ করে তার শরীরের জন্য নির্দিষ্ট একটি ওষুধ তৈরি করবে। এই 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাক্তাররা রোগীর শরীরে প্রয়োগের আগেই চিকিৎসার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। এতে সময় ও ঝুঁকি কমবে আর ফলাফল হবে অনেক বেশি কার্যকর।

চশমাকে 'টা-টা'!

যাদের রিডিং গ্লাস আছে, তাদের এবার চশমা সঙ্গে নিয়ে ঘোরার দিন শেষ হতে চলেছে! সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) একটি বিশেষ আই ড্রপের অনুমোদন দিয়েছে, যার নাম VIZZ। এই ড্রপটি প্রেসবিওপিয়া বা বয়স্কদের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যার দারুণ সমাধান।

এই ম্যাজিক ড্রপটি চোখের আইরিসকে সংকুচিত করে এক ধরনের 'পিনহোল এফেক্ট' তৈরি করে। এতে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে কাছের জিনিস দেখতে সুবিধা হয়। আর একবার ব্যবহার করলে এর প্রভাব থাকে প্রায় ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হল, এতে দূরের দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হয় না। এটি এখনও পর্যন্ত প্রেসবিওপিয়ার জন্য প্রথম কোনও নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা।

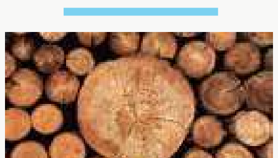

কাঠ হবে ল্যাবে

গাছ কাটার দিন হয়তো এবার সত্যিই ফুরিয়ে এল! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কাঠ তৈরি করার দারুণ এক উপায় বের করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (MIT)-র গবেষকরা এমন এক কৌশল তৈরি করেছেন, যা দিয়ে তাঁরা ল্যাবেই আসল কাঠের মতো দেখতে উপাদান বানাতে পারেন। এর সবচেয়ে মজার দিক হল, এই কাঠের ঘনত্ব আর দৃঢ়তা ইচ্ছেমতো বাড়ানো-কমানো যায়! এই নতুন পদ্ধতিতে গাছের কোষ ব্যবহার করে এমন 'বায়োপ্রিন্টিং' করা হয়, যা দেখতে একেবারে আসল কাঠের মতোই।

বালি-পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি-পাথর তোলার উপর রাজ্য সেচ দপ্তর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। সরকারি অনুমতি ছাড়া যাঁরা নদী থেকে বালি-পাথর তুলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে সেচ দপ্তরের সচিব সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন। বেআইনিভাবে বালি তোলায় নদীখাতের উপর প্রভাব পড়ছে বলে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেচমন্ত্রী এদিন ফোনে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি, পাথর ও নুড়ি উত্তোলনে দপ্তরের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। জেলা শাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে বেআইনি উত্তোলন বন্ধ করতে আইন অনুসারে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরকেও অবৈধভাবে নদী থেকে

গভীরতা কমায় বিপদ

বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। দ্রুত এই বিষয়টি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে।'

জেলায় জেলায় নদীখাত উঁচু হয়ে যাওয়ায় একাধিক নদীর গভীরতা কমেছে। সম্প্রতি রাজ্য সেচ দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলার সেচ বিভাগকে নদীগুলির ড্রেজিং করার অনুমতি দিয়েছে। কোনও খরচ ছাড়া বিভিন্ন এজেন্সিকে ও রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমকে সেচ দপ্তর ড্রেজিংয়ের বরাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ঘরে যেমন রাজস্ব আসবে তেমনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনে নদীর উপর কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজ্যের একাধিক জেলায় বর্ষার মরশুমে নদী থেকে সরকারি পারমিট দিয়েও বালি উত্তোলনের কাজ বন্ধ। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের কথায়, 'জেলায় এখন পুরো বর্ষাকাল। সরকারি নির্দেশে নদী থেকে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধ রাখা হয়েছে। যাঁরা বেআইনিভাবে উত্তোলনের চেষ্টা করছেন তাঁদের ধরপাকড় করা হচ্ছে।'

রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার একে সিংয়ের বক্তব্য, 'তিস্তা, লিস, ঘিস, চেল, জলঢাকা ও করলা সহ একাধিক নদীর ড্রেজিংয়ের বরাত আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় নদীতে জল থাকায় এখন ড্রেজিং শুরু করা যায়নি।' জলপাইগুড়ি জেলার ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় নদীগুলিতে জল কম রয়েছে। এই সুযোগে বেআইনিভাবে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলনে অনেকে যুক্ত হয়েছেন।

কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ

ক্ষতিপূরণ দাবি স্থানীয়দের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : অপেক্ষার অবসান। অবশেষে মেখলিগঞ্জ ব্লকে দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজে হাত দিল রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে সরকারি আমিন জমি মাপজোখ শুরু করে দিলেন। সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। জিরো পয়েন্টে কাঁটাতার বসানো হবে। আর ওই ৫০ ফুটের মধ্যে বিএসএফের জন্য রাস্তা তৈরি করবে কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর। মেখলিগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুজন রায় বলেন, 'মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।'

জমি অধিগ্রহণে আপত্তি না থাকলেও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার স্থানীয়রা। স্থানীয়দের মধ্যে মানু সিংহ সরকার বলেন, 'আমাদের কিছু জমি রেকর্ডে কৃষিজমি হলেও বাস্তবে আমরা সুপারি, চা বা ফলের বাগান করেছি। তাই জমির দাম ছাড়াও গাছপালার ক্ষতিপূরণ যেন সরকার দেয়।' আরেক বাসিন্দা বিনোদ সিংহ সরকারের কথায়, 'আমরা চাই দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া হোক। জমি দিতে আপত্তি নেই। তবে যাদের জমি বহু পুরোনো রেকর্ডে রয়েছে, তাঁদের ওয়ারিশরা যেন সহজে ক্ষতিপূরণের টাকা পান।' স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সুজন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জমির পাশাপাশি যদি বাড়ি বা বাগান থাকে, তারও ক্ষতিপূরণ মালিককে দেওয়া হবে।'

দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে প্রায় ২০ কিমি এলাকা এখনও উন্মুক্ত। অর্থাৎ, কাঁটাতারের বেড়া নেই। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশের একমাত্র ছিটমহল যা ভারতের তিনবিঘা করিডর দিয়ে সংযুক্ত। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সংলগ্ন ভারতের নিজতরফ, বাগডোগরা-ফুলকাডাবরি ও কুচলিবাড়ি এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত খোলা সীমান্তের আওতায়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই সীমান্তটি অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের করিডর হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি ছিল, তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। এতদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উদ্যোগ নিলেও রাজ্য জমি অধিগ্রহণে অনীহা দেখাচ্ছিল। তবে এবার রাজ্য সরকার সেই প্রক্রিয়া শুরু করল। জমি অধিগ্রহণ শুরু হওয়ায় সীমান্তে স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পথ কিছুটা হলেও সুগম হল। এদিন সরকারি আমিন উত্তম দাস জমির মালিকানা চিহ্নিত করার কাজে নিজতরফ ও আশপাশের মৌজায় জমির দাগ নম্বর ধরে মালিক কারা, তাদের কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেন। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাও বলেন। অনেক ক্ষেত্রে জমি তিন-চার পুরুষের নামে থাকায় ওয়ারিশ নির্ধারণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, জমির প্রকৃত মালিকরাই যেন ক্ষতিপূরণের টাকা পান। সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চায় প্রশাসন।

সরকারপাড়া সীমান্তে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন সরকারি আমিন।

> মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।
>
> **সুজন রায়**
> ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মেখলিগঞ্জ

অভিজিতের 'বিজয়ার পরে' এবার জাপানে

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত 'বিজয়ার পরে' ছবিটি জায়গা করে নিল জাপানের ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে। মঙ্গল ও বুধবার দুইদিন ছবিটি আকিরা কুরোসাওয়ার দেশে প্রদর্শিত হবে। শুক্রবারই জাপানের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন অভিজিৎ। ছবির প্রযোজক সুজিত রাহাও শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা। ২০২৪ সালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি মুক্তি পায়। মমতাশংকর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, মীর আফসার আলির মতো বাংলা সিনেমার বিশিষ্ট অভিনেতারা ছবিটিতে অভিনয় করেন।

অভিজিতের কথায়, 'প্রথম ভারতীয় বাংলা ছবি হিসাবে বিজয়ার পরে ওসাকা ফিল্ম ফেস্টিভালে নির্বাচিত হল। সবার পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। খুবই ভালো লাগছে।'

'বিজয়ার পরে' ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কৃত হয়েছে। ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকের পছন্দের বিচারে সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করার পাশাপাশি ২০তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল ও তেলেঙ্গানা-বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটি বৃদ্ধ দম্পতির একাকিত্বের যন্ত্রণার গল্প বলে। এটাই অভিজিৎ পরিচালিত প্রথম ছবি।

চলতি বছর ২৯ অগাস্ট থেকে ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হচ্ছে। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওই ফিল্ম ফেস্টিভালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি একদিকে যেমন দেখানো হবে, সেরকমই পরিচালক অভিজিৎ ও প্রযোজক সুজিত ছবিটি নির্মাণের নানা অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেবেন। যাকে সিনেপ্রেমীরা বলে থাকেন 'বিহাইন্ড দ্য সিনস'। অর্থাৎ, ছবি তৈরির গল্প। অভিজিতের আশা, ছবিটি প্রদর্শিত হলে জাপান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক নয়া অধ্যায় রচিত হবে।

শিলিগুড়িতে প্রস্তুতি বৈঠক, নিরাপত্তায় জোর

এসএসসি পরীক্ষা উত্তরের ২১৩ কেন্দ্রে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : নয় বছর পর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সফল পরীক্ষা আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছে না নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত এসএসসি। শিলিগুড়িতে পরীক্ষার প্রস্তুতি বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায়, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রতিনিধিরা। এদিন দুটো বৈঠক হয়েছে। প্রথমটি হয় ভেনু ইনচার্জদের নিয়ে। দ্বিতীয় বৈঠকে ছিলেন অবজার্ভাররা। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা হবে ৭ সেপ্টেম্বর। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর। ৭ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ২১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১৪ তারিখে সেই কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে ১৫১টিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নর্দার্ন রিজিওনে এক লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসবেন। শিলিগুড়িতে মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ১৬টি। পিয়াল বলছিলেন, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।'

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, সেখানেই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরমধ্যে কোথাও আরও ক্যামেরা লাগানো প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষার দিন পুলিশি নজরদারি থাকবে সর্বত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে ঢোকানোর আগে স্ক্যান করা হবে। এদিন যখন শিলিগুড়িতে বৈঠক চলছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'টেন্টেড'দের তালিকা প্রকাশের জন্য সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়। এরপরই সংশয় তৈরি হয়, পরীক্ষা আদৌ সঠিক সময়ে হবে কি না।

তবে পিয়ালের যুক্তি, 'বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, পরীক্ষা হবে।'

> প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।
>
> **পিয়াল বসু রায়**
> *চেয়ারম্যান, নর্দার্ন রিজিওন এসএসসি*

বাঙালির সম্মান

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ইউক্রেনে বাঙালির সম্মান। সেদেশের 'অর্ডার অফ মেরিট' সম্মান দেওয়া হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী মৃদুলা ঘোষকে। তিনি ইউক্রেনের রাজধানী কিভের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপক। মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। ইউক্রেনের ৩৪তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার ওই সম্মান মৃদুলার হাতে তুলে দেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনের মহাকবি তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃদুলা। এই সংকলনটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রেস। মৃদুলা ইস্ট ইউরোপিয়ান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটেরও চেয়ারপার্সন।

প্রথম পার্কিং জোন

প্রথম পাতার পর

একদিকে, রোগীকে নামাতে হয়, অন্যদিকে পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারের বকুনি খেতে হয়। অনেক সময় গাড়ি সাইড করতে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও হয়। এই পার্কিং জোন হলে অন্তত হাসপাতাল যাতায়াতে একটু স্বস্তি পাব।' স্বস্তি মিলবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা অনিল রায়ও। তাঁর কথায়, 'বছরের পর বছর ধরে এখানে যানজট লেগেই থাকে। অনেকেই দোকানের সামনে বাইক রেখে দেন। রোগীর আত্মীয়রা দাঁড় করিয়ে রাখেন বড় গাড়ি। ফলে হাঁটা পর্যন্ত যায় না। পুরসভার এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।'

যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এক জায়গায় পার্কিং জোন তৈরি করেই সমস্যার পুরো সমাধান সম্ভব নয়। যেমন স্থানীয় শিক্ষক রতন দাস মনে করেন, শুধু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় নয়, আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থায়ী পার্কিং জোন গড়ে তোলা দরকার। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রকল্পকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন সকলে। এই ব্যাপারে আশা দেখিয়ে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি ছিল একটা সুষ্ঠু পার্কিং ব্যবস্থা। হাসপাতাল সংলগ্ন জায়গা সবচেয়ে বেশি চাপের মধ্যে থাকে। তাই প্রথম পার্কিং জোন এখানেই তৈরি হচ্ছে। যদিও জায়গা ছোট, তবু এটা শুরু মাত্র। আগামীদিনে শহরের আরও কয়েকটি এলাকায় পার্কিং জোন করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

ওষুধের আকাল

প্রথম পাতার পর

'আমার ভাই তিনদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। আজকে ছুটি দিল। কয়েকটি ওষুধ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়েছে, কয়েকটা আবার কিনতে বলা হয়েছে।'

এদিন আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে আসা আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউনের বাসিন্দা বনানী দাস জানান, চিকিৎসক যে ক্যালসিয়ামের ওষুধ দিয়েছেন সেটা হাসপাতালে নেই, বাইরে থেকে কিনতে হবে। এই রকম বিভিন্ন সমস্যাই নজরে আসে।

এদিন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন পরিকাঠামো ঘুরে দেখার পর টোটোপাড়ায় যান। সেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখার পর সন্ধ্যায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালেও যান।

প্রকাশে ৭ দিন সময়

প্রথম পাতার পর

'ওরা জানে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে, তাদের নাম বেরিয়ে গেলে বিপদ।'

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বৃহস্পতিবার আদালতে প্রথমে বলেছিলেন, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য ওই তথ্য দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা বলেন, 'অবস্থান বদল করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। আমরা কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস করেছিলাম।'

এরপর অবশ্য সাতদিন সময় পেলে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা যাবে বলে কল্যাণ মন্তব্য করেন। আদালত সেই মন্তব্যকে নথিভুক্ত করে নির্দেশ দেয়। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা থেকে যাওয়ায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার ভাতায় বিশ্বাসী, চাকরিতে নয়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকার বিষয়টিকে দেরি করাচ্ছে। যে আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের না ধরলে দুর্নীতি চলতেই থাকবে।'

যোগ্য বলে চিহ্নিত আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'আমরা বারবার সিবিআই রিপোর্ট মেনে অযোগ্যদের তালিকা দেওয়ার দাবি করছি। আজ আদালত সেটা মেনে নিল। কিন্তু আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছে না।'

সতর্কতা মমতার

প্রথম পাতার পর

তা আবারও স্পষ্ট করেছেন ওই ছাত্র সমাবেশে।

মমতার ভাষায়, 'আমি বেঁচে থাকতে একজন বাঙালির নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না।' পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনে নয়াদিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করতেন। এখন বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের বেছে নিচ্ছে। এভাবে পিছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'আসলে এসআইআর-কে ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশনিসংকেত দেখছেন। কারণ, উনি জানেন এই কমিশন আগের কমিশনের মতো নয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর থেকে একই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আগে উনি ভয় দেখিয়ে, ধমকে, চমকে এসব হাসিল করতেন। এবার কালীগঞ্জের নির্বাচনের ফল থেকে শুরু করে সম্প্রতি চারজন সরকারি আধিকারিককে কমিশন সাসপেন্ড করায় উনি ভীত, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।'

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হওয়ার সময় থেকে তৃণমূল নেত্রী ক্ষুব্ধ। বাংলাতেও কমিশনকে দিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধন করাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এভাবে বাংলায় ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিজেপি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি বোঝালেন, সে গুড়ে বালি। মমতার কথায়, 'বাংলার মানুষ জানেন তৃণমূল মানুষের আশীর্বাদে তৈরি। আমরা কখনও লড়াই ছেড়ে দিইনি, দিতে পারবও না। বাংলার মানুষ যা পারে, অন্যরা পারে না। তাই আগামী নির্বাচনে আসন আরও বাড়বে।'

'ভোটের ময়দানে চক্রান্ত নয়, মানুষের সমর্থনই শেষ কথা' বলে কার্যত বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, 'গায়ের জোরে সব হয় না। আমাদেরও ভাণ্ডারা আছে। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, তেমনই আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডারা আছে।' 'সব খুলে দেব, ফাঁস করে দেব' বলে কার্যত আস্ফালন করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। বাংলার মানুষকে বুথে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, যাচাই করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'আধার কার্ড করে রাখবেন। কারণ, ওরা ফন্দিফিকির করে নাম কেটে দিতে পারে।' বিজেপির উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, 'ললিপপ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছেন। ললিপপ সরকারের ললিপপবাবু আইএএস, আইপিএসদের চালাচ্ছেন। আপনাদের জোরজুলুম কেউ মানছেন না, মানবেনও না। বিনা যুদ্ধে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি, ছাড়বেও না।'

শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

প্রথম পাতার পর

কলকাতায় যেমন জনাদুয়েক মন্ত্রীভ্রাতা বা মন্ত্রীপুত্র বেনজির ক্ষমতা ভোগ করেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়াই, উত্তরবঙ্গে এরকম ভাইগিরি পাবেন অনেক মন্ত্রীর বাড়িতে। ভাইরা যেখানে দাদাকেও মানে না। জমির মাফিয়া অনেকে। অনেকে দাদাগিরি ও দুর্নীতির খনি।

উত্তরবঙ্গে বিজেপিরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। আগের নিশীথ প্রামানিক এবং জন বারলার মতো সুকান্ত মজুমদারও এমন কিছু করলেন না, যার জন্য তাঁকে মনে রাখতে হবে। নম্বর বাড়াতে হবে। সুকান্ত অনুরাগীরা বালুরঘাটের জন্য দুটো বরাদ্দ ট্রেন ও স্টেশন সংস্কারের কথা বলবেন। অথচ খেয়াল করে দেখুন, দুটোর একটাও বাড়তি ট্রেন নয়। এবং স্টেশন সংস্কার এখন সব জায়গাতেই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

গৌড় লিংক এক্সপ্রেস আর ফরাক্কা এক্সপ্রেস, মালদা থেকেই চলত আগে। দ্বিতীয়টিকে জোর করে অন্য নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাটে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালদার লোকেরা ক্ষুব্ধ। গৌড় লিংকও বন্ধ। এটা উন্নয়ন নয়, দাদাগিরির উদাহরণ। এখানে মাছের তেলে মাছ ভাজার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সুকান্ত।

বরং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কৃতিত্ব দিতে হবে একেবারে মাঝের স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড থেকে কলকাতা যাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করায়। যা সাধারণত হয়ই না। প্রশ্ন অবশ্য এখানেও আছে। রোড স্টেশনে রেক রাখার ব্যবস্থা না হওয়ায় ট্রেন প্রতিবার নিয়ে যেতে হয় নিউ কোচবিহার। এক ঘণ্টা দূরে। তাহলে তো ট্রেনটা সেখান থেকেই ছাড়তে পারত! সাংসদের ইগো সন্তুষ্ট করতেই একটা ট্রেন? অথচ কথায় কথায় মাঝের স্টেশনে স্টপ বন্ধ করতে খরচ বাড়ার হিসেব দেয় রেল!

তাছাড়া শুধু ট্রেন বাড়ালেই কি কাজ শেষ? কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের শিক্ষায় কি নতুন মাত্রা দিতে পারলেন? কিছুই নয়, কিছুই নয়! রাজ্যের মন্ত্রীরাও ততটাই ব্যর্থ। সংসদে বা বিধানসভায় মনে রাখার মতো বক্তৃতা নেই উত্তরের সাংসদ-বিধায়কদের।

মালদার তজমুল-সাবিনার মতো দুই দিনাজপুরের দুই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সত্যজিৎ বর্মন কাজকর্মে ডাহা ফেল। এঁরা জেলার কথাও ভাবেননি, উত্তরবঙ্গেরও নয়। নিজস্ব ভাবনাও নেই যে মাথা খাটিয়ে ভাববেন, রাস্তা এবং রেলের বাইরে কী নতুন ভাবা যায়! গ্রামে স্থানীয় পথঘাট এবং বিদ্যুৎ-- এই দুটো কাজে মমতা সরকার অনেকটা সফল অবশ্য। বাম জমানায় দুটো দিকে এত নজর ছিল না।

বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও মনোজ টিগ্গা বিধানসভায় দলের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তাঁদের পারফরমেন্স? কেন্দ্রে দরবারের বদলে এঁরা নজর কেড়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতি ও আত্মপ্রচারে। তৃণমূলের বিধায়কদের মতোই শংকর-মনোজের কেন্দ্রের ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারেন, আপনি আমাদের জন্য করলেন কী? মাস ছয় আগেও এঁদের যা পারফরমেন্স ছিল, আজও তাই। উত্তরবঙ্গে একজন সাংসদ বা বিধায়ককে দেখিনি, যাঁদের কাজ নিয়ে ধন্য ধন্য করতে হবে।

ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপি যে নগেন রায়কে সাংসদ করল, তাঁর কাজটা কী কেউ জানল না। শুধু ভালো দিক হল, মহারাজ পদবিটা নগেনের গা থেকে খসে পড়েছে। জনতা বুঝেছে, নগেনও সুযোগসন্ধানী রক্তমাংসের নেতা। মহারাজ টহারাজ কিছুই নয়।

তাহলে এই যে ভোট আসছে, এবার বড় দুই পার্টির নেতারা কী দেখাবেন? বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস এখন নেতাদের দৌলতে ছোট পার্টি। কলকাতা ময়দানের এরিয়ান বা খিদিরপুর ক্লাবের মতো। তাদের ভেবে লাভ নেই।

উত্তরবঙ্গের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কদের কাজকর্ম দেখে দুটো তিনটে প্রশ্ন জাগে মনে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য তাঁরা বলবেন কী? বলার কী আছে? এক, বিজেপির বিধায়করা অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার তাস খেলবেন আবার! আবার জাবর কাটার মতো বলবেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত! পদ্ম প্রার্থীরা তাকিয়ে থাকবেন আরএসএস-এর সংগঠন এবং গোপন কাজকর্মের দিকে! তাদের সাংগঠনিক কাজ যদি উতরে দেয় আবার! তাকিয়ে থাকবেন নরেন্দ্র মোদির সভার দিকে। যদি হিন্দুত্ব উসকে দিয়ে আবার কিছু ভোট মেলে! সঙ্গে সুযোগসন্ধানী বাম সমর্থকদের টানা যায়।

তৃণমূলের প্রার্থীরা যথারীতি তাকিয়ে থাকবেন আদি এবং অকৃত্রিম দিদির দিকে। পারলে দিদিই বাঁচাবেন। গত ১৫ বছর ধরে যা নিয়ম। সেই ঘুরেফিরে আসবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের ছবি, বাংলা ভাষার অপমান।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক কোনও ইস্যু তৈরি করতে পারেনি পদ্ম এবং ঘাসফুলের নেতারা। এঁরা সত্যিই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া নেতা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চারও হতে পারেননি সেভাবে।

তপন সিংহের বিখ্যাত 'আপনজন' ছবিতে দুই পার্টির নেতার ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। দুজনেই মস্তান অনুগামী স্বরূপ দত্ত-শমিত ভঞ্জকে বলতেন, হিংসার কোনও আশ্রয় নিও না! বাস্তবে হত উলটো। সেই ছবিতে নেতা ভানু-রবির সংলাপগুলো এতদিন পরেও খেটে যায় দিব্যি। বাংলাতে, ভারতেও। সেখানে নেতা রবি ঘোষের একটা সংলাপ ছিল, 'জনসাধারণ আবার ভাববে কী? এত ভাবতে শেখাল কে? ডোন্ট অ্যালাও দেম টু থিংক। তাদের হয়ে আমরাই ভাবব। সবাই যদি ভাবতে শুরু করে, তা হলে তো বড় ভাবনার কথা।'

১৯৬৮ সালের সিনেমা। কত যুগ হয়ে গেল, ৫৭ বছর!

হায়, এই সংলাপগুলো আজ, এতদিন পরেও প্রাসঙ্গিক, অমর। বঙ্গে, ভারতেও। সত্যিই তো, জনসাধারণ আবার ভাববে কী?

চড়া দামে জমির

প্রথম পাতার পর

সেই জমিই তিনি কিনেছেন ১০ লক্ষ টাকায়। এলাকায় এসেছিলেন সেই বাংলাদেশি। তখন স্থানীয়রা চেপে ধরতেই জমি ফেলে ফের বাংলাদেশে পাড়ি দিয়েছেন ওই জমির মালিক। বাংলাদেশের এক নাগরিক আত্মীয়ের মাধ্যমে তিন বিঘা কৃষিজমি চড়া দামে কিনে রেখেছেন। সেকথা অকপট স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি এখন ১৪৭ নম্বর অংশে বসবাসও করেন।

বাংলাদেশিদের কল্যাণে এভাবে জমির দাম বৃদ্ধিতে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা। প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক পুলিনচন্দ্র রায় বলছিলেন, 'পাঁচ বছর আগেও জঙ্গলাকীর্ণ জমি বা দহলা জমি ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকায় বিক্রি হত। তাও তখন খরিদ্দার মিলত না। এখন সেই ধরনের জমি এক কথাতেই বিক্রি হচ্ছে ১০ লক্ষ বা ১২ লক্ষ টাকায়। বাংলাদেশের নাগরিকরা এখানে এসে জমি কিনে রাখার জন্য এমনটা হচ্ছে।'

তিন জইশ জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

জঙ্গিরা অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছোয়। তারপর সড়কপথেই তারা বিহারে ঢুকেছে। পহলগ্রাম হামলার প্রতিশোধ নিতে বহওয়ালপুরে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে পরপর হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। জইশের সদর দপ্তর 'জামিয়া মসজিদ শুভান আল্লাহ' ক্যাম্পাসেও হামলা চালানো হয়। অপারেশন সিঁদুরের সেই আঘাতের পর জইশের সংগঠন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যে বহওয়ালপুরের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা সেখান থেকেই জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতার উদ্দেশ্যেই চিকেন নেক লাগোয়া এলাকায় ঢুকেছে বলেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের কেউ কেউ মনে করছেন। ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। জঙ্গিদের তথ্য দিতে পারলে নগদ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের টেরাগছ, দীঘলব্যাংক, গর্বনডাঙ্গা ও ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় পুলিশ ও এসএসবির বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে। বিহার থেকে জঙ্গিরা কিশনগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের দেবীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর পৌঁছেছে। সেইমতো কড়া পদক্ষেপ করেছে বিএসএফও। বিএসএফের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত দল ইতিমধ্যেই দেবীগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যে জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা জারির পর, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় তাঁর কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের তিনটি বিশেষ দল বিহারে পৌঁছেছে। সেই গোয়েন্দাদের সূত্রের খবর, স্লিপার সেলের সঙ্গে নাশকতার পরিকল্পনা করতে তিন জঙ্গিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন জঙ্গি নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কয়েকটি বৈঠক করার ছক করেছে। বাংলাদেশ ও নেপালের গোপন ঘাঁটি থেকেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে তারা।

প্রত্যাবর্তনে হতাশ করলেন সামি

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ওজন কমিয়েছেন। শরীর আগের তুলনায় ছিপছিপে হয়েছে। বেশ কয়েক মাস পর মাঠে বল হাতে বাইশ গজের দিকে 'নয়া' দৌড় শুরু করা মহম্মদ সামিকে নিয়ে ছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলের কড়া নজর।

আজই শুরু হওয়া দলীপ ট্রফির প্রথম দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে হতাশ করেছেন সামি। সারাদিনে ১৭ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে নিয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। এক উইকেট পাওয়ার চেয়েও সামির জন্য দুশ্চিন্তা হিসেবে সামনে এসেছে, ছন্দহীন, এলোমেলো বোলিং। সামির বলে তেমন সুইংয়েরও দেখা মেলেনি। সারাদিনে বেশ কয়েকটি স্পেল করেছেন তিনি। কিন্তু অতীতের সামিকে বেঙ্গালুরুর মেঘলা আকাশের নীচে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যাবর্তনকারী সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে আগ্রহের মাঝেই পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে বাংলার মুকেশ কুমারও হতাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোলিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। দুই দফায় মোট ১১.৫ ওভারের পর মুকেশকে বল হাতে আর দেখা যায়নি।

উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ অভিযান শুরুর সকালেই ধাক্কা খেয়েছিল পূর্বাঞ্চল। গতরাত থেকে ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ খেলতে পারেননি। তাঁর বদলে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়ান পরাগ। সামি-মুকেশদের ব্যর্থতার সুবাদে দলীপে প্রথম দিনের শেষে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা উত্তরাঞ্চলের সংগ্রহ ৩০৮/৬। শুভমান গিলের পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অঙ্কিত কুমার। উত্তরাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন আয়ুষ বাদোনি (৬৩)। দলীপের অন্য ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে দারুণ শুরু করল মধ্যাঞ্চল।

দলীপ ট্রফিতে ফিরলেন মহম্মদ সামি। ৫৫ রান খরচ করে পেলেন ১ উইকেট।

মধ্যাঞ্চলকে টানলেন রজত পাতিদার ও দানিশ মালেওয়াল।

প্রথমে ব্যাটিং করে অধিনায়ক রজত পাতিদার (১২৫) ও দানিশ মালেওয়ালের (অপরাজিত ১৯৮) শতরানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ৪৩২/২।

এদিকে, বেশ কয়েক মাস পর বল হাতে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফেরার দিন সামি জানিয়েছেন তাঁর আগামীর লক্ষ্যের কথা। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পৌঁছানোর পরও ট্রফি জেতা হয়নি ভারতের। সামি এখনও স্বপ্ন দেখেন একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের। আগামীদিনে সেই স্বপ্নপূরণ করতে চান তিনি।

শতরান রজত-দানিশের

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন মুকেশ

ব্রুনোদের হারাল চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব

২৬টি স্পট কিকে হল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ

লিংক্লনশায়ার, ২৮ অগাস্ট : উত্তর ইংল্যান্ডের ছোট্ট বন্দর শহর গ্রিমসবি। জনসংখ্যা মাত্র ৮৬,০০০। সেখানেই জন্ম নিল ফুটবলীয় রূপকথার এক অমর কাহিনী। শহরের ক্লাব গ্রিমসবি টাউন সাডেন ডেথে ১২-১১ গোলে হারাল ইংলিশ ফুটবলের জায়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। তারপর মাঠেই শুরু হয়ে যায় উৎসব। গ্যালারি ছেড়ে মাঠে ঢুকে পড়া সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কোচ-ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রথমার্ধে চার্লস ভারনাম ও টাইরেল ওয়ারেনের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় গ্রিমসবি। ৭৫ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ব্রায়ান এমবিউমো ব্যবধান কমান। ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান হ্যারি ম্যাগুয়ের। এরপর টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ মিলিয়ে দুই দল মারে ১৩টি করে স্পট কিক। ১৩তম কিক ক্রসবারে মারেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এমবিউমো।

> হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের বিরুদ্ধে হারের পর প্রশ্ন উঠছে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের ট্যাকটিক্স নিয়েও। প্রথম একাদশে ৫ ডিফেন্ডার খেলানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাচের পর হতাশ অ্যামোরিমের মন্তব্য, 'হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।'

অন্যদিকে গ্রিমসবির অন্যতম কর্ণধার জেসন স্টকউড ক্লাবের ইতিহাস তৈরির রাতকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আজ প্রিমিয়ার লিগের অভিজাতদের দিকে নয়, আমাদের ছোট্ট বন্দর শহরের দিকে তাক করা। অন্তত একদিন আমাদের নামে হেডলাইন হবে।'

হয়তো ইউনাইটেড একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। তবে এই রাত অমর হয়ে থাকবে গ্রিমসবি শহরের ইতিহাসে। হেডলাইন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের বাইরেও এই জয় ফুটবলের।

হারের পর হতাশ রুবেন অ্যামোরিম। (নীচে) স্পট কিক মিস করে মুখ ঢাকলেন ব্রায়ান এমবিউমো।

দাদা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে গণেশ চতুর্থী উৎসবে রোহিত শর্মা।

'৪ জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে'

নীরবতা ভেঙে পোস্ট আরসিবি-র

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ১৮ বছর প্রতীক্ষার পর আইপিএল জয়।

যদিও সেই বিজয় উৎসব মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় বদলে গিয়েছিল শোকে। ১১ জন সমর্থক প্রাণ হারায় ৪ জুনের ঘটনায়। ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। তারপর থেকে বন্ধ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রত্যাবর্তন। মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিল বিরাট কোহলির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। জানাল, ৪ জুন (দুর্ঘটনার দিন) সবকিছু বদলে দিয়েছে। সমর্থকদের প্রতি শোক জানাতে দীর্ঘ তিন মাস নীরব থাকা।

সমর্থকদের দলের 'দ্বাদশ আর্মি' আখ্যা দিয়ে আরসিবি-র তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, 'বরাবর এই অ্যাকাউন্ট থেকে সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দ, সুখস্মৃতি ভাগ করে নেওয়া হয়। সকলে আমরা উপভোগ করি। ৪ জুন যদিও সবকিছু বদলে দিয়েছে। আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে ওই দিনটা। তিন মাস নীরব ছিল এই অ্যাকাউন্ট। এই নীরবতা অনুপস্থিতির জন্য নয়, শোকের জন্য। সেই শোক, ধাক্কা সামলে নেওয়ার জন্য।'

৩ জুন পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় আরসিবি। পরের দিনই বেঙ্গালুরুতে দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বিরাটদের সংবর্ধনা জানাতে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার জেরে চিন্নাস্বামীতে বড় কোনও ইভেন্ট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞাও জারি। সরানো হয়েছে মহিলা বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ।

এহেন পরিস্থিতিতে আরসিবি এদিন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফের সক্রিয় করে আরও লিখেছে, 'দীর্ঘ এই নীরবতার মাধ্যমে আমরা শোকপালন করেছি। ধীরে ধীরে এমন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যা শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, আমরা বিশ্বাসও করি। জীবন পেয়েছে 'আরসিবি কেয়ার্স'। যে মঞ্চ থাকবে শুধু সমর্থকদের জন্য। আজ আমাদের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটল। উচ্ছ্বাস নয়, যত্নই যেখানে অগ্রাধিকার পাবে। লক্ষ্য আপনাদের পাশে দাঁড়ানো, একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।'

শেষ আটে সাত্ত্বিক-চিরাগ

৪ বছর পর কোয়ার্টারে সিন্ধু

প্যারিস, ২৮ অগাস্ট : চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছুটছেন টুর্নামেন্টে পাঁচটি পদকের মালিক পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার বিশ্বের ২ নম্বর ওয়াং ঝিয়ি-কে হারিয়ে তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন। ২০২১ সালের পর প্রথমবার শেষ আটে ওঠার পথে সিন্ধুর পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৭, ২১-১৫। কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানি।

২০১৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন সিন্ধু। এবারের আসরে সেই চেনা আগ্রাসন দেখাচ্ছেন তিনি। এদিনও আক্রমণাত্মক ব্যাডমিন্টনে চিনের ওয়াংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলালেন সিন্ধু।

কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিও। এদিন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা পিছিয়ে পড়েও ১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৭ পয়েন্টে লিয়ান কেং-ওয়াং চ্যাংকে হারিয়েছেন।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোর। তাঁরা ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে পঞ্চম বাছাই হংকংয়ের তাং চুন মান-সে ইং সুয়েটকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর পিভি সিন্ধু।

'বিরাটের মতো কেউ যখন বলে, গর্ব হয়'

অবসরের কারণ জানালেন পূজারা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ইচ্ছে ছিল ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরার।

যদিও সাধ পূরণ না হওয়ার অতৃপ্তি নিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেট নিয়ে যে বড় পদক্ষেপের নেপথ্য কারণটা এদিন প্রকাশ্যে আনলেন চেতেশ্বর পূজারা।

পূজারা বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।'

কমেন্ট্রি বক্সেও ধারাভাষ্যকারের নতুন ইনিংসেও নজর কাড়েন পূজারা। ক্রিকেটের সঙ্গে যা চালিয়ে যাওয়া কঠিনও হত। সেটাও ভাবিয়েছে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্রের হয়ে পুরো মরশুম খেলতে পারবেন কি না, নিশ্চিত ছিলেন না। তাই অযথা সৌরাষ্ট্র দলে একটা জায়গা আটকে রাখার বদলে নতুন প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়াকে সঠিক মনে করেন। সেই ভাবনার ফসল সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানো।

বিদায়বেলায় বিরাট কোহলির শুভেচ্ছাবার্তা নিয়েও আবেগতাড়িত পূজারা। কোহলি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'চার নম্বরে আমার কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ পুজি (পূজারার ডাকনাম)।' যে প্রসঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা বলেছেন, 'বিরাটের থেকে এমন প্রশংসা বড় প্রাপ্তি। ও গ্রেট ক্রিকেটার। আর যখন বিরাটের মতো কেউ বলে, আমি তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছি, আমার জন্য তা গর্বের। আসলে টপ অর্ডার ব্যাটার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চও তৈরি করে দেওয়া, যাতে ওদের কাজ সহজ হয়। সেটাই করে গিয়েছি।'

গত ২ বছর জাতীয় দলে ডাক পাননি পূজারা। যদিও বাস্তব হল, এই সময়ে তিন নম্বর পজিশনে পূজারার যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকজনকে ব্যবহার করেও সুফল মেলেনি। পূজারা যদিও আত্মবিশ্বাসী নতুনদের নিয়ে। বলেছেন, 'দলে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা রয়েছে। সাই বি সাই সুদর্শন ভালো শুরু করেছে। ওর ব্যাটিংয়ে রসদ রয়েছে। করুণ নায়ারও হাফ সেঞ্চুরি করেছে তিন নম্বরে নেমে। দুজনকে নিয়েই আশা দেখা যায়।'

> ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক বীরু-পুত্রের

বুমরাহ সহ তিন গেমচেঞ্জার বাছলেন শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে ফেভারিট ধরেছেন। আত্মবিশ্বাসী, পাকিস্তান সহ বাকি দলগুলির পক্ষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াকে আটকানো মুশকিল। এদিন ভারতীয় দলের লক্ষ্যপূরণে তিন গেমচেঞ্জারও বেছে নিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নয়, জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শেহবাগের তালিকায় রয়েছেন তরুণ বিস্ফোরক ব্যাটার অভিষেক শর্মা ও রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। এক প্রশ্নের জবাবে শেহবাগ বলেছেন, 'আমার ধারণা অভিষেক শর্মা গেমচেঞ্জার হবে। বুমরাহ তো সবসময় গেমচেঞ্জার। এছাড়া রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর কথা বলব। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রভাবিত করেছিল। টি২০ ফর্ম্যাটেও বরুণ অত্যন্ত সফল।'

শেহবাগের মতে, একক দক্ষতায় বুমরাহ, অভিষেক, বরুণরা ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। বিশ্বাস, এশীয় যুদ্ধে এই ত্রয়ী ভারতীয় দলের গেমচেঞ্জার হয়ে উঠবে। বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৭০টি টি২০ ম্যাচ খেলে ৮৯টি উইকেট নিয়েছেন। বোলিং গড় ১৮-র কম। অভিষেকের সংগ্রহ ১৭ ম্যাচে ৫৩৫ রান। রয়েছে দুটো শতরানও। সবকিছু ছাপিয়ে ১৯৩ প্লাস স্ট্রাইক রেট। বরুণের পকেটে ১৫টি টি২০ ম্যাচে ৩৩ শিকার।

এদিকে, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শেহবাগের সতেরো বছর বয়সি পুত্র আর্যবীর। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকেই নজর কেড়েছেন বাবার মতো আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। সেন্ট্রাল দিল্লি কিংসের হয়ে খেলতে নামেন যশ ধুলের (দলীপ ট্রফির উত্তরাঞ্চল দলে রয়েছেন) পরিবর্তে। প্রথম ঝলকেই ব্লকব্লাস্টার ব্যাটিং। ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ২২ রানের ছোট্ট ক্যামিও উসকে দেন ব্যাটার বীরেন্দ্র শেহবাগের স্মৃতি। শেষপর্যন্ত ম্যাচও জেতে আর্যবীরের দল।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আর্যবীর বলেছেন, 'গত ম্যাচের পরই জানতাম, এই ম্যাচে খেলব। জন্টি (সিধু) ভাই আমাকে বলে দিয়েছিল। শুরুর কয়েকটা বাউন্ডারি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তবে ইনিংসটা আরও লম্বা করতে পারলে ভালো লাগত। পরেরবার সেটাই চেষ্টা করব।' বছর সতেরোর আর্যবীর আরও জানান, বাবার পরামর্শও শুনবেন এবং তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

মেসির গোলে ফাইনালে মায়ামি

লডারডেল, ২৮ অগাস্ট : তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলতে পারেননি শেষ দুই ম্যাচ। তবে বুধবার রাতে মাঠে ফিরেই দেখালেন মেসি-ম্যাজিক। জোড়া গোল করে দলকে লিগস কাপের ফাইনালে তুললেন।

লিগস কাপের সেমিফাইনালে মায়ামি ৩-১ গোলে হারাল অরল্যান্ডো সিটিকে। মায়ামির অন্য গোলটি টেলাসকো সেগোভিয়ার। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে মার্কো পাসালিচের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো।

জয়ের পর মেসির প্রশংসা করে কোচ জেভিয়ের মাসচেরানোর মন্তব্য, 'মাত্র দুই-তিন দিনের প্রস্তুতির পর ৯০ মিনিট খেলে দিল। সঙ্গে জোড়া গোল। আমাদের জন্য, সমর্থকদের জন্য মেসিকে পাওয়া সৌভাগ্যের।'

জিতেও বিদায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : জয় এল। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ হল না। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতেও আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হল বাংলা দলকে। বল হাতে বিশাল ভাট্টি দুর্দান্ত বোলিং করে ছয় উইকেট নিলেন। আমির গনি নিলেন তিন উইকেট। তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে গতকালের ১০৭-৩ থেকে শুরু করে ২১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় তামিলনাড়ু। জবাবে ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমে সুদীপকুমার ঘরামির অপরাজিত ৭০ ও অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অনায়াসে ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা দল। যদিও ম্যাচ জিতেও লাভ হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বুচিবাবু প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে যেতে না পারার হতাশার মধ্যেও বিশাল-আমির-সুদীপ-অভিষেকদের পারফরমেন্সের মধ্যে আগামীর পজিটিভ দিক পেতে চাইছেন। উল্লেখ্য, বাংলা জিতলেও হরিয়ানার কাছে মুম্বই হেরে যাওয়ার ফলে বুচিবাবু থেকে বিদায় নিল বাংলা।

বুচিবাবু

কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা : দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : উচ্চতা কম। ব্যাট হাতে সাফল্য বেশি।

ক্রিকেট ইতিহাসে সেই তালিকাটা দীর্ঘ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারা- তালিকায় এক সে বাড়কর এক নাম। এমন তালিকায় আরও একজনকে রাখতে চান রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর নাম বিরাট কোহলি। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ নিশ্চিত যে, কোহলি তাঁর এমন মনোভাবের কথা জানতে পারলে রাগ করবেন।

ব্যাট হাতে বাইশ গজে দ্রাবিড়ের দক্ষতা ও স্কিলের কথা সবারই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কম কথার মানুষ রাহুলের রসবোধও দুর্দান্ত। তাঁর রসবোধ ঠিক কেমন, আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন দ্রাবিড়। মজার ছলে তিনি জানিয়েছেন, কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা। রাহুলের কথায়, 'সানিভাইয়ের শরীরের ভারসাম্য ছিল দুর্দান্ত। ওর ব্যাটিং দেখে মনেই হত না আউট হতে পারেন। আমি সানিভাইয়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। আমি চেষ্টা করেও ওঁর মতো শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারতাম না। শচীনও ছিল সানিভাইয়ের মতোই। আসলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির কারণেই কম উচ্চতার ব্যাটারদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হয়। তাই ঐতিহাসিকভাবে ক্রিকেট ইতিহাসে কম উচ্চতার ব্যাটারদের সাফল্য বেশি।'

'রাগ করতে পারে বিরাট'

শুরুতে নাম না নিলেও পরে দ্রাবিড় নিজেই কোহলিকেও কম উচ্চতার ব্যাটারদের তালিকায় এনেছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, দ্রাবিড়ের এমন কথা শুনলে রেগে যাবেন বিরাট। রাহুলের কথায়, 'বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা কম। স্যর ডন, সানিভাই, লারা, শচীন- তালিকাটা বেশ বড়। বিরাটকেও এই তালিকায় রাখতে হবে। তবে আমার এমন কথা শুনলে ও রেগে যাবে নিশ্চিতভাবেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রাবিড় যেসব ক্রিকেটারের নাম করেছেন, তাঁরা কেউই উচ্চতার দিক থেকে ছয় ফুট নন। কিন্তু ব্যাট হাতে দুর্দান্ত রকমের সফল। কম উচ্চতা হলেই ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়, এমন কথা দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার শোনানোর পাশে নিজের বর্ণময় ক্রিকেট জীবন নিয়েও মুখ খুলেছেন রাহুল। জ্যামি নামেই ভারতীয় ক্রিকেটমহল তাঁকে জানে। রাহুলের কথায়, জ্যামি ছাড়াও ওয়াল ও মিস্টার ব্লুম নামও রয়েছে তাঁর। কিন্তু জ্যামিই পছন্দের তালিকায় সেরা। কীভাবে জ্যামি নামটা হল? জবাবে রাহুল বলেছেন, 'আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম। খুব সম্ভবত জাভাগল শ্রীনাথ প্রথম আমায় এই জ্যামি নামে ডেকেছিল।'

> আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

সংবিধান নিয়ে শুনানি ১ সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ, আইএসএল ডিসেম্বরে

সরল এফএসডিএল, নয়া অংশীদারের বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ।'

ভারতীয় ফুটবল এখন দাঁড়িয়ে আদালতের একের পর এক শুনানির দিনের উপরে। সংবিধান নিয়ে শুনানি এদিনও হল না। ফিফা-নির্বাসনের হুমকি চিঠির পরও এই শুনানির দিন ধার্য হল ১ সেপ্টেম্বর। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও স্পোর্টস ফুটবল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের গাঁটছড়া ভেঙে যাওয়া এদিনই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে অক্টোবরে শুরু হচ্ছে না ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ এবং ডিসেম্বর থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন। সেই টেন্ডার প্রকাশ্যে আসার পর চাইলে এফএসডিএল ফের আবেদন করে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার হলে ডিসেম্বরে আইএসএল শুরু করার অধিকার পেতে পারে।

২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফের সংবিধান-বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সেসময়ই আদালত থেকে নতুন সংবিধান তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। যা ২০২৩ সালে কার্যকর করার কথা বলেন সেসময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। সেই থেকে বিষয়টি আদালতেই পড়ে আছে, সিদ্ধান্ত হিসাবে আর প্রকাশ্যে আসেনি। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা থাকলেও এদিন আদালত মূলত এআইএফএফ ও এফএসডিএলের যৌথ প্রস্তাব শোনায় মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের বিষয়ে। যে বিষয়ে গত ২২ অগাস্ট আলোচনা করার নির্দেশ দুই পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যৌথ প্রস্তাব বিচারপতিদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। যেখানে লেখা, 'লম্বা আলোচনার পর কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। ২০২৫-'২৬ ক্যালেন্ডার ও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল পরিবেশ ঠিক রাখার সুপার কাপ অথবা অন্য কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় দিয়ে মরশুম শুরু করা হবে যা এআইএফএফের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।' আগেই ফেডারেশন জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ দিয়েই তারা মরশুম শুরু করতে চায়। যা মেনে নিয়েছে এফএসডিএল। দ্বিতীয়ত, ফেডারেশন ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার নেওয়ার বিষয়ে খোলা, প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ টেন্ডার নোটিশ দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। এদিন নাম প্রকাশ্যে না এনে একটি সুত্র এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর হওয়া এমআরএ-র যাবতীয় স্বত্ব, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে ছেড়ে দিচ্ছে এফএসডিএল। শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা বকেয়া সেই ১২.৫ কোটি টাকাও তারা দিয়ে দেবে ফেডারেশনকে। সঙ্গে এআইএফএফ-কে নতুন করে টেন্ডার ডাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'নো অবজেকশন'ও দিয়ে দেবে তারা। এছাড়াও শেষপর্যায়ের ১২.৫ কোটিও অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হবে যদি ফেডারেশনের প্রয়োজন মনে করে। তবু সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ হলেও ক্লাবগুলি অংশ নেবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই গেল। কারণ আগেই তারা জানিয়েছিল, আইএসএল নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ও প্রয়োজনীয় প্রাক মরশুম প্রস্তুতির সময় না পেলে সুপার কাপে অংশ নেবে না কোনও ক্লাব।

এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, এএফসি-র একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। ১৭ অগাস্ট এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন দ্রুত আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় এআইএফএফ-কে। যেখানে পরিষ্কার লেখা হয়েছে, আইএসএল জট না কাটাতে পারলে এএফসি-র কোনও টুর্নামেন্টে ভারতকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই চিঠি দশদিনের বেশি হাতে পেয়েও গত ২২ অগাস্টের শুনানিতে বিষয়টি চেপে যান ফেডারেশন কর্তারা। এমনকি ফিফার তরফে যে নির্বাসনের চিঠি এসেছে, সেটাকেও ফেডারেশন ঘুরিয়ে 'হুমকি' হিসাবেই দেখছে। ফলে দুই পক্ষের ঐকমত্যে পৌঁছানো বিবৃতির পরেও ভারতীয় ফুটবলের সেই অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

আজ পরীক্ষা শুরু কোচ খালিদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ফুটবলের ডামাডোলের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আঙিনায় দেশের হয়ে পরীক্ষা দিতে নামছেন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা।

শুধু ফুটবলারদের বললেও ভুল হবে, শুক্রবার তাজিকিস্তানের বিপক্ষে পরীক্ষা সদ্য নিযুক্ত কোচ খালিদ জামিলেরও। এর আগে ভারত পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে মধ্যে এশিয়ার এই দেশের সঙ্গে। যার মধ্যে একমাত্র ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে ৪-১ গোলে জয় ছাড়া বাকি তিনবারই হারতে হয় ভারতকে। গত ১৭ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় ফুটবলও এই মুহূর্তে বেসামাল অবস্থায়। ফলে শুক্রবার হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে যে ভারতের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাজিকিস্তান অপেক্ষা করে আছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই খালিদেরও। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ওদের সম্পর্কে ধারণা নিয়েই এসেছি। অত্যন্ত শক্তিশালী দল এবং সম্প্রতি খুব ভালো খেলছে। তবে আমরা নিজেদের খেলার দিকেই মন দিচ্ছি। এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজোট হয়ে লড়তে হবে ও প্রতি ম্যাচে উন্নতি করতে হবে। সেটা একদিনে না হলেও ধীরে ধীরে হবে।' প্রায় দিন দশেক প্রস্তুতিতেই খুশি হেডকোচ বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপের জন্য বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রস্তুতিতে আমি খুশি। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে দলে ঢোকার জন্য। এরকম একটা টুর্নামেন্টে খেলতে পারছি, এটা সত্যিই আনন্দের।'

প্রায় ৩৬ ঘণ্টার লম্বা সফরের পর তাজিকিস্তান পৌঁছে বুধবার বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ফলে ওখানেও দুটো ট্রেনিং সেশনে খানিকটা হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার সময় পেয়েছেন ফুটবলাররা। খালিদ বলেছেন, 'আমরা সদর্থক ভাবনা ও মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। জানি একটা ভালো দলের বিপক্ষে ওদেরই মাঠে খেলতে হবে। কিন্তু ভালো ফল পেতে গেলে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও থাকে। ফুটবলারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে গোটা দলই এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' এই টুর্নামেন্টে অবশ্য পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছেন না খালিদ। কারণ তাদের সাত ফুটবলারকে ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তেমনি খালিদ নিজেই শিবিরে ডাকেননি ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডিজকে। ফলে এই ম্যাচে তিনি একজন প্লে-মেকারের অভাব অনুভব করতে পারেন। এখন দেখার এই দল নিয়েই কতটা ভালো করতে পারেন প্রায় ১৩ বছর পর জাতীয় দলের প্রথমবার আসা কোনও ভারতীয় কোচ।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাজিকিস্তানের কোচ ও অধিনায়কের সঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল ও গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার।

কাফা নেশনস কাপে আজ
তাজিকিস্তান বনাম ভারত
ম্যাচ শুরু : রাত ৯টা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

টানা তিন ৫০ সঞ্জুর

কোচি, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত সঞ্জু স্যামসনের। কেরালা ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার তিনি ৩৭ বলে ৬২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন। যার সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে কোচি ব্লু টাইগার্স ১৯১/৫ স্কোর তোলে। জবাবে আদানি ত্রিবান্দ্রাম রয়্যালস আটকে যায় ১৮২/৬ স্কোরে।

গত রবিবার শতরান করেছিলেন সঞ্জু। তারপর মঙ্গলবার খেলেছিলেন ৪২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস। বৃহস্পতিবার ফের কথা বলল সঞ্জুর ব্যাট। কোচি ক্রিকেট লিগের প্রথম দিকে সঞ্জু মিডল অর্ডারে নামছিলেন। পরে ওপেন করতে নেমে লাগাতার রান করে যাচ্ছেন ৩০ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর দুরন্ত ফর্ম ভরসা জোগাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় সুহৃদ কুমার ভৌমিক
জন্ম: 02.06.1943 : প্রয়াণ: 19.08.25
(বাংলা : ২রা ভাদ্র, ১৪৩২)
তোমার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। যেখানে থাকো ভালো থেকো সুখে থেকো। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।
শ্রদ্ধাবনত ঃ
ভাগ্যহীনা স্ত্রী- পুষ্প ভৌমিক, কন্যা- সুতপা ভৌমিক, জ্যেষ্ঠপুত্র- গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কনিষ্ঠপুত্র- সুদীপ্ত ভাস্কর ভৌমিক, পুত্রবধূ- অনুপমা ভৌমিক, নাতি- সায়নদীপ ভৌমিক।
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

কোয়ার্টারে সারনা

ওদলাবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ওদলাবাড়ি চা বাগানের সারনা ক্লাব একাদশ। বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে ম্যাচে হলদিবাড়ি প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। শান্তি কলোনি মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। প্লেয়ার্সের পি রায় ও সারনার কৈলাশ ছেত্রী গোল করেন। ম্যাচের সেরা সারনার গোলকিপার পাপন রায়। রবিবার খেলবে দলগাওঁ এফসি ও নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ ডাবগ্রাম।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন পাপন রায়। ছবি : অনুপ সাহা

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভায়োলিন সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

নিজের খেলায় খুশি নন জকোভিচ

সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

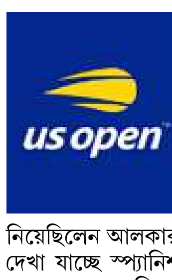

নিউ ইয়র্ক, ২৮ অগাস্ট : আরও একটা সহজ জয়। অনায়াসেই ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন কার্লোস আলকারাজ। ৬-১, ৬-০, ৬-৩ গেমে তিনি হারালেন ইতালির মাত্তিয়া বেলুচ্চিকে।

গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আলকারাজ। তবে এবার একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশ তারকাকে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর সার্ভিস ভাঙতে পারেননি রেইলি ওপেলকা। সেদিক থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডেও অপ্রতিরোধ্য আলকারাজ। ম্যাচ শেষে আলকারাজ বলেছেন, 'একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। শেষ শট পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকেছি।' তৃতীয় রাউন্ডে আমেরিকার এলিয়ট স্পিজিরির বিরুদ্ধে খেলবেন আলকারাজ।

এদিকে, জাকারি ভাজদাকে হারিয়ে ইউএস ওপেন তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেও নিজের খেলায় সন্তুষ্ট নন নোভাক জকোভিচ। জাকারির কাছে প্রথম সেট খোয়ালেও পরের তিন সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন তিনি। ম্যাচের শেষে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'নিজের খেলায় একেবারেই খুশি নই। এমন হতেই পারে। সেরাটা না খেলেও জিতেছি। একথাও ঠিক সবসময় একইভাবে ভালো খেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

সুপার সিক্সের লক্ষ্যে নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : গত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জয়ের পর কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার কালীঘাট মিলন সংঘকে হারিয়ে জায়গা পাকা করার লক্ষ্যে মাঠে নামছে লাল-হলুদ।

মাঝে মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে ঘরোয়া লিগে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। আলাদা করে রিকভারির সময়ও পাননি পিভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তীরা। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তবুও প্রথম একাদশে হয়তো খুব বেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন না লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধেও সিনিয়ার ফুটবলাররাই তাঁর ভরসা। তবে শুধুমাত্র দলের শক্তি বাড়াতেই যে দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের সিএফএলে ব্যবহার করা তা মানছেন না বিনো। বরং তাঁর যুক্তি, 'খেলার জন্যই ফুটবলারদের দলে নেওয়া। ডুরান্ড শেষ। আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। ফুটবলারদের বসিয়ে রাখা অর্থহীন। সেখানে আমাদের কাছে কলকাতা লিগের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে।' একথা ঠিক বিনোর হাতে অপশনও কম। বিশেষত জর্জ ম্যাচে রক্ষণ সাজাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাঁকে। এই ম্যাচেও পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। শুধু তাই নয়, জর্জের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পরও সুযোগ নষ্টের বহর বেশ চিন্তায় ফেলেছে বিনোকে। যে কারণে বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট এমএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় আক্রমণভাগে বাড়তি নজর দিতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিকে, এদিন এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা লিগে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উঠে এল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন সজল বাগ। এই জয়ের সুবাদে দুশ্চিন্তা কমলেও অবনমনের আশঙ্কা থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি সাদা-কালো। তার জন্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও জিততে হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলকে। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন।

সৌরভকেই সমর্থন, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : সময় এগিয়ে আসছে। বাড়ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে উত্তাপ।

প্রশ্ন এখন একটাই, ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে নির্বাচন কি হবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা বেশ কম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন। সৌরভ সভাপতি পদে দাঁড়ানো মানে তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না কেউই। ফলে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিএবি সভাপতির চেয়ারে বসে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় আজ বিকেলে চমকপ্রদভাবে মহারাজের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সিএবি সভাপতির পদে তিনি সৌরভকেই চাইছেন। নীতুর কথায়, 'সৌরভই এই মুহূর্তে সিএবি সভাপতি পদে বসার যোগ্য ব্যক্তি। নির্বাচনে সৌরভ সভাপতি পদে লড়াই করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। আমরা সরাসরি সৌরভকেই সভাপতি পদে সমর্থন করছি। দেশে তো বটেই গোটা দুনিয়ার কাছে সৌরভ পরিচিত ও জনপ্রিয়। প্রশাসক হিসেবে নিজেকে আগেই প্রমাণ করেছে ও।'

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি এজিএম

আচমকা সৌরভকে নিয়ে কেন আসরে নামতে হল ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তাকে? কলকাতা ময়দানের গুঞ্জন, দিন কয়েক আগে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল, সিএবি এজিএমে ডালমিয়ার দিকে সমর্থন রয়েছে নীতুর। আজ সেই জল্পনার অবসান হল। যদিও সৌরভ নিজে ইস্টবেঙ্গলের এমন সমর্থনের বিষয়কে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, এমন খবরও নেই। জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা সুবীর (বাবলু) গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে সিএবি-তে দেখতে চাইছেন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তারা। যা নিয়ে সৌরভ ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে চাপানউতোর চলছে বলে খবর। সম্ভবত সেই কারণেই আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার।

যুবশ্রীর জয়

তুফানগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের সুপার লিগে বৃহস্পতিবার যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ২-০ গোলে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে রসিকবিলের রাকেশ বর্মন ও ম্যাচের সেরা মনদীপ ওরাওঁ গোল করেন। শনিবার খেলবে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ।

সোনাপুর এস.কে.উ.এস লিমিটেড
Redg. No. 03, 08/12/1955
Vill+PO- Panchkolguri, Alipurduar-I Block, Alipurduar
বিজ্ঞপ্তি
এই বিজ্ঞপ্তি মারফত সোনাপুর এস.কে.উ.এস লিমিটেড-এর সকল সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন হইবে। কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য সাতটি নির্বাচনি ক্ষেত্রের যথা- পাঁচকোলগুড়ি, উত্তর কামসিং, দক্ষিণ কামসিং, দক্ষিণ সোনাপুর, উত্তর সোনাপুর পূর্বাংশ (ক), উত্তর সোনাপুর পূর্বাংশ (খ), উত্তর সোনাপুর পশ্চিম ও উত্তরাংশ-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং উক্ত তালিকা সমিতির অফিস গৃহ ও চকোয়াক্ষেতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস কার্যালয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে।
খসড়া তালিকায় মৃত্যুজনিত কারণ, বাসস্থানের পরিবর্তন, ভুল নাম নথিভুক্ত হইয়া থাকলে বা বাদ পড়ে থাকলে উপযুক্ত হইয়া থাকলে- উপযুক্ত প্রত্যয়িত প্রমাণ অভিযোগ পত্র ২৮/০৮/২০২৫ হইতে ০৬/০৯/২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।
অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শুনানি ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত হইবে। ওই দিন উক্ত সময়ের মধ্যে অভিযোগকারীগণকে সমিতির অফিসে উপস্থিত থাকতে বলা হইতেছে।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১০/০৯/২০২৫ তারিখে সমিতির অফিস গৃহ ও চকোয়াক্ষেতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস কার্যালয়ে বিকাল ৩ ঘটিকায় প্রকাশ পাইবে।
২৮/০৮/২০২৫ তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত স্থানে দেখা যাইবে ঃ
১) সমবায় সমিতি অফিস।
২) বি.ডি.ও অফিস, আলিপুরদুয়ার-I ব্লক।
৩) চকোয়াক্ষেতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস।
তারিখ ঃ ২৮/০৮/২০২৫
স্থান ঃ আলিপুরদুয়ার।
সহ নির্বাচন আধিকারিক
সোনাপুর এস.কে.উ.এস লিমিটেড

চ্যাম্পিয়ন উত্তর চণ্ডীপুর

মানিকচক, ২৮ অগাস্ট : মানিকচক চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক ফুটবল প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ভূতনি উত্তর চণ্ডীপুর। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে দক্ষিণ চণ্ডীপুরকে হারিয়েছে।

সোনা অনুষ্কা, রুমির

আলিপুরদুয়ার, ২৮ অগাস্ট : রাজ্য স্কুল গেমস ক্যারাটেতে আলিপুরদুয়ার জেলা দলের হয়ে অনুষ্কা শর্মা অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৪২ কেজিতে সোনা জিতেছে। ৩২ কেজিতে সোনা জিতেছে রুমি এক্কা। ৩৪ কেজিতে রুপো পেয়েছে স্নিগ্ধা রায়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ৮২ কেজিতে ব্রোঞ্জ এসেছে হুর্দিত্য দাসের। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ৬৬ কেজিতে রুপো পেয়েছে ভাস্কর দাস। ৭০ কেজিতে রুপো জ্যোতির্ময় মোদকের।

সোনার পদক গলায় অনুষ্কা শর্মা (উপরে) ও রুমি এক্কা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিনয় হালদার - কে 11.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 67373 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার ফলে আমার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন সত্যিই বিশ্বাস করি যে আমার স্বপ্নগুলিকে আমি বাস্তবে পরিণত করতে পারবো। অবশেষে আমি আমার পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে এবং আমার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে পারবো। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনূর্ধ্ব-১৪ (উপরে) ও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস দিওর পানাউল্লা হাইস্কুলের। ছবি : অনুপ মণ্ডল

জোড়া খেতাব পানাউল্লার

বুনিয়াদপুর, ২৮ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জেলা স্তরের মেয়েদের খো খো-তে জোড়া খেতাব জিতল দিওর পানাউল্লা হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে পানাউল্লা ৭ পয়েন্টে সুকদেবপুর এনসি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে পানাউল্লা ২ পয়েন্টে সুকদেবপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়।

সবুজের ফুটবল শুরু আজ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ অগাস্ট : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে এসএসএসি খারিজা কাকরিবাড়ি ও ফালাকাটা চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাব।

ফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা

মাদারিহাট, ২৮ অগাস্ট : মুজনাই চা বাগানে ডুয়ার্স ইয়ুথ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। রবিবার ফাইনাল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৩-২ গোলে অসম সানতালপুর ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মনু সোরিয়া জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন। তাদের অন্যটি অরুণ তামাংয়ের। সানতালপুরের গোলস্কোরার শচীন এলডারসন মুর্মু ও নসিব সোরেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে মনু সোরিয়া। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ